

১০০ বছরপূর্তি
উৎসব

অঙ্গীকার



করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব, ঢাকা
(শতবর্ষপ্রাচীন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান)
স্থাপিত : ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ

শৌর্য ও প্রতিভার
১০০ বছরপূর্তি
উৎসব



করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব, টাঙ্গাইল





টঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব তাদের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে পঞ্চকালব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে জেনে আমি আনন্দিত।

নাটক এমন একটি কলা যা বাস্তব অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সত্য বা কল্পনাপ্রসূত ঘটনা হৃদয়গ্রাহী রূপে মানুষের সামনে উপস্থাপন করে। নাটক মানুষকে ভাবতে শেখায়, মূল্যবোধের উৎকর্ষ সাধন করে, নিজস্ব সত্তাকে অনুধাবন করায়।

করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব শুধু নাট্যচর্চাই নয়, সংস্কৃতির অন্যান্য অংগনেও তাদের পদচারণা অব্যাহত রেখেছে যা তাদের শতবর্ষের প্রতিষ্ঠানটিকে শুধু গৌরবান্বিতই করেনি, এদেশের বিশেষ করে টঙ্গাইলের গণমানুষকে সংস্কৃতির চেতনায় করেছে সমৃদ্ধতর।

দেশের সংস্কৃতির বিকাশে করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব একটি কিংবদন্তিতুল্য প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান সার্থক হোক, সফল হোক এই কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

হাসানুল হক ইনু এমপি
মন্ত্রী
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



বান্ধ





ট্যাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ‘করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব’ এর শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ১৫ দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ শুভলগ্নে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য হলো একটি জাতির আত্মপরিচয়ের অন্যতম প্রধান উপাদান। বাংলাদেশের রয়েছে এক সমৃদ্ধ ও স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, যা আমাদেরকে গর্বিত করে। আমি জেনেছি যে, ‘করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব’ ট্যাঙ্গাইলে ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দীর্ঘসময় এ প্রতিষ্ঠানটি নাটকসহ নানামুখি সাংস্কৃতিক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঐ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। আশাকরি, এ দেশের আবহমান সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানটির অগ্রযাত্রা বহমান থাকবে।

আমি প্রতিষ্ঠানটির শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশসহ গৃহীত কার্যক্রমের সার্বিক সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আসাদুজ্জামান নূর, এমপি

মন্ত্রী

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



বাংলা





मोमरा
बाई

ଟାଣାରେ ଲୋଡ଼ା ବିଚିତ୍ର-ମୂଳ କଥା ଲେଖନ ଡ୍ରାମାଟିକ
 କ୍ରିୟାକର୍ତ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶର୍ମା ଡ୍ରାମା ଲେଖନ ଡ୍ରାମାଟିକ
 (ଏ କଥାଟି ମାତ୍ରାତ୍ମକ ଡ୍ରାମାଟିକ, ଆଧୁନିକ କଥା ଡ୍ରାମା
 ଏ ଡ୍ରାମାଟିକ କଥା ଡ୍ରାମାଟିକ ଡ୍ରାମାଟିକ ।

[illegible]

(2010s n₁ and n₂)

२२ २ मार्च २०२४
समिति स्थल
कानपुर





টান্গাইলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। ঐতিহ্যবাহী করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব (সিডিসি) এর শতবর্ষপূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। শতবর্ষের দৃষ্ট চলার পথে ক্লাবটি প্রথম থেকেই বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাজের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে।

যাদের সংযম, নিষ্ঠা, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, বিপুল কর্মোদ্যম, অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে এই শতবর্ষপূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন হচ্ছে, তাদের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা। টান্গাইলের সংস্কৃতিতে সুস্থ আধুনিক ধারার সংযোজনের ক্ষেত্রে সিডিসি ক্লাবটি নতুন যুগের সূচনা করেছে। এই উৎসবের মধ্যদিয়ে টান্গাইলের সংস্কৃতিপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি হবে এবং ক্লাবের ঐতিহ্যে নতুন মাত্রা যোগ হবে সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

আলহাজ্ব মোঃ ছানোয়ার হোসেন এম পি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
টান্গাইল- ৫ (সদর)



বান্ধা



বর্ণা

‘করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব’ এদেশের প্রাচীনতম সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম। ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যেই অতিক্রম করেছে গৌরবময় শতবর্ষ। ইতিহাস ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ টাঙ্গাইল জেলার ‘করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব’ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই আপন আলোকে ভাস্বর। যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর মেধায় ক্লাবটি শতবর্ষে উপনীত হয়েছে সেইসব মহৎপ্রাণ ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। ‘করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব’ তাদের শতবর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৫ দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই প্রতিষ্ঠানটি মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে দেশের ইতিহাস ঐতিহ্যকে লালন করে প্রতিবছর নানা কর্মসূচির মাধ্যমে টাঙ্গাইলের শিল্প ও সংস্কৃতিতে নতুন ধারা সৃষ্টি করে সর্বস্তরের মানুষের চিত্তে বিনোদনের খোড়াক জুগিয়ে আসছে।

আমি আশা করি, অত্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশে এই আয়োজন সুস্থ সংস্কৃতি চর্চায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। ক্লাবের সম্মানিত সকল কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দকে মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমি ক্লাবটির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

Mauddin

(প্রফেসর ড. মোঃ আলাউদ্দিন)

ভাইস-চ্যান্সেলর

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

সন্তোষ, টাঙ্গাইল।



বান

সাংস্কৃতিক নগরী ঐতিহ্যবাহী টাঙ্গাইল জেলার প্রাচীনতম যশস্বী ‘করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব’ এর শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে একটি মনোরম স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছি। সাহিত্য-সংস্কৃতি, কৃষ্টি-সভ্যতা, মানুষের ব্যক্তি জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জীবন ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ। নাটকের মাধ্যমে সমাজের বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত রীতি-নীতি, রূপ-রহস্য ও সৌকর্যের পরিচয় মেলে। সাহিত্য চর্চা, সাংস্কৃতিক সাধনা ও নাট্য ভাবনা ছাড়াও আমাদের ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধে ও প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে টাঙ্গাইলবাসীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা সম্পর্কে সকলেই অবিদিত।

এ মহতি প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে এবং করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের সকল সম্মানিত কর্মকর্তা, সদস্য ও টাঙ্গাইলবাসীকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি ও শুভ কামনা করছি।

(মুহম্মদ মাহবুব-উল হক)

জেলা ও দায়রা জজ, টাঙ্গাইল।



বান্ধা

ইতিহাস ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ টাঙ্গাইল জেলার ‘করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব’ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই আপন আলোকে ভাস্বর। প্রাণোচ্ছল একদল তরুণের নেতৃত্বে সৃষ্ট এই প্রতিষ্ঠান প্রথমে শুধুমাত্র নাট্যচর্চায় পদচারণা করলেও পরবর্তীতে সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে তাদের সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত আবহমান বাংলার শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশ, স্থানীয় শিল্পের ঐতিহ্য সংরক্ষণ, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক শিল্পযজ্ঞ আয়োজনসহ প্রতিষ্ঠানটি যুগান্তকারী নানা কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে টাঙ্গাইলের শিল্প ও সংস্কৃতিতে এনেছে নবজোয়ার। বাংলা সংস্কৃতি ও সাহিত্যচর্চায় অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালনকারী এই প্রতিষ্ঠান থেকে জন্ম নিয়েছে বহু সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা, যারা পরবর্তীতে জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। শতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী এ ক্লাবটির সাংস্কৃতিক বলয়ের পাশাপাশি সামাজিক ক্ষেত্রেও রয়েছে অবাধ বিচরণ।

আমি জেনে আনন্দিত হয়েছি, ‘করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব’ তাদের শতবর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৫ দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আমার বিশ্বাস, অত্যন্ত উৎসবমুখর এই আয়োজন বাংলাদেশের সুস্থ সংস্কৃতিচর্চায় নতুন দিগন্তের সূচনা করবে। আমি ক্লাবটির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ আনিছুর রহমান মিঞা)

জেলা প্রশাসক

টাঙ্গাইল।



করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব এদেশের প্রাচীনতম সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম। ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যেই অতিক্রম করেছে গৌরবময় শতবর্ষ। শতবছরের পথ পরিক্রমায় অসংখ্য গুণীজন এ ক্লাবের সংস্পর্শে এসেছেন এবং নাট্যচর্চা থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে টাঙ্গাইলকে সমৃদ্ধ করেছেন। সামাজিক অবক্ষয় থেকে দেশের মানুষকে রক্ষার প্রধান অবলম্বন সংস্কৃতি চর্চা। সংস্কৃতি চর্চায় নিয়োজিত মানুষ বিবেকের দ্বারা চালিত হয় বলে তারা সুন্দরের সাধনা করে শুভ ও কল্যাণের পথে এগিয়ে যায়।

শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ক্লাবের উদ্যোগে যেসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে তা টাঙ্গাইল তথা সারা দেশকেই আলোড়িত করবে। আমি এই মহতী কর্মপ্রয়াসের সাথে যুক্ত হতে পেরে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি।

আমি ক্লাবের সকল কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক এই আমার আন্তরিক প্রত্যাশা।

(সালেহ্ মোহাম্মদ তানভীর)

পুলিশ সুপার

টাঙ্গাইল।



বান



বাক্য

টাঙ্গাইল করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব তার শতবর্ষ পূর্তিতে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে যাচ্ছে তার সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরে আমি আনন্দিত। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে সিডিসি আজো তার সাক্ষর বহন করে চলেছে।

১৯০৫ খ্রি. বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের পরিসমাপ্তির পর ১৯১১ খ্রি. বর্তমান পৌর উদ্যানে আয়োজিত করোনেশন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই সূচিত হয় করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব প্রতিষ্ঠার। ঐতিহাসিক এই ক্লাব প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ ছিলেন বিশিষ্ট রাজনীতিক, সমাজসেবী। তিনি দীর্ঘ সময় টাঙ্গাইল পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। উপমহাদেশের খ্যাতিমান রাজনীতিক, বিপ্লবী নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু টাঙ্গাইলে তার আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। সিডি ক্লাব ১০০ বছর পূর্ণ করায় যে শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে যাচ্ছে এবং এ উপলক্ষে যে স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে সেজন্য সিডিসি কর্তৃপক্ষকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন। আমি প্রত্যাশা করি, এ আয়োজন এবং স্মারকগ্রন্থের মধ্য দিয়ে টাঙ্গাইল পৌরবাসী তথা দেশবাসী টাঙ্গাইলের অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। তাই এ আয়োজন টাঙ্গাইলের ইতিহাসের মাইলফলক হিসেবে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে চিহ্নিত হয়ে থাকবে বলে আমার ঐকান্তিক বিশ্বাস।

আমি ঐতিহাসিক এ আয়োজনের সকল কুশীলবের সফলতা এবং করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের উন্নতি কামনা করি।

সাহিদুর রহমান খান মুক্তি

মেয়র

টাঙ্গাইল পৌরসভা

ও

সদস্য

করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব, টাঙ্গাইল।



বান

ঋতু বদলের আবর্তনে ঐতিহ্যবাহী, প্রাচীনতম করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব টাঙ্গাইল এর শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। সমাজ পরিবর্তনের অঙ্গিকারে নাট্য আন্দোলনে এই ক্লাবের ভূমিকা অপরিসীম এবং প্রশংসিত। দেশীয় সংস্কৃতিকে বিকশিত করে প্রতি বৎসর এই ক্লাব টাঙ্গাইলের মানুষকে বিভিন্ন ধরনের নাটকসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি উপহারের মধ্য দিয়ে বিনোদনের সুযোগ দিয়ে আসছে। আজকের মাহেন্দ্রক্ষণে আমাদের প্রত্যাশা- এই ক্লাব শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে সুস্থ ও মননশীল নাগরিক গড়ে তুলতে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।

আমি আমন্ত্রিত অতিথিসহ করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের কার্যনির্বাহী পরিষদ ও সকল সম্মানিত সদস্যের সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জাহিদুর রহমান খান কাকন
সভাপতি
টাঙ্গাইল চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি
ও
সদস্য
করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব, টাঙ্গাইল।



সভাপতির কথা

করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব এদেশের প্রাচীনতম এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। ১৯১১ সালের এক ঐতিহাসিক সময়ে এর প্রতিষ্ঠা। শুরুতে কয়েকজন সংস্কৃতিমনা তথা নাট্যপিপাসু ব্যক্তির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এর গোড়াপত্তন ঘটে। কালপরিক্রমায় এই প্রতিষ্ঠানের গতিধারায় স্থবিরতা দেখা দিলে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম আর মেধা দিয়ে ক্লাবটিকে পুনর্গঠন করেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ। ক্লাবের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে আমি সেইসব মহৎপ্রাণ ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

সমাজ গঠনে সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিল্পকলার চর্চা অপরিহার্য। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের টাঙ্গাইলের যে খ্যাতি ও সমৃদ্ধি তার মূলে আছে এই ক্লাবের বরেণ্য ব্যক্তিদের প্রতিভা ও নানামুখী কার্যাবলী। ক্লাব সদস্যদের মধ্যে যেমন রয়েছেন দেশের বরেণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, তেমনই রয়েছেন সমাজসেবক থেকে শুরু করে বিশিষ্ট রাজনীতিক, মুক্তিযোদ্ধাসহ অসংখ্য গুণী ব্যক্তি। সুদীর্ঘ একশ' বছর ধরে অনেক মহামহিম ব্যক্তির প্রচেষ্টায় আজ করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। আমাদের চেতনায় প্রতিনিয়ত বাঙালি সংস্কৃতির আবহমান ধারা বহমান। আমি আশা করি, এই ধারা অনন্তকাল ধরে প্রবাহিত হবে।

শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালায় দেশ-বিদেশের যেসব অতিথিবৃন্দ উপস্থিত হয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে অনুষ্ঠানকে সার্থক করে তুলেছেন তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। ক্লাবের সম্মানিত সকল কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দকে জানাই অকৃত্রিম শুভেচ্ছা।

আসুন, আমরা সংস্কৃতিচর্চার মাধ্যমে সুস্থ মনোবিকাশ ঘটিয়ে মহৎভাবে বাঁচতে শিখি।

(আতাউর রহমান খান)

সভাপতি

করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব, টাঙ্গাইল।



সাধারণ সম্পাদকের কথা

করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রাচীন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। নাট্যচর্চায় এ ক্লাবের সুনাম দেশব্যাপী বিস্তৃত। সুদীর্ঘকাল ধরে যাঁদের পরিচর্যায় এই ক্লাব সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয়েছে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ আমাদের মাঝে নেই। ক্লাব প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম বাবু অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ, ক্লাবের সদস্য, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শ্রদ্ধেয় জননেতা জনাব আব্দুল মান্নান, জনাব বদিউজ্জামান খান, জনাব শামসুর রহমান খান, বাবু খগেন বিশ্বাস, জনাব সৈয়দ নূরুল হুদা, জনাব হবিবুর রহমান খান, জনাব শওকত আলী তালুকদার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ক্লাবটি বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। আমি আজকের এই শুভদিনে তাঁদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। বর্তমানেও ক্লাবের সম্মানিত সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবক, সংস্কৃতিমনা ও দক্ষ সংগঠক জনাব আতাউর রহমান খান সার্বক্ষণিকভাবে ক্লাব উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন। শতবর্ষ উৎসব উদযাপন পরিষদের সম্মানিত সভাপতি, সংস্কৃতি হিতৈষী জননেতা জনাব ফজলুর রহমান খান ফারুক অক্লান্ত পরিশ্রমে শতবর্ষ উৎসবকে প্রাণবন্ত করতে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আমি তাঁদেরকেও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

অনুষ্ঠান সফল করার জন্য দেশী ও বিদেশী স্বনামধন্য যেসকল আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ শত ব্যস্ততার মাঝেও উপস্থিত হয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা।

শতবর্ষপূর্তি উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য ক্লাবের কার্যকরী পরিষদের সকল সদস্য, সকল উপ-পরিষদ সদস্য এবং ক্লাবের সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে সহযোগিতার জন্য অকৃত্রিম অভিনন্দন জানাচ্ছি। আসুন, আমরা মন ও মননে সৃজনশীল হই এবং সুন্দরভাবে বাঁচতে শিখি।

(মোঃ মহব্বত হোসেন খান)

সাধারণ সম্পাদক

শতবর্ষ উৎসব উদযাপন পরিষদ

করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব, টাঙ্গাইল।





প্রাকৃত টাঙ্গাইল অধিবাসী সম্মিলনী

১৯৬সি/১, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৩৯
রেজি নং - SIL/9765 of 2002-2003

স্বাধীনতা সংগ্রাম
কল্যাণের প্রাথমিক ক্লাস
পটুখাট, কলকাতা

স্বাধীনতা,

আমরা যখন পূর্বে অসহযোগ (৭), অসহযোগ পটুখাট
ইতিহাসের মার্গে গিয়েছি, "কল্যাণের প্রাথমিক ক্লাস" অসহযোগ
উদ্দেশ্যের অধীনে আমরা ১৬ই এপ্রিল ২০১৪ থেকে শুরু
করে আসছি।

পটুখাট এবং বিবেচনা কল্যাণের মার্গে অসহযোগের
ক্লাস "কল্যাণের প্রাথমিক ক্লাস" অসহযোগ অসহযোগ। পটুখাটের
যে দিন আমরা বসেছি। এই প্রাথমিক অসহযোগ দিনে আমরা
অসহযোগ মার্গে অসহযোগ এবং অসহযোগ প্রাথমিক এবং
(অসহযোগ) অসহযোগ মার্গে অসহযোগ করছি।

স্বাধীনতা,

স্বাধীনতা —

স্বাধীনতা স্বাধীনতা

(স্বাধীনতা স্বাধীনতা স্বাধীনতা)
স্বাধীনতা





ফজলুর রহমান খান ফারুক
প্রশাসক
জেলা পরিষদ, টাঙ্গাইল।



শুভেচ্ছা বার্ষিক

করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব টাঙ্গাইল শহরে সংস্কৃতি-সভ্যতার এক অপূর্ব নিদর্শন। এই প্রতিষ্ঠানটি টাঙ্গাইলের সংস্কৃতির জগতকে শতবর্ষ উর্ধ্বকালব্যাপী আলোকিত করে আসছে। অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয়ের মতো বহু প্রৌঢ়, বিজ্ঞ, সংস্কৃতিসেবী, রাজনীতির পথিকৃৎ, সুমহান ব্যক্তিবর্গ এই ক্লাবের সদস্য হিসেবে এর মান-মর্যাদা এবং গতি-প্রকৃতিকে বিকশিত করে গড়ে তুলেছেন। ঐতিহ্যমণ্ডিত এই ক্লাবের শতবর্ষ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনের স্বপ্ন ক্লাবের অন্যান্য সম্মানিত সদস্যবৃন্দের মতো আমিও আমার মনে-প্রাণে লালিত-পালিত ও সৃজিত করে রেখেছি। আমার সেই স্বপ্ন-সাধনা আজ বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে ক্লাবের এই ঐতিহাসিক শতবর্ষপূর্তি উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে।

এই উৎসব সুন্দর হোক, সার্থক হোক, যাতে টাঙ্গাইলবাসী জনগণের মনে শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান সদা জাগরুক থাকে। অনাবিল সময় ধরে এই করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব তার সাংস্কৃতিক গতিধারার ঐতিহ্যকে প্রবাহিত করে তুলুক।

(ফজলুর রহমান খান ফারুক)

সভাপতি

শতবর্ষপূর্তি উৎসব উদযাপন পরিষদ

ও

প্রাক্তন সভাপতি

করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব, টাঙ্গাইল।

সম্পাদকীয়



একশ' বছর আমাদের সভ্যতার ক্রমবিকাশের বিস্তৃত পরিসীমায় খুব একটা বেশি সময় নয়। তবে ১৯১১ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যকার যে সময়কাল তা বাংলাদেশের ইতিহাসে নানা কারণে তাৎপর্য বহন করে। এই সময়কালে এদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যুগান্তকারী বিবর্তন লক্ষ করা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, স্বদেশী আন্দোলন, মাস্টার দা সূর্যসেন-প্রীতিলতা ওয়াদেদার এর আত্মহত্যা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তমুদ্দিন মজলিশ নামক সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা, ভারত বিভাগ, ভাষা আন্দোলন, ছয় দফা, '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং বাঙালির স্বাধীনতা অর্জন এক স্বর্ণাভ ইতিহাসের আকর হয়ে আছে। এসব ঘটনাবলীর অনুপ্রেরণা ও অনুষ্ণ হিসেবে কাজ করেছে সাংস্কৃতিক সচেতনতা।

সাহিত্য-সংস্কৃতির নিরন্তর চেষ্টায় পরিশীলিত সমাজের মহৎপ্রাণ ব্যক্তিরাই মূলত সমাজকে উন্নত পর্যায়ে এগিয়ে নিতে সচেষ্ট থেকেছেন। বিশেষ করে মানুষের মনযোগ দ্রুত আকর্ষণের ক্ষেত্রে নাটকের ভূমিকাই নিঃসন্দেহে প্রধান। রাজনীতি আর সংস্কৃতির আন্তঃসম্পর্ক ঘটিয়েই কেবল মানুষের মনকে স্বাধীনতা দেয়া যায়। কেবল খেয়ে-পড়ে বাঁচা নয়, মহৎভাবে বাঁচার প্রয়োজনেই শিল্পকলার চর্চা অপরিহার্য। বিনোদনের পাশাপাশি উন্নত সমাজ গঠনের মহৎ উদ্দেশ্যে আত্মনিবেদিত আমাদের পূর্বপুরুষেরা 'করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গতিময় এই কর্মপ্রবাহে যুক্ত হয়েছিলেন মহৎপ্রাণ অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ থেকে শুরু করে এদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গ। ক্লাবের শতবর্ষপূর্তি উৎসবের প্রাক্কালে আমরা যাদের জন্যে বিশেষভাবে গর্ববোধ করি এবং শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি, তাঁরা হলেন- স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের প্রাণপুরুষ, সাবেক মন্ত্রী জননেতা জনাব আব্দুল মান্নান; সাবেক প্রাদেশিক ও গণপরিষদ সদস্য জনাব বদিউজ্জামান খান; মুক্তিযুদ্ধকালীন যোনাথ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সু-অভিনেতা জনাব শামসুর রহমান খান; বিশিষ্ট অভিনেতা, নির্দেশক বাবু খগেন বিশ্বাস; প্রথিতযশা নাট্যনির্দেশক-অভিনেতা জনাব সৈয়দ নূরুল হুদা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

শতবর্ষ পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ক্লাবটিকে আধুনিকায়নে যারা নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁদের অন্যতম ক্লাবঅন্তঃপ্রাণ, উদার সমাজসেবক ও সংস্কৃতি চর্চায় মনোযোগী মানুষ, ক্লাবের বর্তমান সভাপতি জনাব আতাউর রহমান খান; অধ্যাপক রণজিত কান্ত সরকার (প্রয়াত); সাংস্কৃতিক সংগঠক জনাব কাজী সাকেরুল মওলা (প্রয়াত), নাট্যনির্দেশক-নাট্যকার জনাব আলমগীর খান মেনু; জনাব মফিজুর রহমান এডভোকেট; মঞ্চ ও টিভি নাটকের সু-অভিনেতা জনাব আব্দুর রহমান খান মন্টু; দক্ষ নাট্য সংগঠক, নাট্যজন জনাব আব্দুর রহমান রক্কু (প্রয়াত)। এঁদের প্রতি ক্লাব এবং সংস্কৃতিমণ্ডা টাঙ্গাইলবাসী চির কৃতজ্ঞ থাকবে।

নানা প্রতিকূলতার কারণে ক্লাবের শতবর্ষপূর্তি উৎসব ২০১০ সালের পরিবর্তে ২০১৪ সালে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। টাঙ্গাইলের ইতিহাসে যিনি এই উৎসবকে অনন্তকাল ধরে স্মরণীয় করে রাখার বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পাদনের মূল দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তিনি হলেন শতবর্ষপূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি, সাবেক গণপরিষদ এবং জাতীয় সংসদ সদস্য, বর্তমান টাঙ্গাইল জেলা পরিষদের মাননীয় প্রশাসক, শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার পৃষ্ঠপোষক জনাব ফজলুর রহমান খান ফারুক। তাঁর মূল্যবান পরামর্শ-নির্দেশনা অনুসারে আমরা স্মরণিকায় ক্লাবের অতীত ও বর্তমান ঐতিহ্যকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। এ কাজে ক্লাবের সম্মানিত সভাপতি জনাব আতাউর রহমান খান এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ মহব্বত হোসেন খানসহ সকল কর্মকর্তা এবং সম্মানিত সদস্যবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতা আমাদেরকে মুগ্ধ করেছে। আমাদের প্রত্যাশা ছিল স্মরণিকাকে পূর্ণাঙ্গ করতে। কিন্তু ক্লাবের বেশ কয়েকজন সাবেক কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট নাট্যশিল্পীদের ছবি সংগ্রহের জন্য স্বজনদের সাথে বহুবার যোগাযোগ করেও সাড়া পাইনি।

দেশী-বিদেশী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যারা উৎসবে যোগ দিয়ে অনুষ্ঠানকে মহিমাম্বিত করেছেন, যারা বিভিন্নভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন, বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি স্মরণিকা উপ-পরিষদের পক্ষ থেকে জানাই উষ্ণ অভিবাদন। সকলের কল্যাণ হোক।

(দেবশীষ দেব)

আহ্বায়ক

স্মরণিকা উপ-পরিষদ

করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব, টাঙ্গাইল।



অম্পাদনা পরিষদ



দেবশীষ দেব
আহ্বায়ক



এ.কে.এম. শহিদুল হক
সদস্য



গোলাম আশিয়া নুরী
সদস্য



উদয় শংকর ঘোষ
সদস্য



আবুল কালাম আজাদ বীরবিক্রম
সদস্য



এলেন মলিক
সদস্য



ড. সুধাংশু শেখর রায়
সদস্য



সৈয়দ মাহমুদ তারেক পুলু
সদস্য



ডা. রতন চন্দ্র সাহা
সদস্য



মোঃ আব্দুর রশিদ
সদস্য



এস. আকবর খান
সদস্য



ইউসুফ খান
সদস্য



দুলাল চন্দ্র সাহা
সদস্য



নীহার সরকার
সদস্য

প্রকাশকাল
১৬ এপ্রিল ২০১৪

প্রকাশনায়
করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব, টাঙ্গাইল।

প্রচ্ছদ, কারুকাজ ও বর্ণ অলঙ্করণ

বিনয় কৃষ্ণ দে

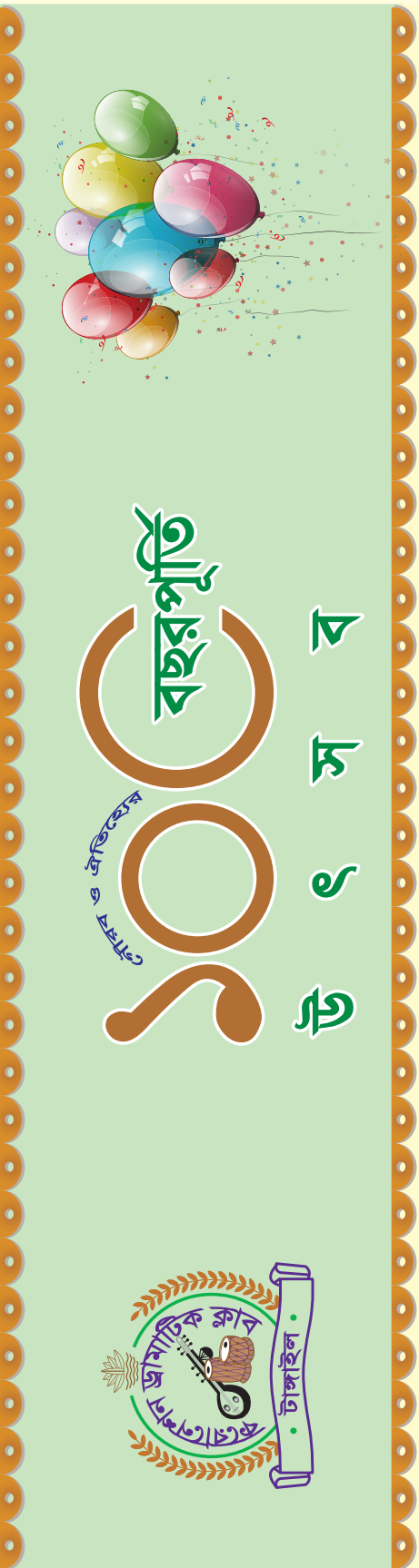
লুক্কক কম্পিউটার গেটওয়ে

সি.ডি.সি শপিং কমপেক্স (২য় তলা), টাঙ্গাইল। সেল : ০১৬২৩-৫৫৮৫৯৫

মুদ্রণ

প্রিন্ট মিডিয়া

২৬৭/ডি, ফকিরাপুল, ঢাকা। সেল : ০১৭১১-৮৭৯৯২৬



সুধী,

করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব (সিডিসি), টাঙ্গাইল এর গৌরব ও ঐতিহ্যের ১০০ বছরপূর্তি উপলক্ষে আগামী ১৬ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ১৫ দিনব্যাপী প্রাণসঞ্চারী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বর্ণাঢ্য এ আয়োজনে বাংলাদেশের বরণ্য রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বসহ ভারতের প্রখ্যাত শিল্পীবৃন্দ অংশগ্রহণ করবেন।

১৬ এপ্রিল অনুষ্ঠান উদ্বোধন করবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী **হাসানুল হক ইনু এমপি**। ১৭ এপ্রিল নাট্যানুষ্ঠান উদ্বোধন করবেন উপমহাদেশের প্রথিতযশা অভিনেতা **সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়** এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী **আসাদুজ্জামান নূর এমপি**।

অনুষ্ঠানের সকল আয়োজনে আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ।

আমন্ত্রণে

ফজলুর রহমান খান ফারুক
সভাপতি
শতবর্ষ উদযাপন পরিষদ

মোঃ মহব্বত হোসেন খান
সাধারণ সম্পাদক
শতবর্ষ উদযাপন পরিষদ

করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব, টাঙ্গাইল



১৬ এপ্রিল, বুধবার, সকাল ১০টা, সিডিসি নাট্যমঞ্চ : শতবর্ষপূর্তি উৎসব উদ্বোধন

উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি :

জনাব হাসানুল হক ইনু এমপি

মাননীয় তথ্যমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সভাপতি :

জনাব ফজলুর রহমান খান ফারুক

সভাপতি, শতবর্ষ উদ্বোধন পরিষদ

বিশেষ অতিথিবৃন্দ

জনাব মোলা ওয়াহেদুজ্জামান

চেয়ারম্যান, বেসরকারিকরণ বোর্ড

জনাব মঞ্জুর হোসেন

সচিব, স্থানীয় সরকার পলী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বাবু রণজিৎ কুমার বিশ্বাস এনডিসি, পিএইচডি

সচিব, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়

প্রফেসর ড. মো: আলাউদ্দিন

উপাচার্য, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

জনাব ফরিদুর রেজা সাগর

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চ্যানেল আই

জনাব ড. মাহফুজুর রহমান

চেয়ারম্যান, এটিএন বাংলা

জনাব মোজাম্মেল হক বাবু

চেয়ারম্যান, চ্যানেল ৭১ টিভি

জনাব মামুনুর রশীদ

টেলিভিশন ও নাট্য ব্যক্তিত্ব এবং সি.ডি ক্লাবের সম্মানিত আজীবন সদস্য

জনাব ফিরোজ মাহমুদ টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব

জনাব সহিদুর রহমান খান মুক্তি মেয়র, টাঙ্গাইল পৌরসভা

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

জনাব মো: আনিছুর রহমান মিঞা জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল

জনাব মো: মাহবুব-উল-হক জেলা ও দায়রা জজ, টাঙ্গাইল

জনাব সালেহ মোহাম্মদ তানভীর পুলিশ সুপার, টাঙ্গাইল

জনাব চৌধুরী মনির উদ্দিন মাহফুজ সাবেক জেলা ও দায়রা জজ, টাঙ্গাইল

জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান পিপিএম সাবেক পুলিশ সুপার, টাঙ্গাইল

অনুষ্ঠানক্রম

স্বাগত ভাষণ : সাধারণ সম্পাদক, সি.ডি.সি, টাঙ্গাইল

ক্লাবের বীর মুক্তিযোদ্ধা সদস্যদের সম্মাননা প্রদান

ক্লাবের সম্মানিত সদস্যদের সম্মাননা প্রদান

অতিথিবৃন্দের শুভেচ্ছা ভাষণ

প্রধান অতিথির শুভেচ্ছা বক্তব্য

সভাপতির বক্তব্য

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

ভারতেশ্বরী হোমস্-এর শিল্পীবৃন্দের সমন্বয়ে পঞ্চকবির সঙ্গীত পরিবেশন এবং

দু'টি নৃত্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা।

১৭ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার : ভাসানী হলে নাট্যপর্বের উৎসব শুরু
প্রথম পর্ব : আলোচনা সভা, সময় : বিকাল ৫টা

সভাপতি

জনাব আতাউর রহমান খান সভাপতি, সি.ডি ক্লাব, টাঙ্গাইল

প্রধান অতিথি

জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি মাননীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উদ্বোধক

বাবু সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় উপমহাদেশের প্রখ্যাত নাট্য ও চলচ্চিত্র অভিনেতা

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

বাবু রামেন্দু মজুমদার নাট্যব্যক্তিত্ব

জনাব নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু চলচ্চিত্র, টেলিভিশন ও নাট্য ব্যক্তিত্ব

জনাব আতাউর রহমান নাট্যব্যক্তিত্ব

জনাব আলী যাকের নাট্যব্যক্তিত্ব

জনাব মামুনুর রশীদ নাট্যব্যক্তিত্ব

অনুষ্ঠান শেষে সম্মানিত অতিথিবৃন্দকে সম্মাননা ফ্রেস্ট প্রদান

দ্বিতীয় পর্ব : করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব প্রযোজিত নাটক, সন্ধ্যা ৭টায়

ভাসানী হলে প্রতিদিন নাটক শুরু সন্ধ্যা ৭টায়

১৮ এপ্রিল, শুক্রবার : ঢাকার নাগরিক নাট্যদল প্রযোজিত নাটক

১৯ এপ্রিল, শনিবার : ঢাকা থিয়েটার প্রযোজিত নাটক

২০ এপ্রিল, রবিবার : ঢাকার আরণ্যক নাট্যদল প্রযোজিত নাটক

২১ এপ্রিল, সোমবার : সিরাজগঞ্জ নাট্যদল প্রযোজিত নাটক

২২ এপ্রিল, মঙ্গলবার : ময়মনসিংহ নাট্যদল প্রযোজিত নাটক

নাট্যোৎসবের সমাপ্তি

সঙ্গীতানুষ্ঠান : প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টা, ভাসানী হল

২৩ এপ্রিল, বুধবার



স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত

(পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)

যন্ত্রশিল্পীবৃন্দ :

পরিতোষ নন্দী
অভিশেক খান
সঙ্গীতা পোদ্দার

২৪ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার



সৈকত মিত্র

(পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)

যন্ত্রশিল্পীবৃন্দ :

রূপেন্দু শেখর বসু
কুনালা দাস
সৌম্য প্রামানিক
শিবব্রত গুহ
গুভ্রত ভট্টাচার্য
সৈকত ধর

২৫ এপ্রিল, শুক্রবার



লোপামুদ্রা মিত্র

(পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)

যন্ত্রশিল্পীবৃন্দ :

অনিবার্ণ চক্রবর্তী
শ্যামল ঘোষ
ইন্দ্রজিত ব্যানার্জি
সৌমিক গুহ
অমিতাভ চক্রবর্তী
সন্তু বিশ্বাস

সঙ্গীতানুষ্ঠান : প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টা, ভাসানী হল

২৬ এপ্রিল, শনিবার

রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন



মিতা হক

ও
সহযোগী শিল্পবৃন্দ

২৭ এপ্রিল, রবিবার

নজরুলসঙ্গীত পরিবেশন



ফেরদৌস আরা

ও
সহযোগী শিল্পবৃন্দ

সঙ্গীতানুষ্ঠান উপস্থাপন করবেন টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব সাথী



শহীদ মিনার মুক্তমঞ্চঃ অনুষ্ঠান : প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টায়

২৮ এপ্রিল, সোমবার

জারি ও সারি গান

২৯ এপ্রিল, মঙ্গলবার

বাউল ও ভাটিয়ালি গান

সমাপনী অনুষ্ঠান : বিকাল ৫টা, শহীদ মিনার মুক্তমঞ্চঃ

৩০ এপ্রিল, বুধবার

প্রধান অতিথি : **জনাব লিয়াকত আলী লাকী** মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী

সভাপতি : **জনাব মামুনুর রশীদ** টেলিভিশন ও নাট্য ব্যক্তিত্ব এবং সি.ডি ক্লাবের সম্মানিত আজীবন সদস্য

সন্ধ্যা ৭টায়
সং-যাত্রা পালা

এবং

শতবর্ষপূর্তি উৎসবের সকল কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণা।

অমরীয়-বরীয় যাঁরা



বাবু অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ

প্রথিতযশা রাজনৈতিক নেতা, প্রজ্ঞাবান সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সম্মানিত সদস্য। করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব যাঁর উদ্যোগে নতুনভাবে প্রাণ সঞ্চারিত হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করতে প্রয়াস পেয়েছে।

স্মরণীয়-বরণীয় যাঁরা



জনাব আব্দুল মান্নান

করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের সম্মানিত সদস্য। একজন সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিত্ব। বাংলাদেশের জাতীয় রাজনৈতিক নেতা। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রধান ব্যক্তিত্ব। ‘জয় বাংলা’ পত্রিকার সম্পাদক। স্বাধীনতার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মন্ত্রীপরিষদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পরবর্তী পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সম্মানিত সদস্য। তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন।

স্মরণীয়-বরণীয় যাঁরা



জনাব আমীর উদ্দিন চৌধুরী

করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের প্রথম পর্যায়ের সম্মানিত সদস্যদের অন্যতম। ক্লাব সংস্কার সাধনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব। প্রথিতযশা আইনজীবী, সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিত্ব।

স্মরণীয়-বরণীয় যাঁরা



জনাব শামসুর রহমান খান

করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের সম্মানিত সদস্য। কয়েক দফায় ক্লাবের সভাপতির পদ অলংকৃত করেছেন। টাঙ্গাইলে সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতে উজ্জ্বলতম পুরোধা ব্যক্তি। টাঙ্গাইলের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রনায়ক। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রত্যক্ষ পরিচর্যায় যাঁর রাজনীতিতে হাতে খড়ি। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের বিশ্বস্ত কর্মী, টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সভাপতি। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কয়েক দফায় যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে তিনবার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তিনিও একজন মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, যুদ্ধকালীন সময়ে ১১ নং সেক্টরের জোনাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন।

স্মরণীয়-বরণীয় যাঁরা



জনাব বদিউজ্জামান খান

করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের ইতিহাস-ঐতিহ্যের ধারক এবং বাহক জনাব বদিউজ্জামান খান এই ক্লাবের প্রায় দশবার সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির এই সুমহান সংগঠক একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি সাহিত্য-সংস্কৃতির পাশাপাশি মানবকল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ পুরুষ ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ টাঙ্গাইল জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৭০-এর পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদে সদস্যপদে নির্বাচিত হন। তিনি পরবর্তী পর্যায়ে গণপরিষদ সদস্যপদ লাভ করেন। তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন।

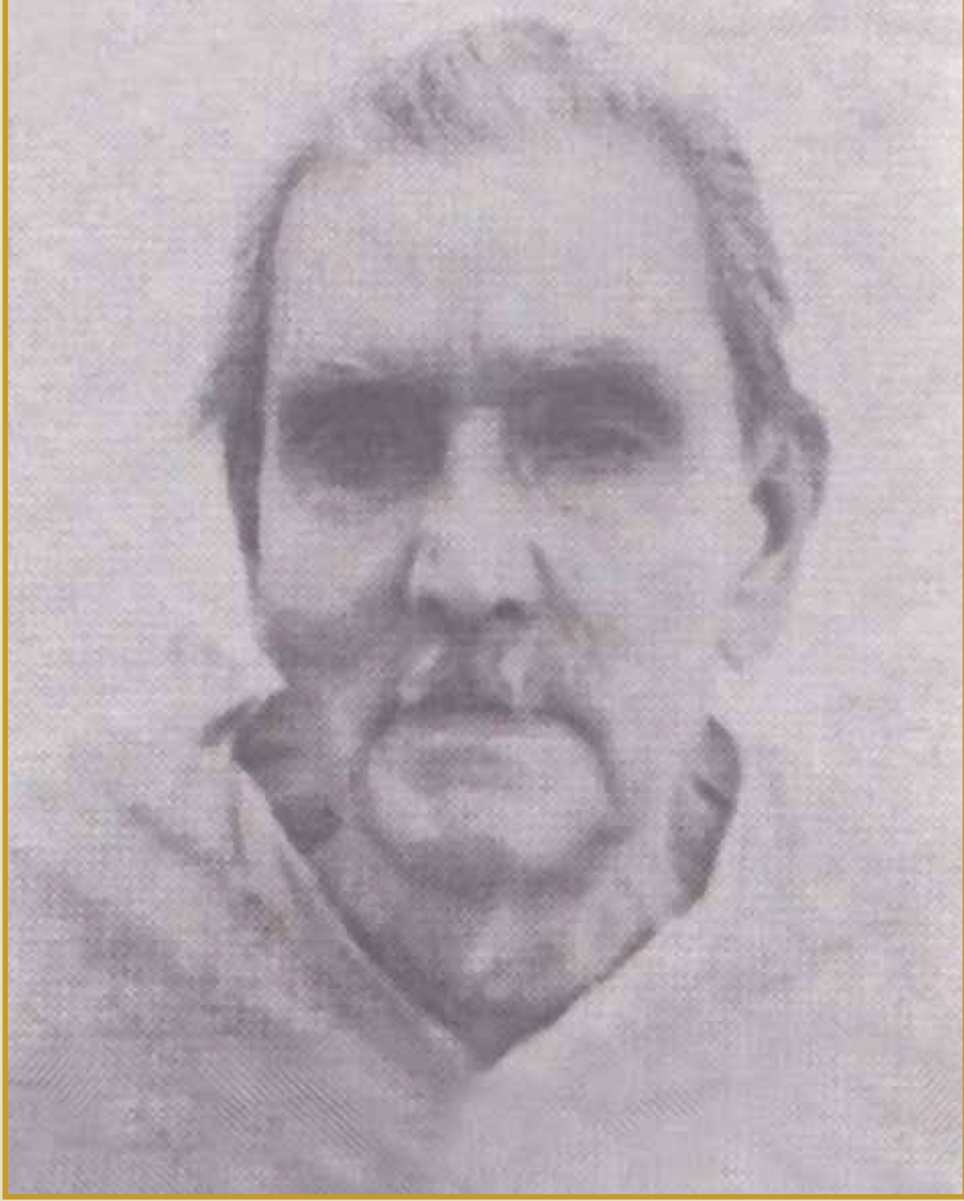
স্মরণীয়-বরণীয় যাঁরা



জনাব সৈয়দ নূরুল হুদা

ঐতিহ্যবাহী করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের সম্মানিত সদস্য। তিনি প্রধানত রাজনীতিক; আওয়ামী লীগ নেতা। তিনি বাল্যকাল থেকে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চা এবং সাধনা করেছেন। তিনি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নাট্যজগতে অধিককাল বিচরণ করেছেন। তিনি তদানীন্তন পশ্চিম বাংলার নাট্যকারদের সাহচর্য লাভ করেন। নাটকে যাঁর মেধা-মনন তা অতুলনীয়ভাবে স্মরণীয়। তিনি টাঙ্গাইলের নাট্যজগতের এক নতুন ধারার গতি সঞ্চারণ করেছিলেন। তিনি একজন অত্যন্ত খ্যাতিমান নাট্য পরিচালক এবং নাট্যাভিনেতা। করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবে সংস্কৃতির ধারায়, ঐতিহ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি একজন একক ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। টাঙ্গাইলের নাট্যজগতে প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই প্রাণপুরুষ এবং রূপকার।

অমরগীয়া-বরগীয়া যাঁরা



বাবু খগেন বিশ্বাস

বাংলার সংস্কৃতি-শিল্প-সাহিত্য এবং নাট্য জগতে যখন নতুন রূপে রূপায়িত হচ্ছে শিশির ভাদুড়ী, অহিন্দ্র চৌধুরী, নাট্য অভিনয়ে স্রোতধারার গতি যখন তীব্রভাবে প্রবাহিত, তখন টাঙ্গাইলের কিংবদন্তি নাট্যব্যক্তিত্ব এবং নাট্যাভিনেতা বাবু খগেন বিশ্বাস আবির্ভূত হন। তিনি একজন অমরগীয়া-বরগীয়া নাট্যব্যক্তিত্ব। তিনি করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের সদস্য ছিলেন।

স্মরণীয়-বরণীয় যাঁরা



জনাব কাজী সাকেরুল মওলা

ঐতিহ্যবাহী করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের সম্মানিত সদস্য। তিনি সাহিত্য-শিল্প-সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং নাট্যচর্চাব্রত একজন সাধক চরিত্রের মানুষ। তিনি সংস্কৃতিকে বিকশিত করার জন্য একজন শ্রেষ্ঠ রূপকার ছিলেন। তিনি দৃঢ়চিত্ত সংগঠক ছিলেন। তাঁর ধ্যানধারণা-চিন্তা-চেতনা দিয়ে দীর্ঘ সময় করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবকে নতুন অবয়বে গড়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি দীর্ঘকাল এই ক্লাব পরিচালনা পরিষদের সাধারণ সম্পাদকের পদ অলংকৃত করেছেন। সংস্কৃতিসেবক এই ব্যক্তিটি রাজনৈতিক সচেতন মানুষ ছিলেন।

স্মরণীয়-বরণীয় যাঁরা



জনাব মির্জা তোফাজ্জল হোসেন

তিনি করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের সদস্য ছিলেন। একজন সংস্কৃতিমনা ব্যক্তি এবং শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিসেবী এই সুমহান ব্যক্তি নাট্যচর্চায় অনুরাগী ছিলেন। তিনি কয়েক দফায় এই করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের সভাপতির পদ অলংকৃত করেছেন। রাজনৈতিক নিবেদিতপ্রাণ এই ব্যক্তি টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন। তিনি স্বাধীনতার পূর্বে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। স্বাধীনতায়ুদ্ধের পর তিনি গণপরিষদ সদস্যপদ লাভ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্যপদে নির্বাচিত হন। তিনি একজন সুন্দর মনের মানুষ। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা।

স্মরণীয়-বরণীয় যাঁরা



জনাব আব্দুর রশিদ খান

এডভোকেট জনাব আব্দুর রশিদ খান টাঙ্গাইলের একজন প্রথিতযশা এবং সুপ্রতিষ্ঠিত আইনজীবী। তিনি করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের সম্মানিত সদস্য। সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী এই ব্যক্তি তার প্রজ্ঞাবান মন এবং মনন নিয়ে সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছেন। তিনি একজন নাট্যশিল্পী। নাটক বুঝতেন এবং তা রূপায়ন করার একজন উদ্যোগী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বহুবার এই ক্লাবের সভাপতির পদ অলংকৃত করেছেন। তিনি সভ্যতা-সংস্কৃতির পাশাপাশি মানুষকে ভালবাসতেন এবং সেবামূলক নানারূপ ক্রিয়াকর্মে যোগ দিতেন। তিনি রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তি এবং প্রজ্ঞাবান রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে বিশ্বাসী।

স্মরণীয়-বরণীয় যাঁরা



জনাব মোহাম্মদ আলী এডভোকেট

এই আইনজ্ঞ করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের একজন সদস্য ছিলেন। তিনি আইন পেশায় নিয়োজিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠেন। তিনি তাঁর মেধা, প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতার ভেতর দিয়ে সমাজের ভাল-মন্দ সকল বিষয়কে চিত্রিত করে নাটকের অবয়বে চিত্তা করতে জানতেন। তিনি নাটকে ভালোবাসতেন। তিনি নাটকে অভিনয়ও করতেন। উন্নত চিন্তার এই মানুষটি বহুবার করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের সভাপতির পদ অলংকৃত করেছেন। মুক্তচিন্তার এই মানুষ রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার অধিকারী ছিলেন। তিনি রাজনীতি করতেন। টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের নেতা ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাস করে তিনি আওয়ামী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। স্বাধীনতায়ুদ্ধের পর তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলে যোগদান করেন। মানবকল্যাণকর্মী এই মানুষটি একজন স্মরণযোগ্য ব্যক্তি।

স্মরণীয়-বরণীয় যাঁরা



বাবু অপরেশ চক্রবর্তী (ভ্যাবল দা)

টাঙ্গাইল জেলা সংস্কৃতি অঙ্গনে যে কয়েকজন মানুষ সংস্কৃতির সাধনায় সিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন অপরেশ চক্রবর্তী মহাশয় তাদের অন্যতম। তিনি করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের একজন সম্মানিত সদস্য ছিলেন। সঙ্গীত জগতের সেই সময়ে একজন পথিকৃৎ ব্যক্তি হিসেবে তিনি স্বমহিমায় বিকাশ লাভ করেছেন। তিনি সেতার, তবলা, তানপুরা এবং বিভিন্ন সহযোগী যন্ত্রাদির একজন সফল বাদক ছিলেন। তিনি উচ্চাঙ্গসঙ্গীত, লঘুসঙ্গীত ও আধুনিক সঙ্গীতের খ্যাতিমান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একজন প্রখ্যাত সুরকার ছিলেন। করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবে যেসকল নাটক মঞ্চায়ন হতো, তার প্রায় সবগুলোতেই তিনি সুরারোপ করতেন। তার সুরের ঝংকারে দর্শক-শ্রোতা অভিভূত হতেন। টাঙ্গাইলবাসী এই খ্যাতিমান সঙ্গীতজ্ঞকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব সঙ্গীত

সুবিনয় দাস

যখন অন্ধকার- আঁধারে রুদ্ধ দ্বার
তখন আঘাত কার- গুনি
আলোর ঝর্ণাধারা বয়ে নিয়ে এলো কারা
কণ্ঠে রণিত কার-ধ্বনি ।

আঁধার হিমেল রাতে
নাট্য মলিকা হাতে
ছড়ালো কে শৈল্পিক তাপ ॥
করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব ।

শিল্প-সংস্কৃতি সাহিত্য সঙ্গীত
নৃত্য ছন্দ রূপকথা
চারুকলা কারুকাজ আবৃত্তি কাব্যে
সংলাপ যেখানে হয় গাঁথা
যেখানে একক ধ্বনি
হয়ে ওঠে প্রতিধ্বনি
ভোলা যায় জীবনের সব সত্তাপ ॥

শিল্প সুষমা ভরা সুন্দর সাধনায়
আমরাতো চলমান যাত্রী
আমরাতো চলেছি চলবোও চিরকাল
কেটে কেটে তমসার রাত্রি-
যেখানে প্রতিটি গান
হয়ে ওঠে এক প্রাণ
ছড়াবে মেঘের রাতে সব উত্তাপ ॥

স্মৃতির পাতা থেকে

শামসুর রহমান খান

কালের যাত্রায় টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের পঁচাত্তর বৎসরপূর্তি হলো। অনেক হিমেল শীত, বেদনা ভরা বসন্ত ও গ্রীষ্মের খররৌদ্র তপ্তদাহ পেরিয়ে বর্ষার বেগবান শ্রোতস্বিনীর মতোই গতিময় আমাদের চলার পথ।

টাঙ্গাইল তথা বাংলাদেশের নাট্য ও সাংস্কৃতিক জগতে করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব একটি ঐতিহ্যবাহী নাম। ইংরেজি ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠার পর হতে এই ভূখণ্ডে নাটক ও সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষেত্রে এ ক্লাব এক গৌরবদীপ্ত ভূমিকা পালন করে এসেছে। বৃটিশ ভারত, পাকিস্তান ও স্বাধীন বাংলাদেশ- এই তিনটি রাষ্ট্র বিপ্লবের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে ক্লাবের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডের গতি প্রবাহ কোনো কোনো সময় স্তিমিত ও মন্তর হলেও থেমে থাকেনি কখনো। সময়ের ঘূর্ণাবর্তে যত পরিবর্তনই ঘটুক না কেন ক্লাবে স্বাভাবিক কর্মধারায় কোন সময় তেমন কোন মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়নি।

বাঙালির শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে এই ক্লাবের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসে ঐতিহাসিক, সামাজিক রূপক কার্যধর্মী বা আধুনিক নিয়ামক মূলক ও জীবনের প্রতিচ্ছবিব্যঞ্জক নাট্য সাধনায় করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের ইতিহাস এক অনন্য ইতিহাস। নাট্যচর্চা ও নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে ক্লাবের দৃপ্ত পদচারণা বিভিন্ন সময়ে সকলকে মুগ্ধ ও আলোকিত করে তুলেছে। নাটকের মতোই রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী, নববর্ষ প্রভৃতি জাতীয় অনুষ্ঠানগুলো ক্লাবের ঐতিহ্যকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করেছে।

কুহেলী জড়ানো ভোরের আকাশে প্রদীপ্ত সূর্যের জ্যোতি নিয়ে উদয়াচলের পথে এগিয়ে চলা সূর্যের মতোই করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের যাত্রা আমাদের জাতীয় নাট্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে চির-উদ্ভাসিত করে রাখুক- ৭৫বর্ষ পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠানের শুভলগ্নে এই আমাদের আত্মিক কামনা। অনাগত ভবিষ্যত সুন্দর হোক; সফল হোক।

[১৯৮৬ সালে ক্লাবের ৭৫ বছরপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকায় দেয়া সভাপতির বাণী থেকে উৎকলিত]

নাটক ও টাঙ্গাইলের নাট্যধারার ক্রমবিকাশ

রণজিত কান্ত সরকার

সাহিত্যের অন্যতম উজ্জ্বল, প্রধান ও সমৃদ্ধ শাখা নাটক। নাটক জীবনের প্রতিচ্ছবি, নাটক মাটি, মানুষ আর সমাজের দর্পন। তাই নাট্য পরিমণ্ডলে বিমূর্ত প্রকাশ ঘটে মানুষের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভাব-অনটন ও বেঁচে থাকার ন্যূনতম ন্যায্য পাওনার কথা। নাটক সাহিত্য শিল্পের সর্বকলার সংমিশ্রণে সার্থক সৃষ্টিকর্ম। নাটক নিয়ে চিন্তা-চেতনার, পরীক্ষা-নিরীক্ষার নির্ধারিত সীমারেখা নেই। নাটক সম্পর্কে বিশ্বের বরেন্য এবং প্রতিভাশালী পণ্ডিতগণ নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি ও আঙ্গিকে যে রূপরেখা তুলে ধরেছেন তার কিছু কথা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছি। মহামতি এরিস্টটল নাটক সম্পর্কে অভিমত রাখতে গিয়ে বলেছেন, 'Drama is the mode of imitation of action.' পরবর্তীকালে এই মতবাদকে উন্নততর পর্যায়ে বিশেষণ করা হয়েছে। মিসেসরোর মতে- 'Drama is a copy of life a mirror of Custom, a reflection of truth.' মিস্টার ই. ড্রিই নাটক সম্পর্কে অভিমত রেখেছেন, 'Drama is the creation and representation of life in terms of theatre.' এসব নির্দেশনার মধ্যে একটি সুরই বেজে উঠে যে, নাটক জীবনের মৌলিক শিল্পরূপ ও প্রকৃত জীবনভাষ্য। বিশিষ্ট জীবন দর্শনের আলোকে জীবনের যে অপ্রকাশিত সত্যরূপ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তারই অনির্বচনীয় রূপায়ন নাটক।

পণ্ডিত প্রবর ভরত ভূষণ নাটক সম্পর্কে বলেছেন- 'নাটক শ্রব্য দৃশ্য অভিনয়ে কাব্য।'

নাটকের উৎস ও উৎপত্তির ইতিহাস সঠিকভাবে জানতে হলে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের স্মরণাতীত ইতিহাসের কোনো এক সোনালি প্রভাতের ছবি কল্পনায় বিমূর্ত হয়ে উঠে। আড়াই হাজার বছর আগে রচিত হয়েছিল গ্রীক নাটক। আর এই উপমহাদেশেও প্রায় দুই হাজার বছর আগে সংস্কৃত নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। বাংলাদেশেও বহুকাল আগে থেকে নাটক অভিনয়ের প্রচলন ছিল। হাজার বছর আগের রচনায় একটি চর্যাপদে নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ রয়েছে। আধুনিক মঞ্চরীতিতে বাংলা নাটক মঞ্চায়ন হয়েছিল ১৭৯৫ সালে। একজন রুশ-পরিব্রাজক হেরাসিম লেবেদভ এই উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি 'দি ডিসগাইস' ও 'লাভ ইজ দি বেস্ট ডক্টর' নামে দু'খানি ইংরেজি প্রহসনের বাংলা অনুবাদ বাঙালি নট-নটীদের দিয়ে অভিনয় করিয়েছিলেন।

এরপর নানা পরিবর্তন, বিবর্তন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অসংখ্য উদ্যোগের তেপান্তর পেরিয়ে বাংলা নাটক এগিয়ে এসেছে। সেকালের রাজা-জমিদারদের বাড়ির আঙিনায় রঙ্গমঞ্চের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে ক্রমে ক্রমে বাংলা নাটক সাধারণ মানুষের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে ১৮৭২ সালে। ১৮৫৪ সাল থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত বাংলা ভাষায় সহস্রাধিক নাটক রচিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে টাঙ্গাইলে নাট্যচর্চার সূত্রপাত হয়। এই নাট্যচর্চা মূলত ছিল জমিদারদের প্রেরণাদায়ক উৎসাহ এবং পৃষ্ঠপোষকতার ফসল। এই সময়ে সন্তোষ, দেলদুয়ার, হেমনগর, নাগরপুর, করটিয়া, মহেড়া, পাকুল্যা, পাকুটিয়া, কালিহাটী, এলাসিন, ঘাটাইল, মির্জাপুর ও এলেক্সার ভূস্বামীগণ নাটকের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। উপর্যুক্ত এলাকার জমিদার, তালুকদার ও ভূস্বামীদের বাড়িগুলোই সে সময়ে ছিল নাট্য তৎপরতার মূল কেন্দ্র।

টাঙ্গাইলের পুরোনো দিনের সংস্কৃতি অনুরাগীদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে প্রথমেই বলতে হয় সন্তোষের মহারাজাদের কথা। সন্তোষে তাঁদের নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ ছিল যেখানে কোলকাতা থেকে আমন্ত্রিত নাট্য শিল্পীরা স্থানীয় শিল্পীদের সাথে মিলে মিশে অভিনয় করতেন। স্টেজখানা ছিল কোলকাতার স্টার থিয়েটারের আদলে নির্মিত।

সন্তোষের মহারাজা প্রমথ নাথ চৌধুরী ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি নিজে ছিলেন একজন বিশিষ্ট গীতিকার, নাট্যকার ও নাট্য নির্দেশক। অভিনেতা হিসেবেও সেকালে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি ভাগ্যচক্র (১৯১০), দিলী অধিকার (১৯২৪) চিত্রের উদ্ধার ও জয় পরাজয় নাটক ইত্যাদি রচনা করেন। এসব নাটক এবং আক্কেল সেলামী নামে তার একটি রম্য রচনা কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়ে সুধীজনের উচ্চ প্রশংসা

অর্জন করে। তার সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে সন্তোষ জমিদার বাড়ির মঞ্চ থেকে নিয়মিত বিভিন্ন নাটক অভিনীত হতো। স্বনামধন্য সম্পাদক ও সুসাহিত্যিক জলধর সেন মাসিক ভারত বর্ষে এ সম্পর্কে লিখেছেন।

এছাড়া নাগরপুর, মহেড়া, হেমনগর, করটিয়া এবং পাকুটিয়ার জমিদারগণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নিজস্ব নাট্যমঞ্চ ও নাটখানা। নাট্যমঞ্চ হতো থিয়েটার এবং নাটখানায় হতো যাত্রাভিনয়। কোলকাতা থেকে আসতো নাট্যদল। এদের সাথে অভিনয় করতো স্থানীয় কিছু শিল্পী। স্থানীয় শিল্পীরাও অভিনয় করে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতেন।

উত্তর টাঙ্গাইলের কালিহাতী মুন্সী বাড়িতেও ছিলো বাঁধা মঞ্চ। প্রাণগোবিন্দ মুন্সী ছিলেন অন্যতম নাট্যশিল্পী। তৎকালে মঞ্চে জীবন্ত ঘোড়া নিয়ে প্রবেশ করে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন তিনি।

ঘাটাইলের গলগোড়ার মিত্র বাড়ির বাঁধা স্টেজেও জীবন্ত প্রাণী নিয়ে রিয়েলিস্টিক অভিনয় করার এক বিস্ময়কার প্রয়াস তখনও ছিলো। মহেড়ার জমিদারগণও ছিলেন খুব সৌখিন ও নাট্যপ্রিয়। তাঁদের নিজস্ব স্টেজে জমিদার পরিবারের অনেক সদস্যই একসাথে নাটকে অভিনয় করতেন। হেমনগর, নাগরপুর এবং এলেঙ্গাতেও ছিলো জমিদারদের বাঁধা স্টেজ। এই স্টেজগুলোতে জমিদারগণ জনসাধারণের সাথে এক কাতারে সামিল হয়ে অভিনয় করতেন। যৌথ অভিনয়ে নাটকগুলো হতো সার্থক এবং গণমানুষের চেনানো করতো উদ্দীপ্ত। টাঙ্গাইলের নাট্য আন্দোলনের পথ পরিক্রমায় এসবই হলো স্মরণীয় অতীত ইতিহাস।

সে সময়ে ছোট আকারের বাঁধা স্টেজ টাঙ্গাইলের অনেক গ্রামেই ছিল। ঊনবিংশ শতকের শেষে সারা বাংলা তথা টাঙ্গাইলের নিভৃত পলীতেও নাট্য আন্দোলনের স্রোতধারা বহমান ছিলো— যা এই জেলার (তৎকালীন মহকুমা) গণমানুষের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। গৌড়িয়া মালতীর ঐতিহ্য ‘কমলা নাট্য সমাজ’ এই জেলার একটি প্রাচীনতম নাট্য সংঘ। নারান্দিয়াতেও নিয়মিত নাট্যচর্চা হতো। তাদেরও অনেক নাটক সফল মঞ্চায়ন হয়েছিল। এলাসিনের নাট মঞ্চও পাট ব্যবসায়ী এবং ইংরেজ বেনিয়াদের উৎসাহে কোলকাতার নাট্যদল নিয়মিত নাটক করতেন। এই অভিনীত নাটকগুলো এই অঞ্চল তথা টাঙ্গাইলের মানুষের জন্য প্রেরণা ও উৎসাহ সৃষ্টি করেছিল।

পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৮৬১ সালে টাঙ্গাইল মহকুমায় রূপান্তরিত হয়। মহকুমা শহর টাঙ্গাইলের ব্যাপ্তির সাথে সাথে জমিদার, তালুকদার, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও সকল স্তরের মানুষ মহকুমা শহরে ভীড় জমায়। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও সার্বিকভাবে মহকুমা প্রতিষ্ঠার ফলশ্রুতি পরিলক্ষিত হতে থাকে।

সমগ্র বাংলার নাট্যাভিনয়ের উদ্দেশ্যে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ গড়ে উঠার সাথে সাথে বিভিন্ন নাট্য ক্লাব ও গোষ্ঠীও গড়ে উঠেছিল। টাঙ্গাইল করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব এর অন্যতম। টাঙ্গাইল শহরে করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব এবং এর নিজস্ব নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১১ সালে। তৎকালীন প্রখ্যাত সমাজকর্মী ও আইনজীবী অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ এবং আরও কিছু সংস্কৃতিমনা ব্যক্তির সক্রিয় সহযোগিতায় প্রথমে যদুনাথ ভট্টাচার্যের পাওনাকৃত জমির ওপর মঞ্চ ও মিলনায়তন স্থাপিত হয়। পরবর্তী সময়ে টাঙ্গাইলের সাংস্কৃতিক চর্চার ধারক ও বাহক সন্তোষের জমিদারদের দান করা জায়গায় বর্তমান ক্লাব ভবন ও নাট্যমঞ্চ স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আজ পর্যন্ত এই ক্লাব বহু সংখ্যক সার্থক নাটক মঞ্চায়ন করেছে এবং টাঙ্গাইলের প্রধান ও প্রাচীনতম সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জেলার সংস্কৃতি ও নাট্য আন্দোলনের স্রোতধারার পথিকৃত হয়ে অশন রয়েছে।

তাই গর্বের সাথে বলা যায়, নদীচর খালবিল আর গজারীর বন শোভিত টাঙ্গাইল এর নাট্যচর্চার ও আন্দোলনের ক্রমবিকাশের ধারায় করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব একটি নাম, একটি ইতিহাস, একটি গৌরবদীপ্ত ঐতিহ্য।

করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব প্রতিষ্ঠার পর থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কাল পর্যন্ত টাঙ্গাইল শহরে অনেকগুলো সাংস্কৃতিক ক্লাব ও নাট্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে— ফ্যাকাশে সম্মিলনী, চালক সম্মিলনী, থানাপাড়া সমিতি, অংকুর মজলিশ, প্রগতি মজলিশ প্রভৃতি।

করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত যে সব শিল্পী অভিনয় করে টাঙ্গাইলের গণমনে সাড়া জাগিয়েছিলেন তাঁদের নামের বিস্তৃত তালিকা প্রকাশ করা সম্ভব না হলেও তৎকালীন সময়ে নাট্য নিবেদিত

কয়েকজনের নাম উল্লেখ না করলে টাঙ্গাইলের নাট্যধারার ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ লেখার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে বলে আমি মনে করি। তাই স্মরণীয় ও বরণীয় কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছিঃ অশোক রায়, আশুতোষ ভৌমিক, তরুণী বাগচী, প্রিয় গোবিন্দ মুন্সী, প্রমথ মৈত্র, প্রখ্যাত খেলোয়াড় কালু মিঞা, প্রকাশ চন্দ্র রায়, অবিনাশ চন্দ্র দে, বিশ্বনাথ ব্যানার্জী, দেবেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, দাশোরধী ব্যানার্জী, শচীন চক্রবর্তী, আমির উদ্দিন চৌধুরী, দীনেশ চন্দ্র নন্দী, নির্মল মজুমদার, মনিন্দ্র মিত্র, ফনি মিত্র, অবিনাশ দাস (টাঙ্গাইল শহর) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও সমকালীন সময়ে সুরেন্দ্র কর্মকার (পোড়াবাড়ি), অনন্ত কর্মকার (সাকরাইল), দুর্গেশ তলাপাত্র (নাগরপুর), ক্ষেত্র বসাক (ভূঞাপুর), সুনীল বসু (বাসাইল) দক্ষিণারঞ্জন আইচ (এলেঙ্গা), হায়দর আলী (অর্জুনা), যতীন তালুকদার (বানিয়াফের) প্রমুখের নাম উল্লেখের দাবি রাখে।

এই সময়ে ছেলেরাই নারীর ভূমিকায় অভিনয় করতো। নারীর ভূমিকায় অভিনয় করে যারা সুনাম অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ছানা সেন, পদা ব্যানার্জী, পরিমল চন্দ্র, নির্মল বিশ্বাস, কার্তিক বসাক প্রমুখ।

টাঙ্গাইলে ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত অভিনয় করে যারা দর্শকদের অজস্র প্রশংসা কুড়িয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে খগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস (বেতকা), আবদুল মতিন (কালিহাতী), হাবিবুর রহমান আনাহোলী (মিরের বেতকা), আটিয়ার মাইন মিঞা, অনিল বাগচী, বিজয় চৌধুরী, সৈয়দ নুরুল হুদা, অপারেশন চক্রবর্তী, বীরেন সাহা, পানু নাগ, সুনীল দেব, কানু ভৌমিক, শামছুর রহমান খান, তারাপদ দে, শামছুদ্দিন আহম্মেদ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময়কালে নাট্য পরিচালনার ক্ষেত্রে যারা বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কানাই লাল সরকার, অতুল সেন, সৈয়দ নুরুল হুদা এবং রূপসজ্জাকার হিসেবে যারা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তারা হলেন অন্নদা বিশ্বাস, সরোজ নিয়োগী প্রমুখ।

১৯৪৮ সাল থেকে মির্জাপুরে রায় বাহাদুর রনদা প্রসাদ সাহা নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে এক নবতর এবং উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি সম্পূর্ণ আধুনিক পদ্ধতিতে মঞ্চ তৈরি করেন এবং খ্যাতিমান শিল্পীদের দিয়ে মঞ্চসজ্জার কাজ করান। এই নতুন মঞ্চ ও আঙ্গিকে আধুনিক নাটক অভিনয়ের এক সাবলীল ও সাহসী বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যা তৎকালীন পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকায়ও দেখা যায়নি।

এরপর শুরু হয় বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন- বাংলা ভাষা, বাংলা সংস্কৃতি, বাঙালির দীর্ঘদিনের লালিত ঐতিহ্য বাংলার নাট্যান্দোলনের মাধ্যমে প্রবাহিত হতে থাকে। এভাবেই বাঙালি তার জাতিসত্ত্বার উন্মেষ খুঁজে পায়। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক নবতর স্রোতধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করে। সমগ্র পূর্ব বাংলার মফস্বল শহরগুলোতেও এই নতুন প্রবহমান স্রোতধারায় উদ্বেলিত ও আন্দোলিত হয়ে করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব ‘মায়ামৃগ’ ও ‘উদ্ধা’ নাটকের সফল ও সার্থক মঞ্চায়নের মাধ্যমে টাঙ্গাইলের নাট্য জীবনে এক নবদিগন্তের বিকাশ ঘটায় এবং নাট্য আন্দোলনে এনে দেয় এক নবতর স্বাদ ও প্রেরণা। এই নাটকেই খুব সম্ভবত তৎকালীন পূর্ব বাংলার মফস্বল মঞ্চ প্রথম সহ-অভিনয়ের অনুপ্রবেশ ঘটে। এমনি করেই টাঙ্গাইলের নাট্যধারার বিবর্তন ও ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে এবং নাটকের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে- পেরিয়ে যায় বছরের পর বছর।

তারপর আসে ১৯৬০ সাল। পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি অঙ্গন তখন সামরিক শাসনের বেড়াজালে নিষ্পেষিত, সুপ্ত ও ঘুমন্ত। এর মধ্যেও করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব নাট্যচর্চায় তার নিজস্ব স্বকীয়তা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে পথ চলতে থাকে। এ সময়েও টাঙ্গাইলের বিভিন্ন অঞ্চলে নাটক মঞ্চায়ন বন্ধ থাকেনি। ১৯৬০ সালে নাট্য বিতান ‘বিষ’ নাটক মঞ্চায়নের মাধ্যমে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বয়ে আনে এবং আধুনিক নাটকের অবতারণা শুরু করে।

এরপর ১৯৬৪ সাল থেকে ৯০ সাল পর্যন্ত টাঙ্গাইলে আবার নাট্য আন্দোলনের জোয়ার বইতে শুরু করে এবং এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে আরও কয়েকটি নাট্য সংস্থা। এদের মধ্যে সরগম, নাট্যমহল, বিবিসি সুরবানী, কলৌল, চম্পক, থানাপাড়া ক্লাব, জোনাকী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এর সময়কালে নাট্য অঙ্গনে যারা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন সাধন চক্রবর্তী, কালীপদ রায়, কালীদাস রায়, এ.এম, এনায়েত করিম, লক্ষণ নন্দী, দুলাল আনাহোলী, সুবিনয় দাস, গোলাম রহমান ডল, ফারুক কোরেশী, আব্দুর রহমান রককু, রতন চক্রবর্তী, গোলাম আশীয়া নুরী, ইউসুফ আলী, ফয়জুর রহমান, বিজন দাস, খালেকুজ্জামান লাভু, আব্দুর রহমান,

সফিকুল ইসলাম মনি, শহীদ আনোহলী, মিলন সরকার, মাইন চিশতী, নিতাই গৌড়, মোতাহার হোসেন।

১৯৭১ এ বাংলায় মুক্তিযুদ্ধের ডাক আসে। বাংলার লক্ষ লক্ষ দামাল তরুণ ছেলেদের মতো টাঙ্গাইলের ছেলেরাও সাড়া দেয় স্বাধীনতা যুদ্ধে। সৃষ্টি করে স্বাধীনতা যুদ্ধের এক অনন্য ইতিহাস। ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার রক্তলাল সূর্যটাকে। রক্তলাল সূর্যশোভিত স্বাধীনতার বিজয় পতাকা টাঙ্গাইলের মাটিতেই প্রথম অনন্ত নীল আকাশের নিচে সগর্বে উত্তোলিত হয় এবং সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে টাঙ্গাইল।

সাড়ে নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর টাঙ্গাইলের কয়েকজন নাট্যনিবেদিতপ্রাণ নাট্যকর্মী ও সংগঠক এ.এম. এনায়েত করিম, আলমগীর খান মেনু, নুরুল ইসলাম, ফারুক কোরেশী এবং আব্দুর রহমান রক্কু প্রমুখ ও-পার বাংলার নাট্যধারার সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পান। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে বাংলাদেশের নবনাট্য আন্দোলনের অগ্রগতির সাথে সংগতি রেখে টাঙ্গাইলে কয়েকটি সার্থক ও সফল নাটক মঞ্চায়িত হয়। যে নাটকগুলোর নাম উল্লেখ না করলেই নয়, তার মধ্যে অন্যতম- ‘চাক ভাঙ্গা মধু’, ‘ফেরা’, ‘আমি মন্ত্রী হবো’, ‘ক্ষুধা’ প্রভৃতি।

এসব নাটকের অত্যাধুনিক উপস্থাপনা দর্শকদের বিমুগ্ধ করে এবং অনেক প্রশংসা অর্জনে সমর্থ হয়।

এরপর শুরু হয় দর্শনীর বিনিময়ে নাটক, যথাসময়ে নাটক আরম্ভ, ভাল নাটক মঞ্চায়নের পালা।

এসব ক্ষেত্রে নাট্যবিতান, সরগম, চম্পক, থিয়েটা প্রভৃতি নাট্যপ্রতিষ্ঠানের অগ্রণী ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে।

স্বাধীনতা উত্তর টাঙ্গাইল-এ ১৯৭৬ সালে প্রথম নাট্যোৎসবের সূচনা হয়। এই উৎসবে আটটি নাট্য সংস্থা অংশগ্রহণ করে। নাট্যবিতান প্রযোজিত ফারুক-রক্কু নির্দেশিত নাটক ‘চাক ভাঙ্গা মধু’ এবং চম্পক পরিবেশিত সাজ্জাদ কাদির পরিচালিত নাটক ‘স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা’ যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করে।

জেলা শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত ১৯৭৭ সালের নাট্যোৎসবে অংশগ্রহণকারী আটটি সংস্থার পক্ষ থেকে যেসব নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল এর পরিচালক, অভিনেতা ও কলাকুশলীরা প্রায় সবাই ছিলেন তুলনামূলকভাবে নতুন। কাদের শাহ রচিত, আলমগীর খান মেনু নির্দেশিত নাটক ‘চাকা’, গোলাম আশিয়া নুরী রচিত ও পরিচালিত নাটক ‘কুমারখালীর চর’, দেহলভি পরিচালিত নাটক ‘সম্রাট’, আতাউর রহমান নির্দেশিত ‘রক্ত করবী’, জোনাকী পরিবেশিত ‘অন্ধকারের নিচে সূর্য’ দর্শক সমাদৃত হয় ও পুরস্কার লাভ করে।

এই সময়ের পরিচালকদের মধ্যে সুবিনয় দাস, ফারুক-রক্কু, আলমগীর খান মেনু, গোলাম আশিয়া নুরী, সফিকুল ইসলাম মনি, আতাউর রহমান, সাজ্জাদ কাদির, কাদের শাহ, মতীন্দ্র সরকার, খালেবুজ্জামান খান লাবু প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

টাঙ্গাইলের নাট্য আন্দোলনের নতুন আঙ্গিক শুরু হয় ১৯৭৭ সাল থেকে। গ্রুপ থিয়েটারের আদর্শে গঠিত হয়- অবেষণ, বহুবর্ণ, থিয়েটা, থিয়েটার ইউনিট প্রভৃতি সংস্থা, যারা দর্শনীর বিনিময়ে নাটক, সঠিক সময়ে নাটক উপস্থাপনা ও সামাজিক নাটক প্রদর্শনীর মাধ্যমে টাঙ্গাইলের নাট্য আন্দোলনের ক্রমবিবর্তনের ধারায় ‘মাইল স্টোন’ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

এই সময়ে নাট্যজগতে অভিনেতা হিসেবে যারা খ্যাতি অর্জন করেন তারা হলেন- রুবেল, আকবর কবীর, রতন দত্ত, অজিত দত্ত, রফিক আজাদ, পাবন দত্ত, মোতাহার হোসেন, স্বাধীন, সম্রাট, বিনয় সরকার, কামরুজ্জ, শাহীন তালুকদার, বাবুল আনোহলী, সান্তার আনোহলী, লক্ষ্মীকান্ত সাহা, ঠাণ্ডা, শাহীন, মধু পাল, মদন পাল প্রমুখ।

এরপর ঢাকায় শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত নাট্যোৎসব ও প্রতিযোগিতায় নাট্য বিতান, গোলাম আশিয়া নুরী বিরচিত এবং ফারুক-রক্কু নির্দেশিত ‘কুমার খালীর চর’ নাটকটি অত্যাধুনিক এবং বাস্তবধর্মী উপস্থাপনা ও অভিনয়ের মাধ্যমে রাজধানীর সুধীমহলে দৃষ্টি আকর্ষণ ও দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করে। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে নাট্য বিতান প্রযোজিত কুমার খালীর চর পুরস্কৃত হয়। এই নাটক টাঙ্গাইলের গর্ব, টাঙ্গাইলের অহংকার। এই নাটক রচনার জন্য গোলাম আশিয়া নুরী প্রখ্যাত নাট্যকার হিসেবে সারাদেশে স্বীকৃতি লাভ করেন। এই নাটক

মঞ্চায়নের জন্য অনেক স্থান থেকে অনুরোধ আসে, এর মধ্যে অন্যতম ছিল বাংলা একাডেমী মঞ্চ ও ঢাকা প্রেসক্লাবের আমন্ত্রণ।

টাঙ্গাইলের নাট্যধারা ক্রমবিকাশে এরপর আসে জেলা শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত নাট্যোৎসব '৮০। এতে সর্বমোট এগারটি নাট্যগোষ্ঠী অংশগ্রহণ করে। এই প্রতিযোগিতায় বিবিসি'র 'ওরা কদম আলী' স্বরণমের 'ফসল অথবা ফসিল' এবং সালাহউদ্দিন ক্লাবের 'প্রতিপক্ষ মানুষ' সফল মঞ্চায়নে ও উপস্থাপনায় দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে এবং পুরস্কৃত হয়।

শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত নাট্য প্রতিযোগিতা '৮১ তে মোট নয়টি নাট্য সংস্থা অংশগ্রহণ করে। এই প্রতিযোগিতায় বহুবর্ণ প্রযোজিত 'টিনের তলোয়ার' সরগম প্রযোজিত 'বিসর্জন' এবং থিওটা প্রযোজিত 'আধপোড়া সানকী' যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

আশির দশক আধুনিক ও সৃজনশীল এবং দলগত অভিনয় নৈপুণ্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে জন্ম নেয়- 'মফস্বল নাট্য সম্প্রদায়' ও 'কল্যাণ থিয়েটার'। মফস্বল নাট্য সম্প্রদায় 'ইলেকশান ক্যারিকেচার', 'ইবলিশ', 'ইংগিত' মঞ্চস্থ করে টাঙ্গাইলের সুধীজনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিশেষ করে মফস্বল পরিবেশিত মঞ্চ নাটক 'আধপোড়া সানকী' বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত হয় এবং সারা দেশের নাট্যকর্মীদের প্রশংসা অর্জন করে।

সমকালীন সময়ে কল্যাণ থিয়েটার 'ওরা কদম আলী' গুপী গাইন বাঘা বাইন (টাঙ্গাইল শিশু একাডেমী আয়োজিত নাট্য প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান) 'রাজ দর্শন' মঞ্চস্থ করে টাঙ্গাইলের প্রবহমান নাট্যচর্চার ধারাকে আরো বেগবান করে। এদের মঞ্চায়িত নাটক গোলাম আশিয়া নুরী রচিত সর্দার আজাদ নির্দেশিত 'লবঙ্গদেশের কথা' বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ঢাকা কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় নাট্য উৎসবে প্রথম স্থান অধিকার করে টাঙ্গাইলবাসীর জন্য গৌরবের বিজয়মালা ছিনিয়ে আনে। টাঙ্গাইলের নাট্যধারার সাথে সংযুক্ত আরো কয়েকটি সংগঠন যাদের নাম উল্লেখের দাবি রাখে, এই সংগঠনগুলো হলো- চৌকস গ্রুপ থিয়েটার, নান্দিকার ও বৈকালিক।

এই সময়ে আরও অনেক নতুন শিল্পী নাট্যাঙ্গনে নিজেদেরকে অভিনেতা রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়। এদের মধ্যে সর্দার আজাদ, নঈম খান নান্টু, রিপন, টুটুল, জামিল, হীরু, মাহাবুল, মুকুল, ফিরোজ, শাহজাদা, ইউসুফ, মিনজু, হাসি, দীনা, সাইদুর রহমান ঠান্ডু প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

টাঙ্গাইলের নাট্য আন্দোলনে এর পরের উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ' গঠন এবং পরিচালনা। থিয়েটার ওয়ার্কশপ গঠিত হয় নবীন ও কিশোর শিল্পীদের নিয়ে। এই ওয়ার্কশপ গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল নাটক বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন।

এই সময়ে করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব প্রযোজিত এবং গোলাম আশিয়া নুরী নির্দেশিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'শান্তি' নাটক সফল ও সার্থক রূপে মঞ্চায়িত হয় এবং জেলার সুধী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শান্তি নাটকে নবীন ও কিশোর শিল্পীদের অভিনয় যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো।

টাঙ্গাইলের গতিশীল নাট্য আন্দোলনের সাথে তাল মিলিয়ে জেলা শিল্পকলা একাডেমী নাটক রচনা প্রতিযোগিতারও আয়োজন করে। এই প্রতিযোগিতায় মাইন উদ্দিন মানিকের 'অগ্রিয় স্বপ্ন বৃত্তান্ত' এবং কাদের শাহ রচিত 'ভাগাড়' পুরস্কৃত হয়।

টাঙ্গাইল নাটক মঞ্চায়নেই শুধু তার প্রতিভা ও অগ্রগতির স্বাক্ষর সীমাবদ্ধ রাখেনি। বাংলার নাটক রচনায় এপার বাংলা ওপার বাংলায় যারা আজ প্রতিষ্ঠিত ও সমাদৃত তাদের মধ্যে রয়েছেন রাজা মন্মথ রায়, অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ, ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, মোফাখখারুল ইসলাম, আব্দুস সাত্তার, আব্দুল হাই, মামুনুর রশীদ, কাদের শাহ, গোলাম আশিয়া নুরী, সাজ্জাদ কাদির, সুজিত কুমার বসাক, মাইন উদ্দিন মানিক, ডঃ ইয়াহিয়া, শাহনূর খান, মাহমুদ কামাল, নজমে আলম, শ্যামল সেন প্রমুখ।

সার্থক নাটক মঞ্চায়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ সঙ্গীত পরিচালনা। নাটকের সঙ্গীত পরিচালনায় এবং যন্ত্রসঙ্গীতে যাদের

অবশ্যই উল্লেখের দাবি রাখে তাদের মধ্যে রয়েছেন টাঙ্গাইলেরই কৃতি সন্তান অনুপম ঘটক, রমেশ চন্দ্র ভৌমিক, মোশারফ হোসেন খানসুর, লুৎফর রহমান খান, নিবেদিতা মন্ডল, অপরেশ চক্রবর্তী।

এছাড়াও সঙ্গীত পরিচালনার ক্ষেত্রে যাদের দীর্ঘদিনের অবদান রয়েছে তারা হলেন- তারাপদ দে, শামছুল আলম, রতন চক্রবর্তী, আব্দুল ওয়াহেদ লিচু, রতন অধিকারী, মোস্তাফিজ আনোয়ার, শামসুজ্জামান দারু, আনিসুর রহমান রঞ্জু, সুমন জাহাঙ্গীর প্রমুখ।

যন্ত্রসঙ্গীতে যাদের অবদান অস্বীকার করা যায় না তারা হলেন- কুমুদ চক্রবর্তী, অপরেশ চক্রবর্তী, রবি সরকার, আবুল হোসেন, মহসীন ভাই, খোরশেদ আলম মোস্তাফিজ, ছানু, মঞ্জল সেন, পিনাক, মন্টু বিশ্বাস।

সুন্দর ও সার্থক নাটক মঞ্চায়নে, মঞ্চ পরিচালনা ও পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংগ। মঞ্চ পরিচালক হিসাবে যাদের নাম উল্লেখ করা যায় তারা হলেন- ভানু চন্দ, পানু নাগ, আবু রইছ খান, দুলাল আনোহলী, বিষ্ণু দাস, অমর বসাক, হীরা মাস্টার, জিয়াউদ্দিন আহমেদ ও শহীদ আনোহলী।

টাঙ্গাইলে মহিলা অভিনেত্রীদের মধ্যে যারা সুনাম অর্জন করে দর্শকদের কাছে সমাদৃত হয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন লিলি চৌধুরী, সীমা ঘোষ, বরনা বড়ুয়া, শেফালী দাস, পুতুল, ডলি চৌধুরী, মিনা, কল্পনা, দীনা, হাসি, স্বপ্না, লায়লা খন্দকার, বর্ণা, ভারতী, শ্যামলীসহ আরও অনেকে।

টাঙ্গাইল এর নাট্যাঙ্গনে শিক্ষিতা মহিলাদের অভিনয়ে অংশগ্রহণের প্রবণতা ও সাহসী পদক্ষেপ সংস্কার ভাঙার ইংগিত বহন করে, যা নাট্য আন্দোলনের বিবর্তনের ধারায় নতুন প্রাণের উন্মেষ সৃষ্টিতে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

টাঙ্গাইলে শিশু নাট্য শিল্পীদের মধ্যে যারা স্থানীয় ও জাতীয়ভাবে সম্মান অর্জন করেছে তাদের মধ্যে রয়েছেন শিলু খান, রুনু, উজ্জল কুমার দেব প্রমুখ। এদের উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ রয়েছে।

টাঙ্গাইলের নাট্য আন্দোলন নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অসংখ্য উদ্যোগের পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছে। বিশ্ব নাট্যকর্ম বিশ্ব নাট্য সাহিত্যে এবং বাংলা নাটকের ক্রম বিবর্তনে প্রতিনিয়ত উদ্ভাবন ও পরিচর্যার সাথে তাল রেখেই টাঙ্গাইল নাট্য জগতে তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। টাঙ্গাইলের নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস ও সম্পদ সামান্য নয়। টাঙ্গাইলের নাট্যচর্চাকে বর্তমান স্তর ও পর্যায়ে নিয়ে আসতে বেশ কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ নাট্য সংগঠক ও নাট্যকর্মীর ঐতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে। এদের সঙ্গে নাট্যচর্চার প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াসের কথাও উল্লেখ করা যায়। এক্ষেত্রে করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব, নাট্য বিতান, সরগম, বি.বি.সি, কলোল, চম্পক, থিওটা, কল্যাণ থিয়েটার, মফস্বল প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

টাঙ্গাইলে বর্তমানে বেশ কয়েকটি নাট্যগোষ্ঠী নিয়মিত সফল নাটক মঞ্চায়নের ব্যবস্থা করে চলেছে। আজকে মঞ্চায়িত নাটকগুলি বিষয়ের অভিনবত্বে, আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্যে, বক্তব্যের উপস্থাপনায়, আলোকসম্পাতে, শব্দ নিয়ন্ত্রণে, সঙ্গীত পরিচালনায়, যন্ত্রসঙ্গীতে, মঞ্চ সজ্জায় এবং অভিনয়ের সফলতায় সার্থক ও সফল নাট্য সৃষ্টির যে নিদর্শন রাখছে তা নিঃসন্দেহে আমাদের নাট্যান্দোলন, সামাজিক অবক্ষয়তা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অর্থনৈতিক সঙ্কটের জন্য কাক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়নি, তবুও আমরা আমাদের নাট্য আন্দোলনকে সফলতার সুবর্ণ রেখায় পৌঁছে দেবার এক অদম্য প্রত্যাশা নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়াবো। এ হলো আমাদের ইম্পাত দৃঢ় শপথ ও অঙ্গীকার।

[১৯৮৬ সালে ক্লাবের ৭৫ বছরপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা থেকে উৎকলিত]

করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব

ও

টাঙ্গাইলের নাট্যকলা

গোলাম আশিয়া নূরী

টাঙ্গাইলের শতবর্ষের প্রাচীন দুটি প্রতিষ্ঠান করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব ও টাঙ্গাইল ক্লাবের কারুর সংগ্রহেই ক্লাবের সাম্প্রতিক ৮০ দশকের পরের সদস্য রেজিস্টার ছাড়া ২৫ বৎসরের অতীত তেমন কোন রেকর্ড নেই। কিন্তু শত বর্ষের প্রাচীন প্রতিষ্ঠান দুটোর অতীত তো শূন্য থাকতে পারে না, অতীত শূন্যতায় অস্তিত্বই যে বিপন্ন হয়ে যায়। এ কারণেই আমি করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের অতীত সন্ধানে প্রাচীন বহু লোকের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। স্মৃতি সব সময়েই বর্ণিত হয়ে থাকে তদুপরি বয়জ্যেষ্ঠের স্মৃতি ভ্রংশের সংশয়তো রয়েছেই। সংশয় মোচনের লক্ষেই অকাট্য প্রমাণ অনুসন্ধানে বিন্দুবাসিনী বয়েজ স্কুল, গার্লস স্কুল, সাদৎকলেজ, কুমুদিনী কলেজ, মির্জাপুর হোমসসহ বিভিন্ন ব্যক্তিগত গ্রন্থ সংগ্রহশালাগুলোতে অনুসন্ধান করেছি, কিন্তু কাক্ষিত প্রমাণ হাতে আসেনি। তবুও আমার প্রায় ৩০ বৎসরের চেষ্টায় কিছুটা হলেও অতীতকে খুঁজে পেয়েছি। তথ্য ভ্রান্তির সংকট যে নেই তা নয়, ছিল, হয়তো এখনো আছে, যদি কোন সহৃদয় পাঠক সংশোধনী দেন আমি উপকৃত হব।

১৯৮৬ সালে ক্লাবের ৭৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকায় ‘করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব : জন্মকথা ও বিবর্তন’ শিরোনামে আমি একটি নিবন্ধ রচনা করেছিলাম, লেখাটি প্রকাশ হলে ২৮ বৎসর আগের সে সময়ে বেশ কিছু প্রাচীন মানুষ জীবিত ছিলেন, যারা আমার সংগৃহীত তথ্যের কয়েকটি ভুল যেমন চিহ্নিত করে সংশোধনী দিয়েছেন, তেমনি বেশ কিছু নতুন তথ্যও দিয়েছেন। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে জেলা পরিষদ প্রকাশিত ‘টাঙ্গাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য’ গ্রন্থে সংশোধনী সংযুক্তি সহ ‘টাঙ্গাইলের জনসমাজ-নৃতাত্ত্বিক, সমাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচিতি’ শিরোনামে আরেকটি নিবন্ধ রচনা করি, সে রচনাটিতেও বেশ কিছু তথ্য ভ্রান্তি চিহ্নিত হয়, যেগুলো সংশোধন করে আমি একটি প্রকাশিতব্য গ্রন্থে টাঙ্গাইলের ভৌগোলিক নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তুলেধরতে সচেষ্ট রয়েছি। সত্যিকার অর্থে করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিতব্য স্মরণিকার জন্যে এই লেখাটি আমার পূর্ণাঙ্গ রচনাটির সংক্ষিপ্ত আকার। সংক্ষিপ্ত হলেও সংযুক্তি ও সংশোধনী রয়েছে বেশ কিছু, আর এ কারণেই ক্ষেত্র বিশেষে প্রকাশিত দুটি রচনায় বেশ কিছু পার্থক্য সৃষ্টি হলো।]

সে অনেক অনেক আগের কথা যখন আমাদের আজকের টাঙ্গাইল এমনটি ছিল না। সে সময় টাঙ্গাইল নামে কোন এলাকাই ছিল না, তখন তো যমুনারও উৎপত্তি হয়নি। তবু টাঙ্গাইলের ভূগোলটা ছিল। ছিল, তবে সে একেবারেই অন্যরকম। তখন এই ভূগোলের পাশ দিয়েই বয়ে যেত গঙ্গার স্রোতধারা। হ্যাঁ! আজকের, গঙ্গা কিন্তু ওখানে ছিল না, সে এসে আছড়ে পরতো আমাদের ভূঞাপুরের নিকরাইলের কাছে, সেখান থেকে বাঁক নিয়ে সোজা দক্ষিণ মুখে হয়েছিল, তার পর, আজকের আটিয়ার দক্ষিণ পাশ ঘেষে আবার পূর্ব মুখে হয়েছিল গঙ্গা। আর এই গঙ্গার ঋদ্ধি কোলেই কতনা জনপদ গড়ে উঠেছিল, কত হাট, বাজার, বন্দর, নগর, রাজ্য।

আজকের যে আটিয়া, একদিন সেখানেই তো ছিল কংস রাজের রাজধানী (মাজারের ১ মাইল দক্ষিণ পশ্চিম কোণে)। আর সে জন্যেই তো ভরত মূনি তার নাট্যশাস্ত্রে লিখেছেন, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গও নাটক হোত। নাট্যশাস্ত্র তো আজকের নয়! সে তো বহু আগের, তা কম করে হলেও, আড়াই হাজার বৎসর তো হবেই। তখন আমাদের আটিয়াই তো ছিল বরেন্দ্রের পূর্বাংশের শেষ সীমা, বঙ্গের সমৃদ্ধ এক জনপদ। কত রাজার রাজধানী ছিল সেখানে। কে জানে হয়তো কংস রাজের রাজধানীতে তখন প্রাচীন ধারার কত নাটক হোত। রাজন্যের নাট মন্দিরে প্রাচীন ধারার অভিনয় কলায় দেব দেবীর অর্চনা যে ছিল রাজ জৌলুসের প্রকাশ। শুধুতো নাটমন্দিরই নয়, রাজা, রাণী, রাজকুমার আর রাজকুমারীদের মনোরঞ্জে কলাকুশলীরা নাচঘর মাতিয়ে তুলতো, নর্তকীর পায়ের নূপুর নিব্বনে ছন্দময় হয়ে উঠতো আসর। সে তো হবেই, আতিয়া যে ছিল শ্রীপুর রাজ্যের দোসর, বর্ণাঢ্যতায় কি পিছিয়ে থাকতে পারে। বর্ণাঢ্যে কংস রাজ্যওতো কম ছিল না কিছু। কিন্তু হায়রে কি কপাল! কীর্তিনাশায় ভাসিয়ে নিল শ্রীপুরের সমস্ত কীর্তি আর গঙ্গা নিয়ে গেল কংস রাজ্য।

কংস রাজের সে রাজ্যও নেই, তার মন্দির, রাজবাড়ী সবই ধ্বংস হয়েছে। কংস রাজ গেল বৌদ্ধ মোনার্কের শাসন জারি হলো, আতিয়াতেই বৌদ্ধাশ্রম গড়ে উঠলো, কত জাতকার চর্চা হয়েছে এখানে, কত সংঘ আর মন্দির গড়ে উঠেছিল, কিন্তু সে তো বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, আবার হিন্দু রাজত্ব কায়েম হলো, ভেঙ্গেচুরে নিশ্চিহ্ন করা হলো বৌদ্ধ সংঘ আর মন্দির।

এর পর ষষ্ঠ শতকে এলো রাজা শশাঙ্কের শাসন, স্বাধীন হয়ে গেল বঙ্গ। কিন্তু সে স্বাধীনতা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি, একাদশ শতকেই আবার এলো বিজাতীয় শাসন। আরো কত যুদ্ধ, কত রক্তপাত, কত বার ভস্মভূত হয়েছে আতিয়া। তবু থেমে থাকেনি আতিয়ার উত্থান, ধ্বংসস্তুপেই আবার গড়ে উঠেছে জনপদ।

সে না হয় গেল হাজার বৎসর আগের কথা, এই তো সেদিন ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে, যখন গঙ্গা আজকের এলেনজানি আর কালিগঙ্গার ধারা হয়ে কীর্তিনাশার ধারায় বহমান ছিল, তখন বঙ্গ সালতানাতের সুলতান হুসেন শাহ, গৌড় থেকে ঐ পথেই তো তার পূর্বাঞ্চলে যেতেন, আতিয়ায় এসে অবসর নিতেন। একদিন তিনি সেখানেই নৌঘাটি সহ কসবা নগরীও গড়ে তুললেন। তার পুত্র নুসরৎ শাহের আমলেই তো গৌরের সভা কবি বররুচি ‘বিদ্যাসুন্দর’ লিখলেন, যে কাব্যনাটক প্রায় চার শত বৎসর সারা বাংলাকে তোলপাড় করে রেখেছিল।

কেমন করে বিদ্যাসুন্দর তোলপাড় করতো? তখনতো মানুষ পড়তে জানতো না! তবে কি সে আবৃত্তি হোত, নাকি নাটক?

সে যে আঙ্গিকেই হোক হোত তো একটা কিছু। তার অনেক পরে নুসরতের সময়েই তো এর নাম করণ হয়ে গেল আতিয়া। আতিয়ার চার মাইল ব্যাসার্ধে মাটির উপরে ছড়িয়ে থাকা তাদের কিছু ধ্বংসাবশেষ পোড়ামাটির ইট আর তৈজসের টুকরো পাওয়া গেলেও মাটির নিচেতো কোন অনুসন্ধানই হয়নি।

সেখানেই তো একদিন এসে শেরশাহের কাছ থেকে বাঁচতে হুসেন পুত্র সুলতান মাহমুদ শাহ আশ্রয় নিয়েছিলেন। আতিয়ার মাটি সুলতানকে রক্ষা করতে পারেনি, শহীদ হলেন তিনি। আতিয়ার পতন হলে কসবা নগরী আতিয়া জ্বলে পুড়ে হারখার হলো। সুলতান মাহমুদ শাহর সমাধি কালের স্বাক্ষর হয়ে আজো টিকে আছে পীর সাহেবের মাজারের সামনে অবহেলিত একটি কবরে। মসজিদ, মাজারগুলো টিকে থাকলেও সনাতনী সব চিহ্নই তো দাহ হয়েছিল সেই আগ্রাসনে, বিদ্যাসুন্দরের উপাত্ত আর পাওয়া যাবে কি করে?

একাদশ থেকে ষোড়শ শতকে অমন কত যুদ্ধইতো আগে পরে হয়েছে, কত দহন দাহনে ভস্ম হয়েছে ইতিহাস, কত পাবন মহা পাবনে ছিল-বিচ্ছিন্ন হয়েছে টাঙ্গাইলের মানচিত্র, পলল স্তুপিতে জেগে উঠেছে নিত্যনতুন ফসলের মাঠ, সে মাঠ বিধৌত করেছে আঁকিবুকি নব্য ধারার কতনা বৈচিত্রময় নদী, আর সেই নদীর কোল ঘেষে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন বর্ণিল কতনা জনপদ। কালক্রমে সে জনপদগুলো ঘিরেইতো গড়ে উঠলো সামন্ত রাজদের কতনা রঙ্গিন রাজত্ব।

শুধু ভাটিতেইতো নয়, পাহাড়ী টাঙ্গাইল, সেওতো কম বৈচিত্রের নয়, এইযে ষোড়শ শতকের শ্রী চৈতন্যদেব ব্রহ্ম হয়ে বঙ্গদেশে ভাসিয়ে ছিলেন নাও। তারপর পাহাড়ী টাঙ্গাইলের অপার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ডাঙ্গায় নেমেছিলেন আজকের ভূগোলের গুপ্ত বৃন্দাবনে, পঞ্চ বৃক্ষের বটি তিনিইতো বসিয়ে ছিলেন, কে জানে হয়তো সেদিন তিনি তন্ময় হয়ে কৃষ্ণের লীলা নাট্যও করেছেন।

এইতো কিছু কাল আগেও প্রায় চারশত বৎসরব্যাপী রাজবংশীরা গুপ্ত বৃন্দাবনের পঞ্চবটিতে নাম কীর্তনের আসর বসাতেন, তখন কত লীলা হোত, কত ভাব আসর, সেওতো নাটক, কিন্তু সে জনপদও তো নেই। সাগরদীঘির সাগর রাজা আর বইগ্যা রাজাদের দুটো পুকুর ছাড়া আর কোন চিহ্নই নেই। শোলাকুরির ভগবৎ রাজের প্রাসাদ, সবই তো তচনচ করে দিয়েছে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের ভূকম্পন, মাটির নিচে হারিয়ে গেছে আজকের টংগাইলের উঁচু ভূমির সকল চিহ্ন। ভূমি কম্পের ধকল কাটতে না কাটতেই এলো ভয়াবহ এক মহাপাবন (১৮৮৭)। পরপর দুটো বিপর্যয় থেকেই তো মানচিত্রটা এবার পুরোপুরিই বদলে গেল। ব্রহ্মার সরু রেখা মনু প্রশস্ত হয়ে যমুনার উৎপত্তি হলো, সিরাজগঞ্জ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, প্রমত্তা বংশী নদী মরে গেল, ফটিকজানি আর লৌহজঙ্গের জন্ম

হলো, সৃষ্টি হলো অচেনা নতুন এক মানচিত্র। শুধু প্রাকৃতিক বিপর্যই তো নয় ষোড়শ শতকে যুদ্ধ-বিগ্রহের লেলিহান শিখায় রাজা সুলতানদের রাজধানী ভস্মীভূত করে অতীত শূন্য করে গেল বাংলাকে।

দেশ সে সময়ে বৃটিশ শাসনাধীন, রাজার প্রভাবে রাজধানী কালকাতায় নাট্য আঙ্গিকে পরিবর্তন এসেছে। কলকাতায় তখন নাটক হচ্ছে সাজানো একমুখো মঞ্চ, এই রঙ্গ পিঠকে বলা হয় থিয়েটার, আর এই থিয়েটারে যে নাটকগুলো হচ্ছে, চলতি ধারার নাটক থেকে তাদের পরিচয় আলাদা হয়ে হলো থিয়েটার। রাজার প্রভাবকে তো আর উপেক্ষা করা যায় না, থিয়েটার প্রসারিত হতে হতে একদিন টাঙ্গাইল এসেও পৌঁছলো।

সে ইতিহাসের প্রারম্ভ নব্য এক আঙ্গিকে, সে শুধু রাজার রাজ বাড়ীর নাট মন্দিরে নয়, সে ইতিহাসে জড়িয়ে আছে টাঙ্গাইলের গড়ে ওঠা নব্য বন্দর নগর জনপদগুলো। সে ইতিহাসের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন একটি বাঁধা মঞ্চের অস্তিত্ব রয়েছে সে কালের নদীবন্দর এলাসিনে।

প্রত্নতাত্ত্বিক আরো কিছু পাকা মঞ্চ রয়েছে, সেগুলো তেমন প্রাচীন নয়, আঠারো শতকে সন্তোষের ছয়আনি তরফের যে মঞ্চটিতে নাটক হোত সে মঞ্চটি আমিও দেখেছি, তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে বিংশ শতকের শেষ ভাগে এসে। এলাকায় শ্রুতি আছে, আঠারো শতকের শেষ ভাগে কলকাতার নামী দামী শিল্পীরা এসে সে মঞ্চে অভিনয় করেছেন।

টাঙ্গাইলের সবচেয়ে প্রাচীন দালিলিক যে নাটকের প্রমাণ পাওয়া যায় সে হেমনগরের জমিদার বাড়ীতে এক সংগ্রাহকের কাছে। সেখান থেকে উদ্ধার হয়েছিল কিছু সংস্কৃত নাটক, যা আমি নিজের চোখেই দেখেছিলাম। সেও একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভস্মীভূত হয়ে যায়, কয়েকটি সংস্কৃত নাটক রক্ষা পেয়েছিল পিংনা স্কুলের শিক্ষক মুসলেম উদ্দিনের সংগ্রহে। যে নাটকগুলোতে কাটাকুটি আর হাতে লেখা অতিরিক্ত নির্দেশনা থেকে প্রমাণ করে, আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়েই টাঙ্গাইলে বাংলায় না হলেও সংস্কৃত ভাষায় নব্য আঙ্গিকের নাটকের প্রচলন হয়েছিল।

কোম্পানি রাজত্বের শতবর্ষ পূর্ণ হোলো, সংঘটিত হলো এক মহা বিদ্রোহ ‘সিপাহী-বিপ্লব’, ভয়াবহ এক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে নিবৃত্ত করা হলো বিদ্রোহ। এরই মাঝে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে দেশের শাসন ভার বৃটিশরাজ নিয়ে নিয়েছে। বেনিয়া শাসন থেকে সিভিল শাসনে এসে সাংস্কৃতিক বিবর্তন দ্রুত হলো। রাজধর্মে দখলকৃত দেশ ও জাতিতে প্রথম প্রয়োগ হয়ে থাকে চলমান সংস্কৃতি হটিয়ে রাজার আপন সংস্কৃতি প্রতিস্থাপন। বৃটিশরাজ ভারতীয় সংস্কৃতি বিবর্তনে সক্রিয় হলো। শাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজালো।

টাঙ্গাইলের উত্তর পশ্চিম কোণে যমুনা তীরের পিংনায় ম্যাজিস্ট্রেটসি কোর্ট বসলো। কিছু ইংরেজ সাহেব আসলো। কিছু দিনের জন্যে সংস্কৃত থিয়েটারের আড্ডা জমে উঠেছিল সেখানে, কিন্তু সে বেশি দিনের জন্যে নয়, যমুনার ভাংগনে ম্যাজিস্ট্রেটসি কোর্ট মহকুমার মর্যাদা দিয়ে সরিয়ে আনা হয়েছিল আতিয়ায়। আতিয়ায় নাটক জমে উঠতে না উঠতেই মল্লকুমা শহর আবার সরিয়ে আনা হলো আজকের টাঙ্গাইল শহরে।

যদিও শহরের গোড়া পত্তনটা হয়েছিল আগেই কিন্তু সে শহর ছিল নিছক বেনিয়াদের শহর। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি টাঙ্গাইলের জনপদগুলো থেকে সংগ্রহ করতো কৃষিপণ্য ছাড়াও নীল, তুলট কাগজ, নলসন্দার মসলিন, বলা ও বাজিতপুরের তাঁতবস্ত্র আর পাহাড়ি লাল চিনি। পণ্যগুলো সংগ্রহ করে লৌহজং ঘাট থেকে সরাসরি চালান পাঠাতো মাদ্রাজে। মল্লকুমা গোড়াপত্তনের আগেই লৌহজং মরতে শুরু করেছিল, বড় বড় সামুদ্রিক যে সব জাহাজ এসে ভীড়তো আজকের বিন্দুবাসিনী স্কুলের পশ্চিম পাশের ঘাটে, নাব্যতা সংকটে সে ঘাট মরে গিয়েছিল, কোম্পানি লৌহজংয়ের পূর্ব কোল ঘেঁষে যে বাঁধ নির্মাণ করেছিল সেই বাঁধই তো বিন্দুবাসিনী স্কুলের পিছনের রাস্তা ‘স্ট্যান্ড রোড’ মানে তীরের রাস্তা।

নদী সরে গেছে পশ্চিমে, মাদার ভেসেল আর লৌহজং-এ ভিরতো না, মাদার ভেসেলের ঘাট ক্রমান্বয়ে সরছিল দক্ষিণের পোড়াবাড়ী, পোড়াবাড়ী থেকে ছিলিমপুর, সেখান থেকে এলাসিন ঘাটে। এ দিকে বন্দর নগরীর গুরুত্ব হারিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্থাপত্যগুলো অধিকাংশই ছিল পরিত্যক্ত। নীল কর সাহেবেরা চলে গেছে, তাদের ফেলে যাওয়া আবাসন গুলোয় এসে ইংরেজ এসডিও, এসডিপিও সাহেবেরা উঠেছেন, মুন্সেফ সাহেবেরা এসেছেন,

ইংরেজ সাহেবরা এই শহরের শ্রীবৃদ্ধি করার জন্য তখন সচেষ্ট, আর সে সব সাহেবদের খুশি করতে, টাঙ্গাইলের আসে পাশের জমিদারেরা শহরে এসে তাদের সামাজিক কর্মকাণ্ড খুলে বসলেন, এক এক করে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকলো গজনবী সাহেবদের ইউনিয়ন স্কুল (বর্তমান শিবনাথ), সন্তোষ জমিদারদের গ্রাহাম প্রাইমারি স্কুল (বর্তমান বিন্দুবাসিনী), দাতব্য চিকিৎসালয়, পল্লী পরিবারের পোর হাউজ (বর্তমানে ফায়ার ব্রিগেডসহ বিরাট এলাকা), গোপালপুরের জমিদারদের বাজার, পাকুটিয়ার জমিদারদের কাচারী 'পাকুটিয়া লজ' (নাট্যমহল ও সরগম যে দালানে অবস্থিত ছিল, সমবায় মার্কেটের পশ্চিম পাশের যে দালানটি ২০০৮ সালে ভেঙে ফেলা হয়েছে), ছয়আনির কাঁচাবাজার, পাচানির মুদি বাজার, পেশা ভিত্তিক বেশ কয়েকটি পট্টি যেমন- তুলাপট্টি, গুরপট্টি, মাংসপট্টি, ঘোষ পট্টি, হালই পট্টি, হোটেল পট্টি, মাইরা পট্টি (আটা, ময়দা, বেসন, ডাল বিক্রির এলাকা)।

নগরায়নের জৌলুসে নতুন মহকুমা শহরটা অল্পদিনেই জমে উঠলো। নগরায়ন হলেও টাঙ্গাইল ছিল বাংলার প্রকৃতির মতই ছিমছাম শান্ত এক জনপদ। পাড়ামহলা মহলায় ভোরের ঘুম ভাঙতো সাধকের হাতের বীণা আর কণ্ঠের রাগ ভৈরব আর পিলুর সুরমূর্ছনায়। শহরের জীবনধারাটা ছিল মালকোশ রাগের মত, উলাস আর উচ্ছাস ছিল যেন মৃদঙ্গের ছন্দ, নাটক ছিল সেতারের ঝংকারে রাগ নটনাট্যম।

এই শহরে মল্লুকুমা স্থাপিত হলেও এর নাম কিন্তু তাৎক্ষণিক টাঙ্গাইল হয়নি, তখনো এর নাম আতিয়া মহকুমা। নামকরণ হয়েছিল কিছুদিন পরে শহরের দক্ষিণের একটি মৌজা টাঙ্গাইলের নামানুসারে। বেনীয়া শহরের আঙ্গিক পাণ্টে নতুন আঙ্গিকে শহর জমে উঠছে, নাট মন্দিরগুলোয় আদি ধারার নাটকের পাশাপাশি নতুন আঙ্গিকের থিয়েটারের আসরও জমে উঠলো।

নগর কেন্দ্রিক থিয়েটারের প্রচলন হলেও আদি ধারার নাটক পোড়াবাড়ী, ছিলিমপুর, সয়া বন্দর, কাবিলা পাড়া, বাঘিলে নিয়মিত মঞ্চায়ন হোত। দক্ষিণ টাঙ্গাইলের পাকুটিয়ার তিন ভ্রাতার নাটমন্দির তো আজো আছে। আর জমিদাররাই কি কম করেছেন, মহেরা, পাকুলা সেখানেও তো সেকালের নাটকের প্রমাণ রয়েছে। সেকালে না হলেও করটিয়াতেও তো নাটক হয়েছে। আর নিকরাইলের দিনমণি স্কুল, সেখানেও তো নাটক হয়েছে বহুকাল আগেই।

টাঙ্গাইলের সেকালের এই ঐতিহ্য ছিল বলেই তো উনিশ শতকের প্রারম্ভ কালেই টাঙ্গাইলে জন্ম নিয়েছিল অসংখ্য নাট্যকলার দিকপাল। তারা তো ইতিহাসে জ্বলজ্বল করছেন, সেকালের জোগেশ মজুমদার, দুর্গাদাস, কামিনী নিয়োগী, প্রমথনাথ মৈত্র, অনাদী বাগচী, তরনী মোহন বাগচী আরো নাম না পাওয়া কত জন। নাটক পাগল সেই সমষ্টির চেষ্টাতেই তো সেদিন সামন্ত রাজদের নাট মন্দির, কালীমন্দির আর হাটে মাঠে মুক্ত নাটক হোত।

বঙ্গ অঞ্চলে সমৃদ্ধ দুই জমিদারের পৃষ্ঠ পোষকতায় রঙ্গপুরে (রংপুর) আর নোয়াখালির ভুলুয়ায় নিয়মিত নাট্যচর্চা হোত, এর প্রমাণ রয়েছে অজস্র। সে সময়ের শিক্ষা দীক্ষায়, জৌলুসে কাগমারা পরগনার জমিদারদের ছিল দেশব্যাপী খ্যাতি, নাটক হয়তো সেখানেও হয়েছে, না হলে হঠাৎ করেই তো আর নাট্যকার প্রমথ নাথ রায় চৌধুরী সৃষ্টি হননি?

সন্তোষের জমিদার প্রমথ নাথ রায় ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সখ্য। একটি সূত্রে পাওয়া যায় সন্তোষের রাজকুমার প্রমথ বাঘিলের একটি থিয়েটারে বালকের ভূমিকায় অভিনয় করতে যেয়ে ঘুমিয়ে পরেছিলেন, অর্থাৎ প্রমথ শিশুকাল থেকেই অভিনয়কলার সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি বেশ কটি নাটক রচনা করেন, কলকাতা দর্শকদের কাছে তার নাটক খ্যাতিও পেয়েছিল, তন্মধ্যে চিতোর উদ্ধার, জয় পরাজয়, ভাগ্যচক্র (১৯১০), হাসির (১৯১৫), দিলী অধিকার (১৯২৪), রম্যনাটক আক্কেলসেলামি অন্যতম। তার নাটক গুলো আজো টিকে আছে। জলধর সেনের কলকাতা থেকে প্রকাশিত মাসিক ভারতবর্ষ পত্রিকার সংবাদ থেকে জানা যায় মনুথ রায়ের তত্ত্বাবধানে বেশ কিছু কাল সন্তোষ পাচানীর নাট মন্দিরে নিয়মিত থিয়েটার মঞ্চায়ন হয়েছে।

সে কালের শুধু প্রমথ নাথ চৌধুরীই তো নন, আমাদের মনুথ নাথ রায় চৌধুরী, যিনি জন্মগ্রহণ করেছেন বড় বাসাইলা গ্রামে, তার বাড়ীতে আমি একটি বাঁধা মঞ্চও দেখেছি। তিনিই তো বাংলা ভাষায় একাঙ্ক নাটকের জনক।

একাক্ষ এক দৃশ্যের নাটকের যাত্রা শুরু হয়েছিল তো তার নাটক থেকেই। আর ঘাটাইলের গলগন্ড মিত্র বাড়ীর বাঁধা স্টেজ, তার খ্যাতি কি কম ছিল? সেকালের মুক্তা গাছার নাটক পাগল মহারাজ ভূপেন্দ্র কিশোর, তিনি নিজেই তো আসতেন মিত্র বাড়ীর নাটক দেখতে। আর গোড়িয়া মালতির ‘কমলা নাট্য সমাজ’ নাটক মঞ্চায়নের প্রাচীনত্ব ও উৎকর্ষে বাংলা নাটকের ইতিহাস গ্রন্থের পাতায় তো জ্বলজ্বল করছে। ও দিকে এলাসিন ঘাটের বাঁধা মঞ্চতো নাটক হোত নিয়মিতই। এসব মঞ্চ ১৯০০ থেকে ১৯২৪ সময় কালে নাটক হয়েছে—মহারাজ যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের ‘উভয় সংকট’, মহাকবি ভবভূতীর ‘উত্তর চরিত’, অমৃত লাল বসুর ‘আদর্শ বন্ধু’ ও ‘একাকার’, দীনবন্ধু মিত্রের ‘কমলে কামিনী’, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের কাব্য-গীতিনাট্য ‘কপূর মঞ্জরী’, গোপল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ‘কামিনী কুঞ্জ’, কাঞ্চনচাঁদ্য রচিত সংস্কৃত নাটক ‘ধনঞ্জয় বিজয়’, বৈকুণ্ঠ নাথ বসুর ‘বারবাহার’ সহ হয়তো আরো কিছু নাটক মঞ্চায়িত হয়েছিল যেগুলোর তথ্য পাওয়া যায়নি। এ সময়ে এলাসিন মঞ্চ মীর মশাররফ হোসেনের রত্নাবলী মঞ্চায়ন হয়েছিল। সাম্প্রতিক একটি তথ্যে পাওয়া যায় মিত্রবাড়ী মহাকবি কালিদাসের ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলা’ মঞ্চায়ন করেছিল।

কলকাতায় প্রসেনিয়াম থিয়েটারের প্রচলন হলেও টাঙ্গাইলে তখনো নাটক হোত সাইড থিয়েটার আঙ্গিকেই। টাঙ্গাইলে প্রসেনিয়াম থিয়েটার আঙ্গিকে নাটক শুরু হয়েছে ১৮ শতকের ৮০র দশকে। কিন্তু সে নাটক সচোক্ষে দেখেছেন এমন কারুর কাছ থেকে শ্রুতি যেমন প্রাচীন নাট্যকর্মীদের কাছে পাওয়া যায়নি তেমন কোন লিখিত সূত্রও নেই।

উনিশ শতকের ষাট থেকে আশির দশকে সর্ব বয়োজ্যেষ্ঠ নাট্যবোদ্ধা ও নাট্যব্যক্তিত্ব পণ্ডিত রাধিকা পাঠক, মেকাপম্যান সরোজ নিয়োগী, মধুপাল, সৈয়দ নূরুল হুদা, খগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, শ্রী ভানু চন্দ্র চন্দ, জীতেন ভৌমিক, কুমুদ বাবু (তবলা বাদক), অপরেশ চক্রবর্তী, যতীন মুখার্জী (সংগীত শিল্পি), পানু নাগ, কালি বাবু গণ যারা বয়সে ছিলেন আমার চেয়ে অনেক প্রবীন, মহড়া কক্ষে তারা তাদের রঙীন জীবনে তাদের চেয়ে প্রাচীনদের কাছ থেকে শোনা কথার স্মৃতিচারণ করতেন, তাদের পাশে বসে আমি আমার যুবক বয়সে তাদের স্মৃতির সূত্র ধরে প্রবেশ করতাম পঞ্চশ থেকে ষাট বৎসর নেপথ্যের বর্ণিল নাট্যজগতে, যেখানে যেয়ে দেখতাম কোন এক মহড়া কক্ষে বসে আছেন স্বয়ং সন্তোষের জমিদার দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী, ভিন্ন এক মহড়ায় বসে আছেন বিন্দুবাসিনী রায় চৌধুরানী সেখানে ইংরেজ আঙ্গিকের থিয়েটারের মহড়া চলছে, অভিনয় করছে শিবনাথ চক্রবর্তী এবং শ্যামাপদ বাবু (যিনি পরবর্তীতে পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন), পূর্ণ চন্দ্র কর্মকার, হেমেন্দ্র চন্দ্র কর্মকার, লাল মোহন ভট্টাচার্জী (এ্যাডভোকেট), জগদিস মজুমদার, কুমোদ রায় (ইনি তবলাবাদক কুমুদ রায় নন), রাজকুমার প্রমথ রায়, রাজকুমার হেমেন্দ্র রায় সহ একদল তরুণ নাট্য কর্মী।

এ সময় থেকে থিয়েটারের প্রচলন হলেও পাশাপাশি যাত্রা আঙ্গিকের অভিনয় কলাও চলছিল। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এসে নগরায়ন যখন পরিপূর্ণ হলো, ধর্মাচারের যাত্রা ছাড়া অধিকাংশ যাত্রা আঙ্গিকের নাট্যকলা নির্বাসিত হলো গ্রামে। শহরে তখন জমে উঠেছে থিয়েটার আঙ্গিকের নাটক। এ সময়ে বিশেষ দুই তরুণ এসে যোগ দিল টাঙ্গাইলের নাট্য আন্দোলনে একজন প্রেমাদিত্য ঘোষ (যিনি পরবর্তীতে বিন্দুবাসিনী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হয়েছিলেন) অপরজন মনোমোহন নিয়োগী যিনি স্বকালের অভিনয়কলার নক্ষত্রে রূপান্তর হয়েছিলেন। তাদের প্রচেষ্টায় টাঙ্গাইলের বাচিকা নাট্যে রিয়ালিজমের উৎকর্ষতা এলো।

দেশ জুড়েই তখন নাটকের জোয়ার বইছে, এই তো সেদিন খুলনায় প্রদর্শনী মাঠে ঢাকা, কলকাতা আর স্থানীয়দের পরিবেশনায় নাট্যমেলা হয়ে গেল। কলকাতা থেকে নাটকের দল ঘন ঘন ঢাকায় এসে নাটক করে যাচ্ছে, টাঙ্গাইলের এলাসিনেও কলকাতার নাট্যদল এসে অভিনয় করে গেল। ১৯০০ সালে নাট্যকার ডি এল রায় ‘খুলনা নাট্য নিকেতন’ গড়ে তুললেন, তার এক বৎসর পরেই প্রতিষ্ঠিত হলো পটুয়াখালি ড্রামাটিক ক্লাব।

আর তখনই তো এই টাঙ্গাইলে আসলেন বাংলা সাহিত্যের এক দিক পাল কুষ্টিয়ার লাহিনী পাড়ার বাসিন্দা ‘জমিদার দর্পণ’ আর ‘বিষাদ সিন্ধু’র রচয়িতা মীর মশাররফ হোসেন, তিনি তো তার বিখ্যাত নাটক রত্নাবলী রচনা করলেন টাঙ্গাইলের শান্তিকুঞ্জের কাচারীতে বসেই।

টাঙ্গাইলে থিয়েটার আবার জমজমাট হলো। শুধু শহর কেন্দ্রেই নয়, নিয়মিত নাটক চর্চা হচ্ছে তখন বলা, সয়া, এলেঙ্গা, ছিলিমপুর, এলাসিন, বাঘিল, দিঘুলিয়া, বড় বাসাইলা গ্রামগুলোতেও। কিন্তু, দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে ১৯০০ সাল থেকে ১৯২০ সময় কালের মধ্যায়িত বেশ কিছু নাটকের নাম এবং কিছু তথ্য পাওয়া গেলেও কোন কোন ব্যক্তি সে সকল নাটকের সাথে জড়িত ছিলেন তাদের একজন ব্যক্তিরও নাম পাওয়া যায়নি। অনুমান করে ধরে নেয়া যায় পূর্ববর্তী দশকের ব্যক্তি বিশেষের অনেকেই হয়তো এই কর্মকাণ্ডেও জড়িত ছিলেন, কিন্তু তার প্রমাণ যেমন নেই তেমনি শ্রুতিও নেই।

এর মাঝে কিছুকাল নাটকে ভাটাও পড়েছিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হলে পক্ষ বিপক্ষে প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু হলো। তরুণসমাজ জড়িয়ে পরেছিল আন্দোলনে, নাটক স্থবির হয়ে পরেছিল। যদিও বঙ্গভঙ্গ রদ হয়েছিল ১৯১১ সালে, কিন্তু রদ যে হচ্ছে বোধগম্য হয়েছিল ১৯০৯ এর শেষ ভাগে এসেই, আন্দোলনেও এ কারণেই কিছুটা হলেও ভাটা পরেছিল। ও দিকে ১৯১০ সালে ইংল্যান্ডে রাজা পঞ্চম জর্জের অভিষেকের আয়োজন চলছে। বৃটিশরাজ তরুণ সমাজকে আন্দোলনবিমুখ করতে রাজার অভিষেকের আয়োজনটাকে কাজে লাগিয়েছিল, দেশ জুড়ে মেলা আর নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তরুণ সমাজকে মাতিয়ে তুলে ছিল।

১৯১০ সালের জানুয়ারি মাসে লৌহজং নদীর পারে জেগে ওঠা চর ভূমিতে (করোনেশন পার্ক) তখনকার জমিদার ও সরকারের যৌথ উদ্যোগে আয়োজন করা হলো টাঙ্গাইলের প্রথম কৃষ্টি শিল্প সাংস্কৃতিক মেলা বা প্রদর্শনী (Exhibition)। নাটক কি সে মেলায় অনুপস্থিত থাকতে পারে, দশটি দল এসে প্রতিযোগিতায় নামলো, নাটক হলো তাদের দশটি। দুটি নাটক পুরস্কৃতও হলো। শুধু কি পুরস্কার, সাকরাইল অপেরার ‘আলীবাবা’ আর এলেঙ্গার ‘ইয়াংম্যান ড্রামাটিক ক্লাবের ‘ময়ূর সিংহাসন’এর খ্যাতি তো দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পরলো। দশটি দলের নাট্য প্রতিযোগিতা থেকেই গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছিল দশটি সমষ্টি, শহর কেন্দ্রিক মূল সমষ্টি ছিল দুটি, এরা ছিল বঙ্গ ভঙ্গ রদের আন্দোলনের দুটি সমষ্টি।

শহরের দুটি সমষ্টির কেউই কিন্তু প্রদর্শনীর নাট্য উৎসবে পুরস্কৃত হয়নি, পুরস্কার না পেলেও সমষ্টিগত দিক থেকে এরা ছিল বেশ শক্তিশালী। মাস ব্যাপি সাংস্কৃতিক ডামাডোল শেষ না হতেই আন্দোলন আবার তীব্র হলো, অবশেষে বঙ্গভঙ্গ রদ হলো। ওদিকে রাজার অভিষেক হয়ে গেছে। বিশ্ব ব্যাপি সমগ্র বৃটিশ শাসিত অঞ্চলেই করোনেশন নামের এই অনুষ্ঠানটি বর্ণিলতা আর জৌলুসে স্মরণীয় একটি উৎসব হলো, ছোট্ট এই টাঙ্গাইল শহরটাও মেতে উঠেছিল। এ সময়েই শহরের প্রতিযোগী দুপক্ষের একপক্ষ করোনেশনকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রতিষ্ঠা করলো করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব এবং করোনেশন পার্ক, অভিন্ন নামে একই গোষ্ঠীর স্থাপিত দুটি প্রতিষ্ঠান।

Coronation শব্দের অর্থ রাজ্যাভিষেক the act or Solemnity of crowning a sovereign. করোনেশন পার্ক বর্তমানের স্টেডিয়াম, জিমনেসিয়াম, ভাসানী হল, মডেল প্রাইমারি স্কুল, পার্ক দীঘি, বাজার, ঈদগাহ, আউটার স্টেডিয়াম, চানমারী ও পৌরসভার চেয়ারম্যান হাউজ যে এলাকা নিয়ে অবস্থিত— এটিই পুরো করোনেশন পার্ক। এর চারপাশ ঘুরে আসলে প্রায় দু’হাজার গজ হতো।

শহরের দুটি নাট্য সমষ্টির একটি ছিল বনেদী এবং ধনাঢ্য ঘরের ছেলেদের, তাদের সাথে দেশী কিছু সরকারি কর্মচারীও যুক্ত হয়েছিল। অপর সমষ্টিটি ছিল সাধারণ ঘরের ছেলেদের নাট্য প্রতিষ্ঠান, সংখ্যায় এরাই ছিল বড়। পরবর্তীতে এই সমষ্টিই করোনেশন সমষ্টি নামে পরিচিতি লাভ করে।

করোনেশন সমষ্টি আসলে সংঘবদ্ধ হয়েছিল আরো কিছু কাল আগে, সে সময়ে তারা বেশ কিছু নতুন আঙ্গিকের নাটক মঞ্চায়ন করে প্রশংসাও অর্জন করেছিল। এরা একজন নাট্যরসিক ব্রাহ্মণ (নাম পাওয়া যায়নি) এর বৈঠকখানা ঘরে নাটকের মহড়া দিত, তারা সে সময়ে কি কি নাটক করেছেন এমনকি ১৯১০ এর প্রদর্শনী মঞ্চে কি নাটক করেছেন কোনটিরই নাম পাওয়া যায়নি। তারা যে ঘরটিতে মহড়া দিত সেই ঘরের স্থানেই বর্তমান মরহুম এডভোকেট নঈম উদ্দিন সাহেবের বাসস্থান।

১৯১১ সালেই মহড়া এলাকার কাছাকাছি পোস্ট মর্টেম ঘরের উত্তর পশ্চিম কোণের যদুনাথ ভট্টাচার্যের পতিত

ভূমিতে ক্লাবের সদস্যগণ ৩৫০ আসনের একটি রঙ্গালয় এবং প্রসেনিয়াম থিয়েটার আঙ্গিকের একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করে (সেটেলমেন্ট রেকর্ডে ক্লাবের নামে এই ভূমি স্বত্বের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি, সম্ভবত ক্লাব কর্তৃপক্ষ মৌখিক অনুমতি অথবা ভাড়ার ভিত্তিতে এই ভূমি স্বত্ব দখল করেছিলেন)। ১৯১১ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত রঙ্গমঞ্চ এবং ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত ক্লাব এই ভূমিতেই অবস্থান করে।

করোনেশন সমষ্টি করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে ১৯১১ সালে। অপর পক্ষও বসে থাকলো না, তারা পরের বৎসরই ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠা করলো টাঙ্গাইল ক্লাব। টাঙ্গাইল ক্লাব সমষ্টির সাথে ইংরেজ সাহেবদের যেমন সক্ষতা ছিল তেমনি জমিদারদের অনেকেই সদয় ছিলেন, ফলে ক্লাব প্রতিষ্ঠার ভূমি পেতে যেমন বেগ পেতে হয়নি, তেমনি তাদের কর্মকাণ্ডেও অথের অভাব হয়নি। তবুও তারা নিজেদের রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করেনি, তারা নাটক মঞ্চায়ন করতো বিন্দুবাসিনী স্কুলের দক্ষিণের দুটো চারচালা ঘরকে জোড়া দিয়ে।

সে সময়ে ছিল তরুণদের মাঝে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা এক পক্ষ একটি নাটক মঞ্চায়ন করলে আরেক পক্ষ আরেকটি নাটক মঞ্চায়ন করে তার জবাব দিত। সেকালের নতুন এই শহরের মানুষ গুলো ক্লাব দুটোর প্রতিযোগিতার মাঝেই পেতে নিজেদের বিনোদন। বেশ কিছু কাল আগে থেকেই ক্লাব অবশ্য আরেকটি ছিল, যার নাম ছিল ‘ইংলিশ ক্লাব’ এর অবস্থান ছিল বর্তমান পৌর উদ্যানের উত্তর পাশে বর্তমান এডিশনাল এসপি’র বাসভবন মনিপুরী আদলের টিনসেড গৃহ, যার সামনের সিড়ির নিচে এখনো ক্লাবের নাম লেখা রয়েছে। ইংলিশ ক্লাব থাকলেও সে দেশীদের জন্যে নয়, সে ক্লাবে প্রবেশাধিকারও সংরক্ষিত ছিল শুধু ইংরেজদের জন্যেই। ইংলিশ ক্লাবের কোন নান্দনিক কর্মকাণ্ডও ছিল না।

করোনেশন ছিল বিশাল সমষ্টির কর্মঠ ও নিবেদিত সাংস্কৃতিক কর্মীদের প্রতিষ্ঠান। সমষ্টিটি বড় ছিল বলেই সদস্যদের নিজেদের শ্রমে তারা করোনেশন পার্ক গড়ে তুলতে পেরেছিল। নদীর পারের এই ভূমিটি তখন নিচু এবং পতিত। এক বর্গমাইলের এই এলাকাটিকে তারা সংস্কার করে চারদিক দিয়ে উঁচু বাঁধ নির্মাণ করে বাঁধের ওপর দিয়ে দুর্লভ প্রজাতির অসংখ্য গাছ বুনে দিয়েছিল (যেসব গাছের কিছু কিছু এখনও পার্কের চার পাশে জীবিত), ভিন্ন মতে বলা হয়ে থাকে গাছগুলো রোপণ করেছিলেন একজন ইংরেজ এস ডি ও সাহেব।

তখন এই পার্কের উত্তর অংশ (বর্তমান স্টেডিয়াম এলাকা) ছিল চাষযোগ্য ভূমি, দক্ষিণ অংশে খেলার মাঠ। ভূমির মালিক ছিলেন সন্তোষের জমিদার প্রমথ নাথ রায় চৌধুরী। করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের সদস্যরা ১৯১১ সালেই পাঁচআনীর এই জমিদার এর কাছ থেকে মৌখিক অনুমতির স্বত্বে স্বত্বদখল করে নামকরণ করেন করোনেশন পার্ক। পরবর্তী কয়েক বৎসর এই ভূমির দেখাশোনা ও ফসলের আয় করোনেশন কর্তৃপক্ষই গ্রহণ করতো। কিন্তু সে বেশিদিনের জন্যে নয়। করোনেশন পার্কের ভূমি স্বত্বাধিকারী জমিদার প্রমথ রায় ১৯১২ সালের দিলীতে রাজা ৫ম জর্জের দরবারে রাজা উপাধী লাভের পর স্থানীয় সরকারি আমলাদের সাথে তার যোগসাজশ বেড়ে যায়। পরবর্তী সময়ে ১৯১৮ সালে তিনি এই ভূমি জনগণের জন্যে ওয়াকফো করে টাঙ্গাইল ক্লাবকে মুতুয়ালী করেন।

টাঙ্গাইল ক্লাব এক দশকের মধ্যেই ক্রীড়াঙ্গনে প্রবেশ করে করোনেশনের সাথে নাট্যপ্রতিযোগিতা থেকে সরে গেল। এই সময়ের মধ্যেই টাঙ্গাইল ক্লাবে সরকারী আমলাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়েছে। টাঙ্গাইলে এ সময়ে বেশ কিছু বাঙ্গালী জুনিয়র ম্যাজিস্ট্রেট, সহকারী মুন্সেফ এবং পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন যারা ইংলিশ ক্লাবে প্রবেশ করতে পারতেন না, তারা টাঙ্গাইল ক্লাবের সাথে যুক্ত হয়েছেন। ক্রীড়াঙ্গনে টাঙ্গাইল ক্লাব বেশ ভাল করলো বটে কিন্তু অল্পদিনেই আমলাদের ক্লাবে রূপান্তরিত হলো।

করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব কারা বানিয়েছিল সে বিষয়ে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায়নি। ১৯১১ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত সময়ে যারা এই ক্লাবের সাথে জড়িত ছিলেন তাঁদের বিষয়ে অকাট্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। শ্রী খগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস ১৯২৯ সালে করোনেশনের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন, ক্লাবে এসে তিনি যাদের পেয়েছিলেন তারা ছিলেন— ১. জোগেশ মজুমদার (তৎকালীন সময়ে ইনি কৌতুক অভিনয়ের জন্য যথেষ্ট নাম করেছিলেন), ২. ডা. দুর্গানাথ চক্রবর্তী, ৩. নবনী কান্ত বোস, ৪. কামেনী নিয়োগী, ৫. তরনী বাগচী, ৬. জোগেশ চক্রবর্তী (সুদূলাপুর), ৭. কানাই সরকার, ৮. সমরেন্দ্র নাথ ভূইঞা (শিবপুর) ৯. পূর্ণ চক্রবর্তী। খগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস যাদের পেয়েছিলেন

তাদের অনেকেই তারচেয়েও বয়সে প্রবীন ছিলেন, কিন্তু তাদের মাঝে ক্লাব প্রতিষ্ঠায় কে কে জড়িত ছিলেন এমন কিছু স্পষ্ট করে তিনি বলতে পারেন নি।

টাঙ্গাইলের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্য কিছু নাট্য গ্রন্থে কাটাকুটি এবং নির্দেশকের অতিরিক্ত নির্দেশনা লিপিবদ্ধ দেখে মঞ্চায়ন হয়েছিল এমনটি মনে করা হয়েছে। মোমেনশাহী স্যাটেলাইট অফিসে ১৯৪০ পূর্ব নাটক মঞ্চায়নের অনুমোদন রেকর্ড খাতাটি না পেলেও সেশনের জন্যে জমাকৃত বৈশিষ্ট্য কিছু গ্রন্থ প্রাপ্তি থেকে বৈশিষ্ট্য কিছু নাটকের নাম পেয়েছি, যেগুলো ১৯১০ থেকে ১৯২৪ সময় কালে টাঙ্গাইলে মঞ্চায়ন হয়েছে—, অশ্রুমাতা/ জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, আবু হাসেন (গীতি নাট্য)/ গিরিশ ঘোষ, চাঁদ বিবি/ ক্ষীরোদা প্রসাদ, জনা/ গিরিশ ঘোষ, প্রতারাণা/ ডি এল রায়, ম্যাকবেথ/ গিরিশ ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র/ গিরিশ ঘোষ, হারানিধি/ গিরিশ ঘোষ, গোবরা/ গিরিশ ঘোষ, হিতে বিপরীত/ জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, হীরক চূর্ণ/ অমৃত লাল বসু, রত্ন বৌদি/ আম্র কানন/ অতুল কৃষ্ণ মিত্র, সোহরাব রুস্তম/ ডি এল রায়, সীতা/ ডি এল রায়, সিংহল বিজয়/ ডি এল রায়, বেদৌরা/ ক্ষীরোদা প্রসাদ, সিরাজদৌলা/ গিরিশ ঘোষ, কুরুক্ষেত্র/ নবীন চন্দ্র সেন। এমন কিছু নাম প্রাপ্তি রয়েছে যে গুলো থিয়েটার আঙ্গিক না যাত্রা আঙ্গিকে মঞ্চায়ন হয়েছিল স্পষ্ট নয়— গৃহ লক্ষী, দেবলা দেবী, পাণ্ডব কৌরব, অহলা বাঈ, বঙ্গবর্গী, পার্থসারথী ও কর্ণাজুন। নাটকগুলো টাঙ্গাইলে মঞ্চায়ন হয়েছে সত্য, কিন্তু কারা মঞ্চায়ন করেছে সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

খগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কিছুদিন আগেও আমাদের সাথে ছিলেন, ১৯৯৪ সালেও আমি তার কাছে ব্ল্যাকভার্স নাটকের ক্লাস করেছি। তিনি খুব ছোট বেলা থেকে নাটক করলেও ১৯২৯ সালেই প্রথম করোনেশন রঙ্গমঞ্চ গিরিশ ঘোষের প্রফুল নাটকে অভিনয় করেন। কিছুদিন অনুপস্থিতি ছাড়া তখন থেকেই তিনি করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের সাথে জড়িত। তার অভিনীত নাটকের সংখ্যা শতাধিক। তিনি বৈশিষ্ট্য নাটক পরিচালনাও করেছেন। শ্রী খগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস তখন থেকেই একজন শক্তিশালী সুদর্শন অভিনেতা হিসেবে খ্যাত। আমি তার সাথে বৈশিষ্ট্য কয়েকটি নাটকে অভিনয় করেছি, দেবদাস, পি ডারিউ ডি, কঙ্কাবতীর ঘাট, পাহাড়ী ফুল, দীপান্তর, মিশরকুমারী, সাহেব বিবি গোলাম ইত্যাদি নাটকগুলোতে। তিনি শতাধিক নাটকে অভিনয় করেছেন তন্মধ্যে ত্রিশটিরও বেশি নাটক তিনি পরিচালনা করেছেন। তিনি সর্বশেষ অভিনয় করতেন মিশরকুমারী নাটকে।

যদুনাথ ভট্টাচার্য্যর যে ভূমিতে করোনেশন নাট্য মন্দির স্থাপিত হয়েছিল, তার খুব কাছেই দ্বারকানাথ হাসপাতালের পোস্টমর্টমের ঘর নির্মিত হয়, সে কারণে এলাকাটি অত্যন্ত নির্জন এলাকায় পরিণত হয়েছিল। ১৯২৪ থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে এই নাট্য মন্দিরের সিন-সিনারী ও আসবাবপত্র ও আলোক সম্প্রদায়ের বিশেষ কিছু কেরোসিন লণ্ঠন বৈশিষ্ট্য কয়েকবার চুরি হয়ে যায়, তদুপরি পোস্টমর্টমের ঘর নির্মাণ করায়, সাধারণ দর্শক বিশেষত নারী দর্শক ভীতির কারণে করোনেশন রঙ্গ মঞ্চ থেকে বিমুখ হয়েছিল।

বিপর্যয়ের আরেকটি কারণ ছিল নবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের সিনেমা হল স্থাপন। তিনি ১৯৩৩ সালের ২৪ শে আগস্ট টাঙ্গাইলের জাহাজ ঘাটের কাছে মানদায়িনী নামে একটি সিনেমা হল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খগেন বিশ্বাস ও যীতেন ভৌমিক বলেছেন, ‘আসলে ত্রিশ দশকের মাঝামাঝি এসে করোনেশন পুরোপুরিই নির্লিপ্ত হয়ে পরেছিল। যতীন ভৌমিক বলেন ক্লাবের অস্তিত্ব যখন বিপন্ন ঠিক সে সময়েই ত্রান কর্তার মত এসে ক্লাবের হাল ধরেছিলেন অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ। তিনি ছিলেন সেকালের টাঙ্গাইলে প্রথিতযশা আইনজীবী ও নিবেদিত সমাজ কর্মী। অমরেন্দ্র নাথের প্রচেষ্টাতেই ক্লাব আবার ঘুরে দাড়াতে পারল। বিন্দু বাসিনী স্কুলের অস্থায়ী মঞ্চ ১৯৩৮/৩৯ (আমার পূর্ববর্তী রচনায় তারিখটি ভুল রয়েছে) সালে ক্ষীরোদা প্রসাদ বিরোচিত গীতি কাব্যনাটক ‘আলীবাবা চলিশ চোর’ মঞ্চায়ন হলে ক্লাব আবার জমে উঠলো। এ সময়েই বৈশিষ্ট্য কয়েকজন মুসলিম সদস্য করোনেশনে যোগ দিলেন, তাদের মাঝে অন্যতম ছিলেন ধলাপাড়ার আমির উদ্দিন চৌধুরী, গোলাম সরোয়ার, আসির উদ্দিন মোক্তার, এরশাদ আলী এ্যাডভোকেট।

অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় ছিলেন ছয় আনী তরফের এস্টেট ল ইয়ার তদুপরি ছয়-আইনীর তৎকালীন ম্যানেজার মনমোহন নিয়োগীর সাথে ছিল তার গভীর সখ্যতা। তিনি মনমোহন কে করোনেশনের সাথে যুক্ত করতে পেরেছিলেন। পরের বৎসর আরেকটি নাটক মঞ্চায়ন হলো গিরিশ ঘোষের ‘জনা’। এ নাটকটিও আলোড়িত করলো।

যেহেতু টাঙ্গাইল ক্লাব রাজা মন্থা রায়ের অনুগ্রহ লাভ করে, সেহেতু করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব ছয়আনীর জমিদার হেমেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরীর আনুকূল্য লাভ করলো। এই আনুকূল্যের সুযোগেই মনোমোহন নিয়োগী ও অমরেন্দ্র নাথের চেষ্টায় হেমেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরীর কাছ থেকে দানস্বত্বে করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব বর্তমান ক্লাব ভূমির স্বত্ব লাভ করে।

রঙ্গালয় স্থানান্তরিত হয়েছিল খুবই দ্রুত। কিন্তু এর উদ্বোধন হয়েছিল কখন এবং কি নাটক দিয়ে এ বিষয়ে ঐকমত্যের তথ্য পাওয়া যায়নি। যদিও আমি প্রাচীন কিছু ব্যক্তির দেয় তথ্য অনুসারে পূর্ববর্তী রচনায় লিখেছিলাম নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছিল ১৯৩৬ সালে, উল্লেখটি ভুল ছিল। সমর্থিত তথ্যে বলা হয়েছে ৩৯ সালেও ক্লাব নিজেদের মধ্যে নাটক করেনি, নাটক করেছে বিন্দুবাসিনী স্কুল মধ্যে। প্রাচীনেরা একটি বিষয়ে সমর্থন করেছেন ক্লাব গৃহ নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে ১৯৪৪ সালে, তার কয়েক বৎসর আগে রঙ্গালয় নির্মাণ বা স্থানান্তর সমাপ্ত হয়। কয়েক বৎসর বলতে আমরা ধরে নিতে পারি ৩৯ থেকে ৪২ সময় কালের কোন একদিন, কিন্তু জয়নুল আবেদীন ওরফে তুলা মোজার সাহেব যিনি পঞ্চাশ দশকে বেশ কয়েকবার করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছেন, তিনি আমাকে বলেছেন টাঙ্গাইলে ১৯৪২ বা ৪৩ সালে ছয়আনী বাজার, পাঁচআনী বাজার, তুলাপট্টি, হালইপট্টিসহ শ্যামাপদ খাল পার পর্যন্ত বিশাল এলাকা ভয়াবহ এক অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়েছিল, তার মতে করোনেশন রঙ্গালয়ের নির্মাণ সে সময়ে সমাপ্ত হয়নি। স্বর্গীয় অজিত হোম বাবু আমাকে বলেছেন, অগ্নিকাণ্ডের সময় ক্লাবগৃহ ছিল, আগুন খাল পার হয়ে এ পারে আসেনি। আমরা ধরে নিতে পারি ক্লাবের রঙ্গালয়ের নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছিল ৩৬ থেকে ৪৩ এর কোন এক সময়।

রঙ্গালয় নির্মাণ হলেও ক্লাব গৃহ নির্মাণ করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল, কারণ পূর্ববর্তী স্থানে ক্লাবের জন্যে পৃথক কোন গৃহ ছিল না। ক্লাব গৃহ নির্মাণের জন্যে এ সময়ে ক্লাব সদস্য আমার চৌধুরী প্রয়োজনীয় সমস্ত কাঠই জোগান দিয়েছিলেন। অমর ঘোষ এ সময়ে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন, তিনি দোতলা ক্লাবগৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয় অর্থ জোগান দিয়েছিলেন, তাকে বিশেষ ভাবে সহযোগীতা করেছিলেন সুধাংসু বাবু, লালমোহন ভট্টাচার্যী, গঙ্গাধর পোদ্দার, নিকুঞ্জ বিহারী সাহা, কুলদা চক্রবর্তী, এ্যাডভোকেট সুধীর রায়।

অমরেন্দ্র ঘোষ মহাশয় ক্লাব গৃহের নির্মাণ সমাপ্তি দেখে যেতে পারেন নি, সমাপ্তির কিছু দিন আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার গুণগ্রাহী ক্লাব সদস্যগণ তার স্মৃতি রক্ষার্থে ক্লাবের নিচের তলার একটি কক্ষের নামকরণ করেন ‘অমর স্মৃতি কক্ষ’। ক্লাবের নিচের তলায় ছিল তিনটি কক্ষ, পশ্চিমের কক্ষটি ভাড়া দেয়া হয়েছিল। তার পূর্বে ছিল ছোট একটি অফিস কক্ষ। তার পূর্ব পাশে ছিল সদস্যদের বসবার ঘর, এই ঘরটিরই নাম করণ হয়েছিল ‘অমর স্মৃতি কক্ষ’। কাঠের পাটাতন দেয়া উপরে ছিল দুটি কক্ষ, চৌকি ও ফরাস বিছানো ঘর দুটোতে নাটকের মহড়া হোত, অবসর সময়ে সদস্যরা তাস খেলতেন।

পুরোনো সেই রঙ্গালয় গৃহটি আমি দেখেছি, সে ছিল টিনের চার চালা একটি ঘর, ঘরের বেড়াও ছিল টিনের। আনুমানিক ৮৪ ফুট লম্বা ৩৭ ফুট পাশের কক্ষ। পূর্ব পাশে ছিল কাঠের দোতলা, উত্তর পূর্ব কোণে উপরে উঠবার সিঁড়ি। রঙ্গ মঞ্চ ছিল কক্ষের পশ্চিম পাশে, ২৬ ফুট মুখে ৩২ ফুট গভীরে। প্রসেনিয়াম ছিল, ছিল প্রয়োজনীয় কার্টেন, চর্যার বেড়ার সিলিং।

মোমেনশাহীর ব্যবসায়ী কালিকিংকর কর, রঙ্গমঞ্চ ভাড়া নেবার প্রস্তাব পাঠায়, ক্লাব কর্তৃপক্ষ বৎসরে ১২ দিন ক্লাবের নাটকের জন্যে ভাড়া সহ রঙ্গালয় ছেড়ে দিতে হবে শর্তসাপেক্ষে সম্মত হয়। রঙ্গালয়ের পূর্ব পাশে প্রজেক্সন রুম করে করোনেশন নাট্য মন্দির ‘কালী সিনেমা’ হলে রূপান্তরিত হয়।

সিনেমা হল মানেই একটি জেনারেটরের উপস্থিতি, আর এ কারণেই সিডি ক্লাবের নাটকে পুরোনো গ্যাস লাইট ও ডে লাইটের পরিবর্তে বিদ্যুতের আলো যুক্ত হলো। সিডিসির এই অগ্রগতি নাটক মঞ্চায়নের মানকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দিল। ক্লাবের নতুন রঙ্গালয়ে এ সময়ে এক এক করে বেশ কয়েকটি নাটক মঞ্চায়ন হলো। এ সকল নাটকে টাঙ্গাইলের প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় কালু খাঁ অভিনেতা হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। ৪৪ এর পর থেকেই তারুণ্য সংকটে করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব আবার বিমিয়ে পরে।

এ সময়ে দেশজুড়ে চলছিল স্বদেশী আন্দোলন। দ্বিতীয় মহাসমরের ভীতি আর নেতাজির আজাদ-হিন্দ এর ডামাডোলে টাঙ্গাইলের নাট্য জগৎটা কেমন যেন ঢিলে ঢালা হয়ে গেল। এমনি এমনি প্রায় অর্ধ দশক কেটে গেল, তার পর কালিহাতীর মতিন সাহেব, অর্জুনার হায়দার আলী, খগেন বিশ্বাস, আখতারুজ্জামান লেবু, চয়ন (আছির মোক্তার সাহেবের পুত্র), মহেন্দ্রপাল, সন্তোসের মাস্টিন উদ্দিন, রাজাফৈরের বন্ধু মুনশীগণ আবার সক্রিয় হলেন। টাঙ্গাইলে আবার নাটক শুরু হলো। নাটক শুরু হলেও সে সব নাটকের সবই যেমন করোনেশনের নয়, তেমনি সব নাটক করোনেশন রঙ্গমঞ্চে মঞ্চায়নও হয়নি।

এ সময়ে ইয়ং ম্যান ক্রিস্চান এ্যাসোসিয়েসন নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, প্রতিষ্ঠানটি মূলত ক্রীড়ামুখি হলেও তারা কয়েকটি নাটকও করেছিল, তাদের কয়েকটি নাটক প্রশংসিতও হয়েছিল। তাদের প্রসঙ্গে এর বেশি কিছু জানা যায়নি।

দেখতে দেখতে দেশ স্বাধীন হয়ে গেল, বৃটিশরা চলে গেছে, পাঞ্জাবীরা এসে জেঁকে বসলো। ও দিকে ক্লাব শূণ্যকরে বেশ কিছু হিন্দু সদস্য পশ্চিম বঙ্গে চলে গেলেন। বেশ কয়েক বৎসর ক্লাব নিজের কোন নাটক করতে পারেনি। নিজেরা না পারলেও সিনেমা হল কর্তৃপক্ষের কাছে ক্লাবের প্রাপ্য বৎসরের সর্ব মোট ১২ দিন তারা অন্য প্রতিষ্ঠানকে বরাদ্দ দিত, আর এ কারণেই টাঙ্গাইলের নাটক থেমে থাকলো না। তরুণদের কয়েকটি নতুন সমষ্টি গঠিত হলো, শহর কেন্দ্রেই আখতারুজ্জামান লেবু মিঞাকে কেন্দ্র করে একটি সমষ্টি গঠিত হয়েছিল। এই সমষ্টি বেশ কয়েকটি ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক করলো। তারা যেমন করোনেশন রঙ্গ মঞ্চে নাটক করেছে তেমনি বিন্দু বাসিনীর জোড়া ঘরেও নাটক মঞ্চায়ন করলো। তাদের নাটকেই প্রথম কালিহাতীর মতিন অভিনয় করলেন, তার অভিনীত সিরাজদ্দৌলা ও টিপুসুলতানের স্মৃতি অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী টাঙ্গাইলকে অভিভূত করে রেখেছিল। এ সময়েই সন্তোসের মাস্টিন মাস্টার ডি এল রায়ের শাজাহান নাটকের নাম ভূমিকায় অভিনয় করে টাঙ্গাইলের ইতিহাসে অমর হয়ে রইলেন।

৪৮/৪৯ সালে প্রখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব পঞ্চজ মলিকের নেতৃত্বে ‘ফ্যাকাশে সম্মিলন’ নামে একটি সমষ্টি গড়ে উঠেছিল। তাদের ক্লাবগৃহ ছিল আজকের নাট্য বিতানের কক্ষে। পঞ্চজ মলিক ছিলেন অসাধারণ একজন অভিনেতা, নাট্য বোদ্ধা এবং নাট্য পরিচালক। একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করি, ১৯৬৫ সালে করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের প্রয়োজনায় আমরা একটি নাটক করলাম, জলধর চট্টোপাধ্যায়ের ‘পি ডাব্লিউ ডি’। নাটকটির মূল ভূমিকায় সেন সাহেবের চরিত্রে ক্লাবের বিশিষ্ট অভিনেতা শ্রী বীরেন্দ্র নাথ সাহা অভিনয় করেছেন। নাটক ভাল হয়েছে, বীরেন সাহা অভিনয়ে আমরা সকলেই উচ্ছসিত, তার প্রশংসায় আমরা পঞ্চমুখ, ঠিক এ সময়েই একজন কুঁজো বৃদ্ধ হাতের লাঠি ঠুক ঠুক করে আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হলেন, তিনি সোজা বীরেন সাহার সামনে যেয়ে মুখোমুখি দাঁড়ালেন, তার দাঁত নেই থ থ করে কথা বলেন, তিনি একটু রাগত স্বরেই বললেন, ‘তুই এই ডা কি করলি বীরেন, তুই তো পঞ্চজের পায়ের কাছেও যাবার পারলি না’। বীরেন দা হোচট খেয়ে সামলে নিয়ে বললেন, ‘কাকা! কোথায় পঞ্চজ দা আর কোথায় আমি, আশীর্বাদ করেন কালকের শোতে যেন পঞ্চজদার পায়ের কাছে যেতে পারি।’ পরে ভানু দার (ভানু চন্দ্র চন্দ) কাছে শুনেছি, পঞ্চজ মলিক সত্যিকার অর্থেই ছিলেন বড় মাপের অভিনেতা। অবিনাশ চন্দ্র দে, হায়দার আলী, যতীন তালুকদার, পঞ্চজ ভট্টাচার্য, বিশ্ব নাথ ব্যানার্জি, নগেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জি (প্রখ্যাত সেতার বাদক বিন্দুবাসিনী স্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক), দেবেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, নির্মল মজুমদার, লুৎফর রহমান বাচ্চু মিঞা, দুর্গেশ তলাপাত্র, ছানা সেন, পদা ব্যানার্জি, ভানু চন্দ্র, পানু নাগ, অপারেশন চক্রবর্তী, মহেন্দ্রপাল, গোলাম মোক্তার, কার্তিক বসাক, এরা সকলেই ছিলেন পঞ্চজ মলিকের বৃণ্ডের নাট্য কর্মী। বিখ্যাত একজন নৃত্য গুরু ভূবেন্দ্রের ব্রেভাও ছিলেন পঞ্চজ মলিকের সাথে। পঞ্চজ মলিক ৫৩ সালে কলকাতায় চলে যান, সেখানে তিনি নাট্য পরিচালক এবং চলচ্চিত্রকার হিসেবে সুনাম অর্জন করেন।

এর পরের ইতিহাস আরো উজ্জ্বল, সে সময়ে নাটকের এক মহা দিকপাল এসে টাঙ্গাইলের নাটকের হাল ধরলেন, তিনি সর্ব কালের শ্রেষ্ঠ নট সৈয়দ নূরুল হুদা। তাকে বৃত্ত করে তরুণ প্রজন্মের একটি বিশাল সমষ্টি গড়ে উঠেছিল, সেই বৃত্তে ছিলেন বদিউজ্জামান খান, রাইজ মিঞা, ভঙ্গু মিঞা, মোহাম্মদ আলী, বীরেন্দ্র নাথ সাহা, মধু পাল, গিনি মিঞা, অজিত হোম, ফনি মিত্র, আব্দুর রহমান, অবিনাশ দাস, ঈমান আলী, বিজয় চৌধুরী, নানু খাঁ, খাজা মিঞা,

চান মোহন দাস, রবি সাহা, রবি ঘোষ, যতীন মুখার্জি, গনেশ কর্মকার, রবি সরকার, এ ছাড়াও ফ্যাকাশে সম্মিলনী ছেড়ে চলে এসে ছিলেন ভানু চন্দ, পানু নাগ, অপরেশ চক্রবর্তী। এই সমষ্টিতে অভিনেত্রী নাহলেও কয়েকজন নারী নৃত্য শিল্পি ছিলেন, তাদের মাঝে থানা পাড়ার ছায়া মায়া দুই ভগ্নি ছিলেন অন্যতম। এ সময়ে উপমহাদেশের একজন শ্রেষ্ঠতম টপ্পা গানের শিল্পি নিবেদিতা সেন টাঙ্গাইলের মন্ডল বাড়ীর বধূ হয়ে এলেন, তিনিও যোগ দিয়েছিলেন এই সমষ্টির সাথে।

১৯৪৯ সালের কথা, শিবনাথ স্কুলের পূর্ব পাশে পল্লী পরিবারের স্থাপিত ‘মুসলিম হোস্টেল’ (বর্তমানের মেয়েদের শিশু সদন) নামে দাতব্য ছাত্রাবাসের মাঠে (মতান্তরে হল রুমে) মঞ্চস্থ হলো নাটক ‘কায়দেআযম’, এই নাটকের রত্নাবাঈ চরিত্রে অভিনয় করলেন শেফালী বেগম। তিনিই পূর্ব বাঙ্গলার মুসলিম পরিবারের প্রথম নারী শিল্পি যিনি নাটকে চরিত্রাভিনয় করলেন। নাটকটিতে কায়দে আযমের চরিত্রে অভিনয় করে জামান সাহেব প্রশংসা অর্জন করেন। পরবর্তীতে মুসলিম ইন্সটিটিউট (থানার পশ্চিম পাশে) মাঠে ও করোনেশন রঙ্গ মঞ্চে আরো কয়েকটি প্রদর্শনী হয়।

এর কিছু দিন পরেই আমরা আরেকজন মুসলিম নারী নাট্য শিল্পিকে পেলাম, তিনি লাউহাটির জাঙ্গালিয়ার লিলি চৌধুরী, যিনি পরবর্তীতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন বাংলা নাটকের দিকপাল মুনির চৌধুরীর সাথে।

সৈয়দ নূরুল হুদা নতুন আঙ্গিকে সামস্টিক অভিনয় মানের কয়েকটি নাটক টাঙ্গাইলের দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করলেন এবং টাঙ্গাইল জয় করলেন। শুধু তাই নয়, তারুণ্য সংকটে পতিত হয়ে নির্জিব হলেও নাক উচু করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব, যারা নিজেদের ছাড়া আর কারুর নাটককে নাটক বলেই স্বীকৃতি দেয়নি, তারাও হার স্বীকার করলো এবং সৈয়দ নূরুল হুদা সহ তার সমষ্টির বেশ কয়েকজনকে সদস্য করে নিল, পর্যায়ক্রমে করোনেশনে সদস্য হলো তার সমষ্টির সকলেই। তরুণ সমষ্টির কর্ম উদ্যোগে ক্লাব আবার সরব হয়ে উঠলো।

করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব পৌরাণিক দুটো নাটক করলো একটি ‘পার্থসারথী’ অপরটি ‘কুরুক্ষেত্র’ এ দুটি নাটক পরিচালনা করেছিলেন খগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস। অনেক পরের কথা তখন আমি খগেন্দ্র নাথ বিশ্বাসের কাছে ব্ল্যাক্ ভার্শ নাটকের ক্লাস করতাম, তিনি একদিন উপমা হিসেবে বললেন, ‘হুদা পার্থসারথীর শ্রী কৃষ্ণের ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেছিল, ব্ল্যাক্ভার্শে তার প্রথম নাটক হলেও তার সংলাপ উচ্চরণ এবং চরাই-উত্থরাইয়ের উঠানামা ছিল নির্ভুল উচ্চারণের। এ দুটো নাটক থেকেই খগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস নাটক পরিচালনা থেকে অবসর নিয়ে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন সৈয়দ নূরুল হুদার হাতে। তিনি নূরুল হুদার পরিচালনায় পরবর্তীতে অনেক গুলো নাটকে অভিনয় করলেও আর কখনোই পরিচালনা করেন নি। বিভিন্ন সময়ে খগেন্দ্রের কথা শুনে আমার মনে হয়েছে তিনি গুপ্তদজীর শ্রী কৃষ্ণের ভূমিকায় অভিভূত হয়েই নতুনের জন্যে স্থান ছেড়ে দিয়েছিলেন।

নূরুল হুদা পরবর্তী কয়েক বৎসরে কি এবং কটি নাটক করেছিলেন তার লিখিত তথ্য ক্লাবে যেমন নথিভুক্ত নেই তেমনি তার বৃত্তের কারুর স্মৃতি থেকেও ধারাবাহিক ভাবে পাওয়া যায়নি। ১৯৬৫ সালে আমি যখন গুপ্তদ নূরুল হুদার ছাত্র হিসেবে সান্নিধ্য পেলাম সে সময়ের কোন একদিন আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, করোনেশনের কুরুক্ষেত্রের পর তিনি কি কি নাটক করেছিলেন, তিনি কবে কোন নাটক করেছেন গুছিয়ে না বলতে পারলেও কয়েকটি নাটকের কথা বলেছিলেন, নাটক করেছিলেন শচীন সেনের সিরাজদৌলা, শরৎ চন্দ্রের রমা, গিরিশ ঘোষের প্রফুল এবং শচীন সেনের নাট্যরূপ দেয়া শরৎ চন্দ্রের পথের দাবি। তিনি বলেন ৪৪ থেকে ৫৬ সময় কালে ক্লাবের নাটক নিয়মিত ছিল না, অর্থ সংকটের কারণে বেশ কয়েক বৎসর ক্লাব কতৃপক্ষ নাটক প্রযোজনা করতে পারেনি।

এ সময়ে একটি ক্রীড়া সংগঠন ছিল ‘উল্লা’। ক্রীড়া সংগঠন হলেও উল্লা বেশ কয়েকটি নাটক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চায়ন করেছিল। কারা এই প্রতিষ্ঠানটির সাথে জড়িত ছিল তাদের নাম পাওয়া যায়নি।

এর কিছুদিন পরেই তোফাজ্জল হোসেন মুকুলের নেতৃত্বে আরেকটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছিল ‘অক্ষুর মজলিশ’। এরাও দিঘুলিয়ায় কয়েকটি নাটক করেছিল, করোনেশন রঙ্গ মঞ্চেও তাদের মঞ্চায়ন ছিল। প্রতিষ্ঠানটির

অধিকাংশ কলা কুশীলব ছিলেন হিন্দু কমিউনিটির। তারা অধিকাংশই দেশ ছেড়ে ছিল। পরবর্তীতে ভাষা আন্দোলন তীব্রতর হলে ‘৫০ সালের আগেই প্রতিষ্ঠানটি ভেঙ্গে যায়। তোফাজ্জল হোসেন মুকুল আমাকে অনেক তথ্য দিয়েছেন, কিন্তু তিনি তার নিজের এই সংগঠনটি সম্বন্ধে কোন তথ্য দেননি, সংগঠনটি সম্পর্কে অতি সম্প্রতি আমাকে উপরের তথ্যটুকু দিয়েছেন ফজলুর রহমান খান ফারুক, তিনি সে সময়ে বালক বয়সের ছিলেন নিজে দেখেননি, তবে তিনি তার জ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে শুনেছিলেন।

এরই মাঝে বাংলা ভাষা আদায়ের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক এক মহাজাগরণ ঘটলো, সেই জাগরণের উত্তাল ঢেউ এসে বাঙ্গালী চেতনার সংকীর্ণতাকে ভাসিয়ে নিল, নান্দনিকতার স্রোতধারায় এলো নাব্যতা, হাজার বৎসরের ইতিহাসে প্রথম বারের মত বাঙ্গালী চেতনায় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাহত হলো, যার প্রকাশ ঘটলো নন্দনকলার উপস্থাপনায়। হাটে মাঠে রাজপথে আগুন ঝরলো শিল্পী কণ্ঠের গণসংগীতে। সে সময়ে সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সৈয়দ নূরুল হুদা, বদিউজ্জামান খান, রাইজ মিয়া, আব্দুর রহমান, হাতেম তালুকদার, আফাজ উদ্দিন ফকির ও হাফিজ উদ্দিন প্রমুখ। শিল্পীদের যে কজনের নাম পাওয়া গেছে তাদের মাঝে ছিলেন জমিদার রমেশ ভৌমিক, মোহিনী মোহন চট্টোপাধ্যায়, যতীন মুখার্জি, ঋষিকেশ দাস, কুমুদ রায়, আব্দুল হাই, গনেশ কর্মকার অবশিষ্ট অধিকাংশই ছিল বালক বালিকা বয়সী সমবেত কণ্ঠদানের শিল্পী।

ভাষা আন্দোলনের রেশ থেকেই নতুন আরেকটি সমষ্টির জন্ম হলো ‘প্রগতি মজলিশ’। সেখানে এসে একাত্তর হলেন কাজী সাকেরুল মওলা, শামসুর রহমান খান শাজাহান, হাবিবুর রহমান তারা, আব্দুর রশীদ খান, শামছ উদ্দিন আহমেদ বালু, বীরেন্দ্র নাথ সাহা, মোহাম্মদ আলী মিয়া, প্রিতীষ কুমার নিয়োগী, সামছুল ইসলাম দুদু, তারাপদ দে এবং বদিউজ্জামান খান যাদু ছিলেন অন্যতম। এরা বেশ কয়েকটি জমজমাট বিচিত্রানুষ্ঠান উপহার দিয়ে শহরের লাইম লাইটে চলে এলো। এদের উৎকর্ষ প্রযোজনার মান দেখে নূরুল হুদা সমষ্টির জ্যেষ্ঠগণ সহযোগিতার জন্যে এগিয়ে এলো।

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ইক্কু মিয়া (তিনি ছিলেন সদর রোডের একটি চায়ের দোকানদার) হায়দার আলী নাটকে নাম ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন।

১৯৫৫ সালে প্রখ্যাত মাহফুজ সিদ্দিকী তোতা (প্রখ্যাত ছোট গল্পকার) একটি সমষ্টি গড়ে তুললেন, যে সমষ্টিতে যোগ দিয়েছিলেন আবু কায়সার, বুলবুল খান মাহবুব, নুরু, উৎপল নন্দী, বাদশাহ, অঞ্জলি আধিকারী, তৃপ্তি চক্রবর্তী, মমতা মিত্র, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, প্রতিমা, বেনু সরকার, ফরিদা, ভেটকু, আব্দুর রহমান মন্টু ও ডল। এই সমষ্টি কয়েকটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও ‘সোনার কাঠি’ নাটক মঞ্চায়ন করে চমক সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে তারা আরো দুটো নাটক মঞ্চায়ন করেছিল একটি শচীন সেনের সিরাজদ্দৌলা, অপরটি পলাশীর পরে।

১৯৫৬ সালে টাউন প্রাইমারি স্কুল মাঠে একটি নাটক মঞ্চস্থ হলো যে নাটকটিতে টাঙ্গাইলের তারকা নৃত্যশিল্পী খোদেজা খানম অভিনয় করলেন। নাটকটির নাম কেউ বলতে পারেনি, খোদেজা খানম স্বয়ং অভিনয়ের বিষয়টি স্মরণ করতে পারলেও নাটকটির নাম বলতে পারেননি। তিনি মুসলিম পরিবারের তৃতীয় নারী নাট্যশিল্পী।

১৯৫৬/৫৭ সালে করোনেশন রঙ্গালয়ে বন্যার্তদের সাহায্যার্থে একটি চ্যারিটি নাটক মঞ্চায়ন হলো, নাটকটির নাম ‘কেদার রায়’। নাটকটিতে রত্নার চরিত্রে অভিনয় করলেন হীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী মহশয়ের রূপসী তরুণী কন্যা ‘তৃপ্তি চক্রবর্তী’। তৃপ্তি চক্রবর্তীর অভিনয়ের কারণেই দর্শক উপচে পরেছিল।

১৯৫৬ সালেই বিন্দুবাসিনী স্কুলের স্কাউট টিচার সৈয়দ শহীদ উদ্দিনের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হলো বিদ্যালয়ের নাটক সিরাজদ্দৌলা, নাটকটিতে ভেটকু ও ডলের অভিনয় প্রশংসিত হয়েছিল।

১৯৫৭ সালের কথা, প্রগতি মজলিশ টাঙ্গাইলের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সমন্বয়ে একটি বিচিত্রা অনুষ্ঠানের আয়োজন করলো, এর সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কাজী সাকেরুল মওলা ও মাসুদুর রহমান খান যৌথভাবে পালন করলেন, অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব পালন করলেন শ্রীমতি নিবেদিতা মওলা ও অপরেশ চক্রবর্তী যুক্ত ভাবে। অনুষ্ঠানটির শিরোনাম দেয়া হলো ‘মহা পাবন’ অনুষ্ঠিত হলো করোনেশন মঞ্চে, সেই অনুষ্ঠানে নেচেছিলেন তৃপ্তি নিয়োগী,

অনিতা নিয়োগী, ছায়া ও মায়া দুই ভগ্নি এবং শেষ বারের মত টাঙ্গাইলের অনুষ্ঠানে ভূবনেশ্বর ব্রেভা। টাঙ্গাইলের নন্দন কলার ইতিহাসে অনুষ্ঠানটি স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

১৯৫৭ সালেই টাঙ্গাইলের নান্দনিক মঞ্চের করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব আরেকটি ইতিহাস রচনা করলো। নাটক মঞ্চায়নের ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় এবং করোনেশনের অর্থ সংকটের কারণে কয়েক বৎসর ক্লাবের নিজস্ব নাটক নেই। এ সময়ে দেলদুয়ারের জমিদার গজনবী সাহেবের জামাতা শাহ আল জালাল বিজু মিঞা ক্লাবের একটি নাটক প্রযোজনার দায়িত্ব নিলেন। নাটক নির্বাচন হলো ডঃ নীহার রঞ্জন গুপ্তের 'উল্কা'। ব্যাবস্থাপনা-বদিউজ্জামান খান ও মোহাম্মদ আলী মিঞা, পরিচালক সৈয়দ নূরুল হুদা, তিনিই মূলভূমিকা অরুনাংশের চরিত্রে অভিনয় করলেন। সহকারী পরিচালক ছিলেন বাবু বীরেন সাহা। সঙ্গীত পরিচালক ঋষিকেশ পোদ্দার, তার সহকারী ছিলেন কেরু কর্মকার, অপারেশন চক্রবর্তী ও নিবেদিতা মণ্ডল। মঞ্চ পরিকল্পনা ও সজ্জায় ভানুচন্দ্র, পানুনাগ ও নান্নু মিঞা। স্মারক ছিলেন হাবিবুর রহমান তারা ও আব্দুর রশীদ। আলোক সম্পাতে প্রিতিষ কুমার নিয়োগী রুণু। অভিনয়ের জন্যে সারা টাঙ্গাইল থেকে বাছাই করা শিল্পীদের নিয়ে টিম তৈরি করলেন, তাদের মাঝে ছিলেন মীরের বেতকার হাবিবুর রহমান আনাহোলী, অর্জুনার হায়দার আলী, বীরেন সাহা, জংগু মিঞা, অবিনাশ দাস, আশরাফ আলী, সুনীল চন্দ্র দেব, যতীন তালুকদার, সুরেন্দ্র কর্মকারদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী টিম।

করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের এই নাটকটিতেই প্রথম বারের মত নারী চরিত্রে নারী শিল্পিরাই অবতীর্ণ হয়েছিল, নারায়ণগঞ্জ থেকে আনা হয়েছিল মুখ ও মুখোশ চলচ্চিত্রের নায়িকা পূর্ণিমা সেন গুপ্তকে এবং ঢাকার শাঁখারী পট্ট থেকে আনা হয়েছিল গীতা দত্তকে।

নাটকটিতে রূপসজ্জাকরের একটি বিশেষ গুরুত্ব ছিল, নায়ক অরুনাংশের চেহারাকে বিকৃত করা, কারণ চরিত্রটির বাঁ পাশের গালে মাংস নেই, এই পাশ থেকে তার ভিতরের সবগুলো দাঁত দেখা যায়, ঢাকার শাঁখারী পট্টির রূপসজ্জাকর সুরেশ দত্ত মেকাপটি করেছিলেন নিখুঁত ভাবে। অরুনাংশ যখন চুপিসারে মাকে প্রণাম করে ভয় পেয়ে জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে মঞ্চের সামনের অংশে এসে মুখ উন্মুক্ত করে বাঁ পাশ দর্শক মুখো করেছিলেন, ভয়ে আতকে উঠেছিল সমস্ত দর্শক।

আমার তখন ১০ বৎসর বয়স, খালাম্মার সাথে উল্কা দেখতে গিয়েছিলাম, তেমন কিছু মনে থাকার কথা নয়, তবুও মনে আছে রুণু নিয়োগীর অসাধারণ আর্ক লাইটের আলোকে আমি যেন স্পষ্ট দেখলাম অরুনাংশ মাকে প্রণাম করছে, অরুনাংশের চোখ থেকে অশ্রুবিন্দু মায়ের পায়ে পরলো, তিনি নরে উঠলেন, অরুনাংশ কাঁচের জানালা ভেঙে সামনের মঞ্চের এসে দর্শকদের দিকে তাকালেন, আমি ভয়ে খালাম্মাকে জড়িয়ে ধরলাম, খালাম্মা নিজেও ভয় পেয়েছিলেন।

আরেকটি বিষয় মনে আছে দৃশ্যসজ্জা হয়েছিল ডুপেক্স বাড়ির, অরুনাংশের বাবা রাজীব ওপর থেকে বাঁকানো সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলেন। অনেক পরে জেনেছি রাজীব চরিত্রটিতে অভিনয় করেছিলেন হাবিবুর রহমান আনাহোলী। করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব তথা টাঙ্গাইলের ইতিহাসে এই নাটকটিই সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নাটক। বেশ কয়েক রাত্রি মঞ্চায়ন হয়েছিল নাটকটি। সর্ব সাফল্যে নাটকটির ব্যয় হয়েছিল উনিশ হাজার টাকা। ১৯৫৬ সালে সোনার মূল্য ছিল ৭৪ থেকে ৮০ টাকা ভরি, সে সময়ে ১৯ হাজার টাকার সোনা কিনে রাখলে আজ তার মূল্য হোত দেড় কোটি টাকা, উভয় বাংলায় নাটক মঞ্চায়নের ব্যয়ের দিক থেকে উল্কা রেকর্ড করে রেখেছে। টিকিট বিক্রির টাকা থেকে অল্প কিছু টাকা অবশ্য প্রযোজক ফেরৎ পেয়েছিলেন।

সত্যিকার অর্থে উল্কা নাটকটিই করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের মাইলস্টোন। এর পরের বৎসরই আইউবের মার্শাল ল জারি হলো, নাটক ঐ বৎসর আর হোতে পারেনি, কারণ অডিটোরিয়াম এ্যাক্টের সাথে করোনেশন রঙ্গালয়ের বেশ কিছু পার্থক্য ছিল, তদুপরি জীর্ণ হয়ে পরেছিল এর স্থাপত্য, প্রশাসনের নির্দেশে রঙ্গালয় ভেঙে ফেলতে হলো।

ইতোমধ্যে প্রগতি মজলিশের প্রায় সকলকেই করোনেশনের সদস্য পদ দেয়া হয়েছে, কিছু তরুণ প্রজন্মের সাংস্কৃতিক কর্মী রয়ে গেলেন প্রগতি মজলিশেই তাদের সাথে কিছু নতুন এসে যোগ দিলেন। এ সময়েই ফজলুর

রহমান খান ফারুক, বুলবুল খান মহাবুব, আলমুজাহিদ, জওশন খান, বুলবুল ইসলাম, রতন চক্রবর্তী, রতন অধিকারী, অঞ্জলি অধিকারী, শেফালী দাস (আবৃত্তি শিল্পী), স্বদেশ প্রভৃতি শিল্পীগণ সাংস্কৃতিক অংগনে প্রবেশ করলেন। প্রগতি মজলিশ রবীন্দ্র নজরুল জন্ম জয়ন্তী, বসন্তবরণ এবং ১৪ই আগস্টের স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষে বেশ কয়েকটি বিচিত্রানুষ্ঠান করলো।

নতুন করে করোনেশনে রঙ্গালয়ের নির্মাণ কাজ শুরু হয়, সে সময়ে ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন খন্দকার সামসুদ্দোহা (কমরেড সামশু) তিনি নির্মাণ তহবিল সংগ্রহের জন্যে একটি কমিটি গঠন করলেন, সদস্য ছিলেন বিনোদ লাল দে, একিন আলী, জয়নাল আবেদীন (তুলা মোক্তার) এবং বদিউজ্জামান খান। তারা ক্লাব সদস্য সহ বেশ কিছু ধনাঢ্য ব্যক্তির সহযোগিতা কামনা করলেন, সারাও পেলেন। এ সময়ে টাঙ্গাইলের এস ডি ও সাহেব ছিলেন এম এস খান, তিনি বেশ বড় অংকের সহযোগিতা করেছিলেন (ক্লাব কর্তৃপক্ষ তাকে সম্মান সূচক আজীবন সদস্য হিসেবে বরণ করে নেয়, ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত তিনি ক্লাবের ১ নং সদস্য ছিলেন)।

ইতোমধ্যে কালী সিনেমা কর্তৃপক্ষের মালিকানা পরিবর্তন হয়েছিল, নতুন মালিক আজাহার উদ্দিন তালুকদার তিনিও রঙ্গালয় ভাড়া বাবদ বেশ কিছু টাকা অগ্রিম দিলেন। এসডিও সাহেব আজাহার উদ্দিন তালুকদার সাহেবকে বেশ কিছু সহযোগিতা করেছিলেন, কালী সিনেমা হলের লাইসেন্স ছিল ক্যারাবান লাইসেন্স, যা তিন মাস পর পর রিনিউ করতে হোত, তিনি তাকে স্থায়ী লাইসেন্স দিলেন, কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আজাহার উদ্দিন, কালী সিনেমা নাম পাণ্টে এম এস খানের কন্যা রওশনারার নাম অনুসারে হলের নামকরণ করলেন ‘রওশন টকিজ’।

এ সময়ে মনোরঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয় বন্ধ হয়ে যাওয়া তার মানদায়িনী সিনেমা হলের প্রোসেনিয়াম গেটটিসহ হলের সবগুলো আসন ক্লাবকে দান করেন। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ প্রসেনিয়ামের মানদায়িনী নামক ফাউন্ডেশন ষ্টোনটি ক্লাব কর্তৃপক্ষ প্রোসেনিয়ামের সাথেই যুক্ত রাখেন।

হলটি এবার উল্টো করে বানানো হলো, আগে মঞ্চ ছিল পূর্ব পাশে এবার হলো পশ্চিম পাশে, আগে জেনারেটর ও প্রজেকসন ছিল পূর্ব পাশে এবার সেগুলো হলো পশ্চিম পাশে। আগে ছিল টিনের বেড়া টিনের চাল, এবার টিনের চাল হলেও চার পাশে ইটের দেয়াল দেয়া হলো। আগে কাঠের পাটাতনে দোতলা ছিল এবার আর সি সি তে দোতলা হলো। দর্শকের আসন কিছুটা বেড়ে হলো ৪০০। হল উদ্বোধন হলো ‘৫৯ সালের শেষ ভাগে। সৈয়দ নূরুল হুদার পরিচালনায় উদ্বোধনী নাটক হলো দুটো একটি উল্কা, অপরটি মায়া মৃগ। এ দুটি নাটকের নৃত্য দৃশ্যে অভিনয় করতে এলেন ঝর্ণা বসাক, এই ঝর্ণা বসাকই পরবর্তী সমগ্র পাকিস্তানের খ্যাতিমান নায়িকা শবনম।

ঝিমিয়ে পরা প্রগতি মজলিশ আবার জেগে উঠলো। যতদূর মনে আছে সে সময়ের এস ডি ও ছিলেন সম্ভবত নূরুল ইসলাম খান, তিনি সংস্কৃতি মনা ব্যক্তি ছিলেন, তিনিই একটি ভাল মানের অনুষ্ঠান করার জন্যে প্রগতি মজলিশ কে দায়িত্ব দেন। যেহেতু এস ডি ও সাহেবের আনুকূল্য রয়েছে, শিল্পাঙ্গনের সকলেই এসে যোগ দিল। বিন্দু বাসিনী বালিকা বিদ্যালয়ের উত্তর পশ্চিম কোণে বিশাল একটি মঞ্চ নির্মাণ করা হলো, মঞ্চটির সাজসজ্জা যারা দেখেছে সকলের স্মৃতিতেই স্থায়ী হয়ে রয়েছে। পুরো মঞ্চের সাইক্লোরামা তুলোর পাহাড়ে ঢাকা ছিল, যেন তুষার ঢাকা এক পর্বত। সন্ধ্যা সাতটায় মালকোশ রাগে সমবেত যন্ত্র সংগীতের মূর্ছনায় পর্দা খুললো, পর্দা খুলতেই হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল সংগীত, কিছুক্ষণ নীরবতা, সিম্বলের শব্দে পাহাড়ে আলো পরলো (সে সময়ে বিদ্যুত ছিল না, কেরসিন হ্যাজাক বিশেষ কায়দায় ঢেকে রাখা হয়ে ছিল), করতালিতে মূখরিত হলো দু হাজার দর্শক। অপরেশ চক্রবর্তীর হাতের সঁতার ঝঙ্কত হলো, কবি গুরুর অভিসার কবিতার আবৃত্তি ভেসে এলো (সম্ভবত বুলবুল খান মাহবুবের বোনের কণ্ঠে), মর্মর শব্দে পাহাড় যেন নরে উঠলো, যেন তুষার দেবী পাহাড়ের গা থেকে উঠে এলেন, সমস্ত শরীর তার বরফে ঢাকা, আবৃত্তির সাথে মন্ত্র লয়ের ছন্দায়িত অঙ্গভঙ্গিতে চলে এলেন মধ্য মঞ্চ, মোহিনী চক্রবর্তীর এসরাজে সূর তুললেন আর সাথে সাথেই ঝঙ্কত হলো গনেশ কর্মকারের হাতের মৃদঙ্গ, তুষার দেবীর অঙ্গে দোল খেয়ে গেল, আবৃত্তি হলো ছন্দময়, তুষার দেবী যেন মানবী হয়ে নেপথ্যের আবৃত্তির সাথে জলদে নৃত্য করলেন, আবার মন্ত্র হলো ছন্দ, দেবী প্রত্যার্ণন করলেন তুষার পর্বতের গহীনে। স্তব্ধ হয়েছিল সমস্ত দর্শক বেশ কয়েকটা মুহূর্ত, তারপর হঠাৎ করেই করতালি আর উল্লাস ধ্বনিতে প্রকম্পিত করেছিল স্কুলের মাঠ।

তুষার দেবী হয়েছিলেন খোদেজা খানম, যিনি পরবর্তীতে ক্লাব সদস্য ডাঃ হারুন অর রশীদে বৈবাহিক হয়েছিলেন। খোদেজা খানম আগেও অনেক অনুষ্ঠানে নেচেছেন, তার অভিনয়ের নৃত্যটিই টাঙ্গাইলের নৃত্যকলার মাইলস্টোন হয়ে রয়েছে। মোমেন শাহী থেকে আমার বড় বোনের মেয়ে বেবী এসেছিল অনুষ্ঠানটিতে গান গাইতে, তার সাথে আমি মঞ্চেই ছিলাম, আমার স্মৃতিতে অনুষ্ঠানটির খুটি নাটি অনেক কিছু মনে থাকলেও অনুষ্ঠানটি কে পরিকল্পনা করেছিলেন, কে পরিচালনা করেছিলেন সে সব আমার জানা ছিল না, প্রায় ত্রিশ বৎসর পর যখন অনুষ্ঠানটি প্রসঙ্গে লিখতে তথ্য সংগ্রহ শুরু করি তখন কেউই আমাকে সে সব তথ্য দিতে পারেনি।

অনুষ্ঠানটির আরেকটি নৃত্যের কথা আমাকে বলতেই হয়, মোমেন শাহী থেকে নৃত্য শিল্পি অঞ্জলি চক্রবর্তী এসে ছিলেন বেবীর সাথেই, তিনি উচ্চাঙ্গ আঙ্গিকের ভরতনাট্যমে তাণ্ডব শুরু করলেন, আমি মহড়াতেও ছিলাম তিনি তখন এতটা জলদে নাচেন নি, অপারেশন চক্রবর্তীই মহড়াতেও তার সাথে তবল বাজিয়েছেন। অঞ্জলি হয়তো তুষার নৃত্যটি দেখার পর একটি স্টান্ট তৈরির লক্ষ্যেই নাচতে নাচতেই বার বার উইংস এর পাশে এসে অপারেশন চক্রবর্তীকে তাগিদ দিচ্ছিলেন ‘ফাস্টার মোর ফাস্টার’, অপারেশন চক্রবর্তীর পাশেই বসে ছিল তার ভাতিজা (নাম জানা নেই) সে কলকাতায় থাকে, তিনি তাকে ঈশারা করলেন, বালকটি আরেক জোড়া তবল টেনে নিল, তালটা ধরেই সে উঠে গেল জলদের তুঙ্গে, অঞ্জলি চক্রবর্তীর উদ্দাম তাণ্ডবেও ঝড় উঠলো, তিনি যখন রুদ্ররোষে পদাঘাত করছেন, মঞ্চ কাঁপছে, তার চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেড়িয়ে এসেছে, প্রায় ১৮ মিনিট নৃত্য করে তিনি নটরাজের মুদ্রায় স্থবির হলেন। আমার জীবনে হয়তো অতটা দ্রুত লয়ে আর কাউকেই নাচতে দেখিনি। অঞ্জলি চক্রবর্তী তারচেয়ে বয়সে অনেক ছোট তবলার সেই বালকটিকে এসে প্রণাম করলো, যেন অঞ্জলি চক্রবর্তী তার জীবনের সেরা নৃত্যটি অর্ঘ্য হিসেবে সমর্পিত করলেন অসাধারণ বাদ্যকারের কমলে।

১৯৫৯ সালে বিন্দুবাসিনী গার্লস স্কুল মাঠে আদর্শ প্রাইমারি স্কুলের সাহায্যার্থে মঞ্চায়িত হয় ‘চাঁদের মেয়ে’, কাজল চক্রবর্তীর (যোগেন্দ্র নাথ চক্রবর্তীর কন্যা) নেতৃত্বে যে নাটকে সকল চরিত্রই রূপ দান করেছিলেন বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষয়িত্রীরা। নাটকটি মঞ্চায়ন হয়েছিল বিন্দুবাসিনী বালিকা বিদ্যালয়ের হোস্টেলের কাঠাল তলায় মঞ্চ বেঁধে।

এ সময়ের বাসাইলের ঝনঝনিয়া গ্রামের আব্দুল হাই সাহেব নিজের লেখা নাটক ‘বিদ্রোহী বাঙ্গালী’ স্বহস্তে মঞ্চায়ন করে প্রশংসিত হয়েছিলেন। অন্যদিকে বলা স্কুলের শিক্ষক সতীনাথ মহাশয় নাট্যগুরু হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন, পরবর্তীতে এই নাট্যগুরুর দীক্ষায় মামুনুর রশীদ দক্ষিণ হয়েছিলেন।

১৯৬০ সাল করোনেশন রঙ্গ মঞ্চে পরপর তিন রাত্রি সৈয়দ নূরুল হুদার পরিচালনায় মঞ্চায়ন হয় ‘নায়িকার জীবন’। নাটকটি করোনেশন প্রযোজিত ছিল না, নাটকটি প্রযোজনা করেছিল কাজী সাকেরুল মওলা প্রতিষ্ঠিত পার-দিঘুলিয়ার ইউনাইটেড ক্লাব। প্রচুর দর্শক সমাগম হয়েছিল, দর্শনী থেকে ইউনাইটেড ক্লাবের ভাল লভ্যাংশও সংগ্রহ হয়েছিল।

১৯৬০ সালে প্রিয়নাথ সেন মহাশয়ের প্যারাডাইজ পাড়াস্থ বাসভবনের উঠানে তাপরাদ দে-এর পরিচালনায় ‘গুরু দক্ষিণা’ নাটকটি মঞ্চায়িত হয়ে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সে নাটকেও ঝর্ণা বসাক অভিনয় করতে এসেছিলেন, যে নাটকে ডঃ উমেশ চন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রিয়দর্শিনী কন্যা ‘রানু রায়’ অভিনয় (শৌখিন) করেন এবং প্রখ্যাত আইনজীবী কামাক্ষানাথ সেন শিশুশিল্পী হিসেবে অভিনয় করেছিল।

মির্জাপুরেও তখন হাসপাতালের অভ্যন্তরে নির্ধারিত এবং বিশেষভাবে নির্বাচিত দর্শক নিয়ে উল্লেখযোগ্য নাট্যচর্চা শুরু হয়েছে। মির্জাপুরের নাট্যচর্চায় আর.পি. সাহা স্বয়ং অবদান রেখেছেন। তার সাথে যুক্ত হয়েছিল খগেন সেন এবং অনিল সিং।

১৯৬১ সাল করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব সৈয়দ নূরুল হুদার পরিচালনায় নাটক মঞ্চায়ন করলো তাপসী। এ নাটকটিও দর্শক প্রিয়তা অর্জন করেছিল।

এর পরেই আসে নতুন আরেক প্রজন্ম, যার শুরুটা হলো সুবিনয় দাসকে কেন্দ্র করে। সুবিনয় দাসের শুরু করের বেতকা থেকে। ওখানেই সে তার রচিত নীলমাটি নাটকটি মঞ্চায়ন করে প্রশংসা পায়। উল্লেখ করা যায় যে, করের

বেতকায় সুবিনয় দাস, দুলাল আনাহোলী, দুলাল আল মনসুর, আশু বিশ্বাসদের সাথে নিয়ে নীল মাটির পরবর্তীতে ‘মমতাময়ী হাসপাতাল’, ‘হলদে পাখি’ নাটক দুটো মঞ্চায়ন করে। ১৯৬১ সালে ‘কুমুদিনী কলেজ মাঠে মঞ্চায়িত হয় ‘উল্কা’ যে নাটকে অভিনয় করেন ‘বেবী কোরেশী’ কালিদাস, ফারুক কোরেশী প্রমুখ। নাটকটি পরিচালনায় ছিল সুবিনয় দাস সংগীত পরিচালনায় ফারুক কোরেশী। এই নাটকটির মধ্য দিয়ে ফারুক কোরেশী নাট্যাঙ্গনে প্রবেশ করে এবং সুবিনয় দাস করেরবেতকা থেকে বেড়িয়ে আসে।

করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব ১৯৬২ সালে মঞ্চায়ন করলো দুটি নাটক ‘ডাইরীর পাতা’ ও ‘তাপসী’। এ নাটক দুটিও পরিচালনা করে সৈয়দ নূরুল হুদা। ডাইরীর পাতা নাটকটি প্রযোজনা হয়েছিল নিম্ন মানের। নাটক দুটি মঞ্চায়নের পর ক্লাবে প্রচণ্ড রকম গ্রুপিং শুরু হয়েছিল যে কারণে কয়েক বৎসর ক্লাবে স্থবিরতা আসে।

এই সময়েই, পরেশ চক্রবর্তী (সাধন ঠাকুর) আকুর টাকুর পাড়া এলাকায় ‘উদয়ের পথ’ নামে একটি সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে মহলায় কয়েকটি নাটক মঞ্চায়ন করে, তন্মধ্যে কংগ্রেস মাঠে (বর্তমান তোফাজ্জল হোসেন এডভোকেট সাহেবের বাসা) মীর কাসেম নামে একটি নাটক মঞ্চায়ন করে, যে নাটকে পরেশ চক্রবর্তী, ফিরোজ মাহমুদ, ঋষিকেশ দাস, বাচ্চুসহ অনেকেই সুঅভিনয় করে।

প্রগতি মজলিশ নানা কারণেই ভেঙে গেল। ১৯৬৩ সালে আরেকটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান জন্ম নিল যার নাম ছিল ‘পূর্বাচল’, এর সম্পাদক হলেন ফজলুর রহমান খান ফারুক এবং সভাপতি হলেন বদিউজ্জমান খান। প্রতিষ্ঠানটিতে বেশ কিছু নতুন সাংস্কৃতিক কর্মী এসে যুক্ত হন, তাদের মাঝে ছিলেন নিলুফার পান্না, নাজমা, সুরাইয়া, মমতা, খান এনামুল মজিদ, এছাক আলী। প্রগতি মজলিশ বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপহার দেয়। এ সময়ে সুবিনয় দাস পূর্বাচলের সাথে যুক্ত হয়। পরবর্তীতে বিনয় দাস ‘পূর্বাচল’-এর একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পোস্টমাস্টার অবলম্বনে একটি নাট্যরূপ মঞ্চায়ন করে সুধীজনের প্রশংসা অর্জন করে, তার এই নাটকায় আশু বিশ্বাস ও শেফালী দাস অভিনয় করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। তার এই নাটিকা পরবর্তীতে আর্ট কাউন্সিলের অনুষ্ঠানে মঞ্চায়নের সময়ে আশু বিশ্বাস ও শেফালী দাসের পরিবর্তে সুবিনয় দাস ও কেতু দাস (সুবিনয় দাসের বোন) অভিনয় করে।

এর পরই নজরুল রবীন্দ্র জয়ন্তির অনুষ্ঠান আয়োজন নিয়ে সুবিনয় দাসের চার পাশে বৃত্ত তৈরি হয়, সে বৃত্তে এসে যোগ দিলো পান্না আহমেদ, আবু কায়সার, আলমগীর খান মেনু, নুরু মিঞা, মোয়াজ্জম হোসেন, মুস্তাফিজ আনোয়ার, এনায়েত করিম, আতোয়ার রহমান বালা, ফারুক কোরেশী, কালি দাস, কালিপদ, জওশন খান, আব্দুস সামাদ, ইউসুফ মিঞা, আব্দুল ওয়াহেদ লিচু, খোরশেদ আলম, মোহাম্মদ আলী মাস্টার।

১৯৬৪ সালে সুবিনয় দাসের পরিচালনায় মাখন চৌধুরীর (ময়মনসিংহ রোড) প্রযোজনায় এলিট সোসাইটির ব্যানার ব্যবহার করে মঞ্চায়ন করে ‘কেরানীর জীবন’। ‘কেরানীর জীবন’ নাটক মঞ্চায়নের মাধ্যমেই সুবিনয় দাসের সমষ্টি পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। পরবর্তীতে এই সমষ্টিতে যুক্ত হন নাগরপুরের লক্ষণ নন্দী, মীরের বেতকার দুলাল আনাহোলী, দিঘুলিয়ার ফুল, ডল। এই সংযুক্তির পরবর্তীতে এই সমষ্টি নুরু মিঞা ও আলমগীর খান মেনুর নেতৃত্বে ‘নাট্য বিতান’ নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন।

নাট্য বিতান সুবিনয় দাসের রচনা ও পরিচালনায় মাত্র আট মাসের ব্যবধানে পরপর দু’টি নাটক মঞ্চায়ন করে ‘বিষ’ ও ‘ঢেউ এর পরে ঢেউ’। এই নাটক দুটিতেই অভিনয়ে অংশগ্রহণ সহ পরামর্শ দিয়ে জ্যেষ্ঠ শিল্পী খগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সহযোগিতা করেন। নাটক দুটিই অত্যন্ত সফল মঞ্চায়নে খ্যাতি লাভ করে। এই দুই নাটকের মাধ্যমে সুবিনয় দাস যেমন নাট্যকার ও পরিচালক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তেমনি এর সকল কলাকুশলী, শিল্পীগণও প্রতিষ্ঠিত হন। এই নাটক দুটিতেই সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন ফারুক কোরেশী। তিনি এবং সুরকার মুস্তাফিজ আনোয়ার আনু ও বিশেষ অভিনয়ের জন্য এনায়েতকরিম, দুলাল আনাহোলী, ফুল ও পরেশ চক্রবর্তীও খ্যাতিমান হয়ে ওঠে।

এই দুই নাটকের সফলতা থেকে এই সমষ্টি করনেশনের একচ্ছত্র আধিপত্য খর্ব করে। এই সকল নাটকেই

করনেশনের রঙ্গালয়েই মঞ্চায়িত হয়, করনেশনের মঞ্চ ব্যবহারের সহযোগিতার স্বীকৃতিস্বরূপ উদ্যোগী সকল সমষ্টিই সেই সময়ে প্রচার-প্রচারণায়, সৌজন্যতায় করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের নাম প্রচার করতো। সত্যিকার অর্থে ঐ মঞ্চায়নে করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের মঞ্চ দান সহযোগিতা ব্যতীত আর কোনো সহযোগিতা নেই, মঞ্চ অবশ্যই নির্ধারিত ভাড়ার বিনিময়ে ক্লাব কর্তৃপক্ষের বিবেচনা সাপেক্ষে পাওয়া যেত।

ডাইরীর পাতা মঞ্চায়নের পরবর্তী দুই বৎসর করোনেশন কোনো নাটক মঞ্চায়ন করেনি। ১৯৬৪ সালে বিধায়ক ভট্টাচার্যের ক্ষুধা মঞ্চায়নের প্রস্তুতি গ্রহণ করা সত্ত্বেও সরকারি সেনসর লাভে ব্যর্থ হয়ে মঞ্চায়ন স্থগিত হয়ে যায়।

১৯৬৫ সাল টাঙ্গাইলের নাট্যকলার ইতিহাসে নানা কারণেই ছিল একটি ঘটনাবল্ল বৎসর। বৎসরের শুরুতেই আমি আর বন্ধু রকু নাটকে এলাম। যদিও আমি এর আগে দুটো নাটকে জড়িত ছিলাম, একটি ছিল ৫৮ সালে টাঙ্গাইলের প্রদর্শনী মাঠে মঞ্চায়িত মির্জাপুর হোমস এর নৃত্যনাট্য ‘আলী বাবা’, এ নাটকটিতে অপারেশন চক্রবর্তী আমাকে সাইড ড্রাম বাজাতে বাদ্যকার হিসেবে বসিয়েছিলেন, অপরটি ছিল ১৯৬১ সালে ঢাকা লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে মঞ্চায়িত ‘কিং সালাহ উদ্দিন এন্ড রিচার্ড’, এ নাটকটিতে আমি রিচার্ডের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম, নাটকটি ছিল ইংরেজি ভাষায়। আসলে ও দুটোই ছিল আমার শিশু কালের। সত্যিকার অর্থে আমি, রকু, লুৎফুলা, শফিকুল ইসলাম মণি, শাজাহান (কমিশনার), অমর ঘোষ, অদূদ, জহিরুল আমরা টাউন প্রাইমারি স্কুলের মাঠে সিরাজের স্বপ্ন নাটক মঞ্চায়নের মধ্যদিয়েই নাটকের অংগনে প্রবেশ করলাম।

এর কিছুদিন পরেই কালীবাড়ি মঞ্চে পরিণতি নামে আরেকটি নাটকে অভিনয় করলাম। এ নাটকটিতে তাজেল কন্যা খ্যাত চন্দনা অভিনয় করেন, আমি তার বাবার ভূমিকায় অভিনয় করলাম। এই নাটকটি সৈয়দ নূরুল হুদা সাহেব দেখে আমাকে মাইক ম্যান শাহানুর ভাইকে দিয়ে ডেকে পাঠালেন। শাহানুর ভাই আমাকে আগে থেকেই শিখিয়ে নিয়েছেন কি ভাবে তার সাথে কথা বলতে হবে। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি তার কাছে নাটক শিখতে চাই। আমি তৎক্ষণাৎ রাজী হলাম, পরদিন সকাল থেকেই ছয়আনী পুকুর পাড়ের উত্তর পূর্ব কোণে গুস্তাদজীর বাসায় আমার থিওরিটিক্যাল ক্লাস শুরু হলো। গুস্তাদজীর জীবনে আর কাউকেই শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেননি। নাট্যতত্ত্বে মহাজ্ঞানী এই ব্যক্তিত্বের কাছে আমার নাট্য প্রশিক্ষণ শুরু হলো ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাস থেকে (’৬৫ থেকে ’৯২ আমি তার কাছেই শিক্ষা নেয়ার পর, তিনি ব্ল্যাক্‌ভার্ড শিখতে আমাকে রেফার করলেন খগেন্দ্র নাথ বিশ্বাসের কাছে)।

১৯৬৫ সালেই নাট্যবিতানে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং এই সমষ্টিতে ভাঙন সৃষ্টি হয়। মোয়াজ্জেম হোসেন খান, সুবিনয় দাস, লক্ষণ নন্দী, দুলাল আনাহোলী, ফারুক কোরেশী, লিচু নাট্য বিতান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন একটি নাট্য সমষ্টি গড়ে তোলেন। এই সমষ্টিতে সাংগঠনিক এবং প্রযোজনা সহযোগিতা দিতে যুক্ত হলেন ঢাকাই পট্টির আতোয়ার রহমান (বালা), বুলবুল খান মাহবুব ও শাহ মোহাম্মদ রেজা। এই সমষ্টির একমাত্র মঞ্চায়ন সুবিনয় দাসের পরিচালনায় ‘পিতাপুত্র’ নাটক। নাটকটি মঞ্চায়নের পর সমষ্টিটি ভেঙ্গে যায়।

পরবর্তীতে সুবিনয় দাস ও মোয়াজ্জেম হোসেনের নেতৃত্বে ‘সরগম’ নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানে আতোয়ার রহমান বালা, বুলবুল খান মাহবুব ও শাহ মোহাম্মদ রেজা ছাড়া পূর্ববর্তী সমষ্টির অন্য সকলেই যুক্ত হন।

সুবিনয় দাস নাট্য বিতান ত্যাগ করার পর নাট্য বিতান জগশন খানের পরিচালনায় বিধায়ক ভট্টাচার্যের ‘বিশ বছর আগে’ নাটকটি মঞ্চায়ন করে।

১৯৬৫ সালে মামুনুর রশীদ (পরবর্তীতে দেশের খ্যাতিমান নাট্যকার, অভিনেতা ও নির্দেশক) নাট্যবিতানের প্রযোজনায় টাঙ্গাইলের তৎকালের সার্কেল ইন্সপেক্টর কুব্বাদ আলী সাহেবের রচিত ‘বিপ্লব’ নামে একটি নাটক মঞ্চায়ন করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১৯৬৫ সালেই করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব দুই বৎসরের বিরতি দিয়ে সৈয়দ নূরুল হুদার পরিচালনায় পরপর চার রাত্রি ‘দীপান্তর’ ও কঙ্কাবতীর ঘাট’ নামে দুটি নাটক মঞ্চায়ন করে। এ দুটো নাটকে সম্পৃক্ত করে তিনি আমাকে

হাতে কলমে পরিচালনা প্রাসঙ্গিক পেপার ওয়ার্ক শেখালেন এবং মহড়ার শুরু থেকেই আমাকে দিয়ে প্রম্পটার বা স্মারকের দায়িত্ব পালন করালেন। তারাশঙ্করের দীপান্তর নাটকে ‘পদ্ম’ চরিত্রে অভিনয় করে চন্দনা বসাক (চিত্রাভিনেত্রী) অত্র অঞ্চলে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। এই নাটকের বাগদী চরিত্রে অভিনয় করে বীরেন্দ্র সাহা তার পূর্ববর্তী মহিলা চরিত্রের অভিনয় ইমেজ ভেঙে নিজেকে নতুন আঙ্গিকে এক শক্তিশালী অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই দুই নাটকে শামসুর রহমান খান, কালিদাস, কালিপদ রায়, খগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, সুনীল চন্দ্র দেব ও রতন চক্রবর্তীর অভিনয় স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। আমি দীপান্তর নাটকে উকিল এবং কঙ্কাবতী ঘাটে বংশী চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম। এই নাটক দুটিতে অভিনয়ের মাধ্যমে রতন চক্রবর্তী করোনেশন সমষ্টির সাথে যুক্ত হন।

১৯৬৫ সালে সা’দত কলেজের মিলনায়তনে ছাত্র সংসদের উদ্যোগে মঞ্চায়িত হয় ‘শেষ রাতের তারা’ ও কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আতোয়ার রহমান খানের পাক-ভারত যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত একাঙ্কিকা ‘ইস্রাফিল’। শেষ রাতের তারা নাটকে অভিনয় করে কলেজছাত্র জমিরউদ্দিন ওরফে আনোয়ার চিরকালের জন্য সর্বজনের চাচায় রূপান্তরিত হন। এই নাটকে হামিদুল হক মোহান (জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি), সোহরাওয়ার্দী (সাবেক পিপি), জামুকাঁর আজাদ ও লোটন দুই ভাই ও দেলোয়ার হোসেন (বাংলাদেশ বেতারের সাবেক প্রযোজক) সুঅভিনয়ের জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ‘ইস্রাফিল’-এ আয়ুব খানের চরিত্র রূপায়ণ করে কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান খলিলুর রহমান সকলের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন। এ দুটো নাটকে আমি সহকারী নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছিলাম।

এই সময়েই আওলাদ হোসেন, শামীম আল মামুন (জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় যুগ্ম-সম্পাদক), আব্দুর রহমান রকু, আফতাবুজ্জামান খান ফিরোজ, উদয় শঙ্কর, অমীয়া কুমার, অমর ঘোষ সমন্বয়ে গঠিত একটি সমষ্টি এডভোকেট সুধীর রায় (প্রখ্যাত কবি তারাপদ রায়ের পিতা) এর বাড়ির সম্মুখ আঙিনায় অশোক গাছের নিচে, বেশ কয়েকটি নিজেদের লেখা নাটক মঞ্চায়ন করে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘আগন্তুক’ একাঙ্কিকা ‘রাতের অতিথি’ নামে পুনঃনামকরণ করে (আগন্তুক নামের ছাড়পত্র প্রাপ্তির সংশয় থেকে) মঞ্চায়ন করে। এই মঞ্চায়ন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই থেকে ঐ স্থানটি অশোক রঙ্গমঞ্চ নামে পরিচিতি লাভ করে। গুস্তাদজীর নিষেধের কারণে আমি এই সমষ্টির সাথে একাত্ম হতে পারিনি, তবে নেপথ্যে ছিলাম রকুর সাথেই। পরবর্তীতে অশোক রঙ্গমঞ্চ আরো বেশ কিছুকাল ঐ এলাকার নতুন পুরাতন সমন্বিত সমষ্টির নাটক মঞ্চায়িত হয়।

১৯৬৬ সাল, এ সময়ে সংস্কৃতিমনা একজন সেকেন্ড অফিসার আব্দুর রহিম সাহেব টাঙ্গাইল প্রশাসনে দায়িত্ব পালন করছিলেন, তিনি করোনেশনের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলেছিলেন, তার অর্থ সহযোগিতায় সৈয়দ নূরুল হুদার পরিচালনায় ক্লাব দুটো নাটকের মহড়া শুরু করলো, তার একটি জলধর চট্টোপাধ্যায়ের পি ডাব্লিউ ডি, অপরটি শচীন সেনের নাট্যরূপ দেয়া শরৎচন্দ্রের দেবদাস। গুস্তাদজী স্বয়ং দেবদাসের ভূমিকায় অভিনয় করলেন, দেবদাসের বসন্ত চরিত্রে এবং পি ডাব্লিউ ডি নাটকের সেন সাহেব চরিত্র দুটোতে অনবদ্য অভিনয় করে বীরেন সাহা ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করলেন। নাটক দুটিতে অভিনয় করে বালু ভাই, শাজাহান ভাই, খগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, এমবি মিশ্র, যাদু, সুনীল দেব, অনুরাধা, ডেইজী, গীতাদত্ত ও প্রশংসিত হয়েছেন। পি ডাব্লিউ ডি নাটকে আমি অভিনয় করেছিলাম। গুস্তাদ এই নাটকটিতে আমাকে দৃশ্যসজ্জার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। (পি ডাব্লিউ ডি এবং দেবদাস দুটো নাটকেই মজার কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল মূল রচনায় বিষদ উল্লেখ থাকলো)।

১৯৬৬ সালে সা’দত কলেজ ছাত্র সংসদ মঞ্চায়ন করে ‘প্রদীপ শিখা’। এই নাটকে প্রদীপ ও শিখার চরিত্র রূপায়ণ করে সুবিনয় দাস ও গুস্তা (চিত্রাভিনেত্রী) সর্বজনের প্রশংসা লাভ করে।

১৯৬৬ সালেই করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব বনফুলের ‘মাইকেল মধুসূদন’ নাটক মঞ্চায়নের প্রস্তুতি নিয়েও অজানা কারণে মঞ্চায়নে ব্যর্থ হয়। গুস্তাদজী মাইকেলের চরিত্র রূপায়নের জন্যে আমাকে তৈরী করেছিলেন।

১৯৬৬ ডিসেম্বর মাসে বিন্দুবাসিনী গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা আলী মনসুর রচিত ‘পোড়াবাড়ি’ নাটকটি মঞ্চায়ন করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

১৯৬৬ সালে অর্জুনা হাট সংলগ্ন মাঠে হায়দার আলীর পরিচালনায় ‘বঙ্গবর্গী’ নাটক মঞ্চস্থ হয়।

১৯৬৫, ৬৬, ৬৭ ভূঞাপুর ও ঘাটাইলে আরো বেশ কয়েকটি সফল নাটক মঞ্চায়নের জনশ্রুতি রয়েছে। কিন্তু, সন, তারিখ ও নাটকের নাম এবং কলাকুশলীদের নামের ক্ষেত্রে তথ্যদাতাদের মতপার্থক্য খুব বেশি হওয়ায়, এই প্রবন্ধে অনুলেখ থাকলো।

১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর (মতান্তরে ১৯৬৭ সালের অক্টোবর) ‘সরগম’ সুবিনয় দাসের রচনা ও নির্দেশনায় একটি রহস্যকাহিনী অবলম্বনে একাঙ্কিকা নাটিকা ‘শিলাবৃষ্টি’ মঞ্চায়ন করে। এই নাটকে সৈয়দ নূরুল হুদা অতিথি শিল্পী হিসেবে অভিনয় করেন। এই নাটকে অভিনয় করে রতন চক্রবর্তী বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে।

এই বৎসরই টাঙ্গাইল ক্লাব মিলনায়তনে ঘারিন্দার কার্তিক বসাক তার গ্রামের সমষ্টি নিয়ে ‘পার্থসারথী’ নাটক মঞ্চায়ন করেন। এই নাটকে কার্তিক বসাকের মেয়ের অভিনয় এবং পূর্ণাঙ্গ সমষ্টির সুসমন্বয়ে নাটকে বিমূর্ত উপস্থাপন দেখে টাঙ্গাইলের নাট্যাঙ্গন ও সুধীজন চমকিত হন। সেদিন ‘পার্থসারথী’ টাঙ্গাইলের সমগ্র নাট্যাঙ্গনকেই নাড়া দিতে সমর্থ হয়েছিল। কার্তিক বসাক, ঘারিন্দা ও সুরঞ্জ অঙ্গনে, ‘পার্থসারথী’ ছাড়াও ‘কর্ণাজ্জুন’, ‘কুরুক্ষেত্র’, ‘মা মাটি মানুষ’, ‘সিরাজদ্দৌলা’ ইত্যাদি নাটক মঞ্চায়ন করে স্থানীয়ভাবে প্রশংসিত ছিলেন।

১৯৬৬ সালে টাঙ্গাইলে সর্বপ্রথম পেশাভিত্তিক দুইজন মহিলা শিল্পীর আবির্ভাব ঘটে— খন্দকার নাজমা ও মিনু। ১৯৬৭ সালে এই দুজনের সাথে আরেকজন যুক্ত হন শিরিন। এই সকল মহিলা শিল্পীগণ টাঙ্গাইলের নাট্যান্ডোলনে মহিলা শিল্পী সংকট মোচন করে বিশেষ অবদান রেখেছিল।

১৯৬৬ সালে টাঙ্গাইলের মহকুমা হাকিমের দায়িত্বে আসেন খালেদ সামস। তিনি দায়িত্ব গ্রহণের অব্যবহিত পরেই টাঙ্গাইলের ঝিমিয়ে পড়া সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে চাঙ্গা করে তোলেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পাঁচ বৎসর পরে ১৯৬৭ সালের জানুয়ারিতে পুনরায় টাঙ্গাইল স্টেডিয়াম মাঠে মাসব্যাপী প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। সে সময়েই তিনি কবি আব্দুল লতিফকে দিয়ে টাঙ্গাইল সঙ্গীত রচনা এবং লুৎফর রহমান বাচ্চু মিঞাকে দিয়ে সুরারোপ করেন, টাঙ্গাইল সঙ্গীত প্রারম্ভিক সঙ্গীত হিসেবে আজো গাওয়া হয়ে থাকে। তিনি প্রদর্শনীর জন্যে টাঙ্গাইলের লোগো বানাতে কয়েক জন শিল্পিকে দায়িত্ব দেন। তাদের দেয় লোগোগুলো থেকে ফটোগ্রাফার গনেশ সাহার লোগোটি পছন্দ করলেও চূড়ান্ত না করে তার সাথে টাঙ্গাইলের একটি স্লোগান যুক্ত করতে অধ্যাপক খলিলুর রহমানকে দায়িত্ব দেন। এ সময়ে কবি আব্দুল লতিফের ভিন্ন একটি কবিতার প্রথম দুটো লাইনের দুটি শব্দ সংশোধন করে অধ্যাপক খলিলুর রহমান লোগো সম্পূর্ণ করেন, কিন্তু গণেশ সাহা স্লোগানের সাথে সমন্বয়ের জন্যে লোগোর বিষয়বস্তু কিছুটা সংশোধন করে দেন। খালেদ সামস লোগোর চূড়ান্ত অনুমোদন দেন। প্রদর্শনী তোড়নের শীর্ষ নির্মাণ হয়েছিল লোগোর কাট ওয়ার্ক দিয়ে। সেই থেকেই ‘নদী চর খাল বিল গজারীর বন/ টাঙ্গাইল শাড়ী তার গরবের ধন’ স্লোগান সম্বলিত লোগোটি টাঙ্গাইলের লোগো হিসেবে অহঙ্কারের সাথে ব্যবহার হয়ে আসছে। আমি লোগো নির্মাণের পুরো প্রাক্রিয়ার সাথেই সহকারী হিসেবে জড়িত ছিলাম।

প্রদর্শনী মাঠে করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব শচীন সেনের সিরাজদ্দৌলা নাটক মঞ্চায়ন করে। সিরাজদ্দৌলা নাটকে সিরাজদ্দৌলা চরিত্রে বীরেন সাহা, গোলাম হোসেনের চরিত্রে শামসুর রহমান খান শাজাহান (কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্ম-সম্পাদক), মীরজাফর চরিত্রে সামসউদ্দীন আহমেদ, ওয়াটস্ চরিত্রে সামসুজ্জামান দুদু সফল অভিনয় করেন। বিশেষত শামসুর রহমান খানের অভিনয় সকলের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকে। আমি নাটকটিতে অভিনয় করেছিলাম মিরনের চরিত্রে, আমার বিশিষ্ট বন্ধু আশরাফ চৌধুরী ও জহিরুল মুন্সিজী ও সিনফের চরিত্র রূপায়ন করে এটাই তাদের জীবনের প্রথম ও শেষ নাটক।

ঐ মঞ্চেই সুবিনয় দাসের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয় ‘টিপু সুলতান’। মশিয়ে লালির চরিত্রে দুলাল আনাহোলী ও পণ্ডিতের চরিত্রে আব্দুর রহমান রকু সফল অভিনয় করেন। এই নাটকে রকু চরিত্রের প্রয়োজনে সত্যি সত্যি মাথা নেড়ে করেছিল।

১৯৬৭ সালে সা’দত কলেজে মঞ্চস্থ হয় ‘ব্ল্যাক মার্কেট’। এই নাটকের মাধ্যমে আতোয়ার রহমান (রহমান)

নাট্যাঙ্গনে প্রবেশ করে।

১৯৬৮ সালে করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব মঞ্চায়ন করে ‘পাহাড়ী ফুল’। এই নাটকের দৃশ্যসজ্জা সকলের প্রশংসা অর্জন করে। এই নাটকটিতেই ওস্তাদ আমাকে আলোক সম্পাতের দায়িত্ব দেন, তার নির্দেশে আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করে নিয়েছিলাম। আলোক সম্পাত কৌশলগুলো শিখতে আমার জ্যেষ্ঠ ভাই সাইদ উদ্দিন সবুর আমাকে সহযোগিতা করেছিলেন, তিনি ইলেক্ট্রিকে ডিপোমা ছিলেন। পাহাড়ী ফুল নাটকেই সর্ব প্রথম ডিমার ব্যবহার হলো (ঢাকায় তখনো হয়নি)। ডিমার বানিয়েছিলাম স্যালাইন ওয়াটার দিয়ে। আলো প্রক্ষেপণের জন্যে পাহাড়ী ফুল চমক সৃষ্টি করেছিল, কারণ এর আগে টাঙ্গাইলে স্পট লাইট, রঙিন এবং নিয়ন্ত্রিত আলো ব্যবহার হয়নি। নাটকটির দৃশ্য সজ্জা করেছিলেন মুক্তাগাছা রাজবাড়ীর শিল্পী সুনিল চন্দ্র দেব এর শ্বশুর। একটি দৃশ্যে মনে হয়েছে সত্যি সত্যি পাহাড়ের উপরে চাঁদ উঠেছে, কালিপদ রায় আর মিনু অভিসারে মগ্ন।

নাট্যবিতান সমষ্টি দীর্ঘ বিরতির পর নীহাররঞ্জন গুপ্তের রাত্রি শেষে অবলম্বনে আব্দুর রহমান রক্কুর পরিচালনায় ও নাট্য রূপায়ণে ‘দুপথ’ নাটকটি মঞ্চায়ন করে। এই নাটকে আশরাফ আলী সফল অভিনয় করে। এই নাটকের মাধ্যমে আব্দুর রহমান রক্কু নাট্যবিতানের সমষ্টির সাথে যুক্ত হয়।

১৯৬৮ সালে পূর্ব বৎসরের ন্যায় প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। প্রদর্শনী মঞ্চে নাট্যবিতানের প্রয়োজনা ‘চাঁদ সওদাগর’ নাটক মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল— দৃশ্যসজ্জা, যেন জ্যাস্ত নদীর ঢেউ, চলন্ত নৌকা, জীবন্ত সাপ মঞ্চে নড়ছে। এই নাটকের সকল সাজসজ্জা ও নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন টাঙ্গাইলের কৃতি সন্তান হাসানউদ্দীন (পিতা- ছরতউদ্দীন, গ্রাম- কয়ড়া, থানা- ভূঞাপুর, শান্তি নিকেতনের ডিপোমা ইন ফাইন আর্টস, ১৯৫৪ সাল)। তিনি কলকাতার ‘রামের সুমতি’, ‘হামরাহি’, ‘অঞ্জনগড়’, ‘বিষ্ণুপ্রিয়া’সহ ঢাকার শতাধিক চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেছেন। এই শিল্পীর পরিচালনায় তার নিজের গ্রামেও ১৯৫১ সালে ‘চাঁদ সওদাগর’ মঞ্চস্থ হয়েছিল। এই নাটকের দৃশ্যসজ্জা ও বাস্তবের ন্যায় উপস্থাপিত নদীর ঢেউ, বাঘ ও সাপের নির্মাণ কৌশল দীর্ঘদিন টাঙ্গাইলে আলোচিত হয়েছিল। ঐ মঞ্চায়নই দৃশ্যসজ্জার জন্য সর্বকালের টাঙ্গাইলের সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে রয়েছে। এই নাটকের মাধ্যমে শহীদ আনাহোলী টাঙ্গাইলের নাট্যাঙ্গনের সাথে যুক্ত হয়।

১৯৬৮ সালের মার্চে আনসার ক্যাম্প মিলনায়তনে মূল নাটক ‘ইরান দুহিতা’কে নার্কিস আব্দুল হামিদ (ফারুক কোরেশীর মাতা, কুমুদিনী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা) উর্দু ভাষায় ভাষান্তরিত করে দেন। ‘আনারকলি’ সুবিনয় দাস ও সহকারী হিসেবে ফারুক কোরেশীর পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে আকবর চরিত্রে সামসউদ্দিন (বালু), আনারের বাবার চরিত্রে করটিয়ার সামিউল, মানসিংহের চরিত্রে লক্ষণ নন্দী ছাড়াও বিশেষ তিনটি চরিত্রে হারু দত্ত, খোরশেদ আলম ও পরেশ চক্রবর্তী বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। নাটকটিতে আনারকলির ভূমিকায় অভিনয় করে মোমেনশাহীর নীলু। নাটকটি প্রয়োজনা করেছিল সালাহ উদ্দিন (পীর বাড়ীর)। এই নাটকের মাধ্যমেই সহকারী পরিচালক হিসেবে ফারুক কোরেশী সঙ্গীত পরিচালনা থেকে নাট্য পরিচালনায় যুক্ত হন। মুস্তাফিজ আনোয়ার এই নাটকের সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ‘আনারকলি’ টাঙ্গাইলের মাটিতে একমাত্র উর্দু ভাষায় মঞ্চায়িত নাটক। এই সময়েই টাঙ্গাইলের পেশাজীবী মহিলা শিল্পী সমষ্টিতে করটিয়ার ঝর্ণা ও কালীবাড়ি পাড়ার ইতি রানী যুক্ত হয়।

১৯৬৮ সালে করোনেশন মঞ্চায়ন করে বিধায়ক ভট্টাচার্যের ‘ক্ষুধা’। এই নাটকটিও পরিচালনা করেন সৈয়দ নূরুল হুদা। এই নাটকে সামসুদ্দীন, শাহজাহান, কালিপদ রায়, সুনীল দেব এবং ওস্তাদ স্বয়ং অভিনয় করে প্রশংসিত হন। আমিও নাটকটিতে অভিনয় করেছি ওস্তাদ এই নাটকটিতেই তার পাশে পাশে সারা মঞ্চে পদচারণ করিয়ে চিরকালের মত আমার মঞ্চ ভীতি কাটিয়ে দেন।

১৯৬৬, ’৬৭ ও ’৬৮ সালে টাঙ্গাইল শহরস্থ বিভিন্ন মহলায়, পাড়ায় এলাকাভিত্তিক সমষ্টি বেশ কিছু নাটক মঞ্চায়ন করে, এর মধ্যে ‘প্রদীপ শিখা’, ‘দায়ী কে’, ‘দেবযানী’, ‘সাগর সঁচা মানিক’, ‘মীর কাসিম’, ‘টিপু সুলতান’, ‘সিরাজউদ্দৌলা’ একাধিকবার মঞ্চস্থ হয়। দিঘলীয়ায় ও আকুরটাকুর রজকবাড়ি মাঠে ‘তিতুমির’ ও ‘একটি পয়সা’ মঞ্চায়িত হয়। এই সকল মঞ্চায়ন থেকে দু’একজন নাট্যকর্মী বেরিয়ে টাঙ্গাইলের নাট্যান্দোলন সমষ্টিতে যুক্ত হতেও

দেখা গেছে। তন্মধ্যে দিঘুলীয়ার শাজাহান, থানাপাড়ার দীনুনাথ মেহতা ও আখতার বোখারী, আদালতপাড়ার বাবুল, বিষ্ণু, অমর বসাক, অমিয় কুমার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৬৮ সালে লোকমান হোসেন ফকির, মাহফুজ সিদ্দিকী তোতা, আব্দুল আজীজ মিঞা (বাসাইলের) ও আলতাফ হোসেন (চলচ্চিত্র অভিনেতা) সমষ্টি ঢাকায় একটি জাতীয়ভিত্তিক নাট্য উৎসবের আয়োজন করে। এই উৎসব আয়োজিত হয়েছিল লালবাগের শায়েস্তা খান কল্যাণ কেন্দ্রে। টাঙ্গাইল থেকে শফিকুল ইসলাম মনির সমষ্টির সাথে আব্দুর রহমান রকু ও দুলাল আনাহোলী, শহিদ আনাহোলী যুক্ত হয়ে ‘আকাশ এত নীল’ নাটকটি মঞ্চায়ন করে। আমি নাটকটিতে আলোক নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেছিলাম।

১৯৬৯ সালে করোনেশন ড্রামটিক ক্লাব ‘হায়দার আলী’ নাটক মঞ্চায়নের সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতি সমাপ্ত করে, চূড়ান্ত মঞ্চায়ন মহড়া শেষ করে পর দিবস মঞ্চায়নের সাজসজ্জা গ্রহণ করা সত্ত্বেও দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রচণ্ড উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়ার কারণে মঞ্চায়ন স্থগিত হয়ে যায়। এই নাটকের মঞ্চায়ন না হলেও টেকনিক্যাল শোয়ের পরিবেশনায় পেশোয়া নারায়ণ রাওয়ের চরিত্রে সুবল ঘোষ ও ফেরারা দা আহ্মাদা চরিত্রে ইসরাইল হোসেনের অভিনয় সকলের কাছে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

এরপর দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামরিক শাসন জারি, নির্বাচন, স্বাধীনতা আন্দোলন, স্বাধীনতা যুদ্ধ ও স্বাধীনতা অর্জনের প্রেক্ষিতে টাঙ্গাইলের সর্বশ্রেণির জনসাধারণের সম্পৃক্ততা থেকে নাট্যান্দোলনে তিন বৎসরের বিরতি ঘটে।

দেশের স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই টাঙ্গাইলের নাট্যান্দোলন নবধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করে। বেশ কিছু নতুন নাট্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে অন্যতম ছিল বুলবুল খান মাহবুব-এর নেতৃত্বে নাট্যমহল (যদিও নাট্যমহল গঠিত হয়েছিল ১৯৬৮ সালে কিন্তু সত্যিকার অর্থে পূর্ণাঙ্গতা পায় ১৯৭২ সালে) বিশ্বাস বেতকায় ‘সুরবাণী’ ও ‘বিশ্বাস বেতকা ক্লাব, কালীবাড়ি পাড়ায় ‘জোনাকি নাট্য সংস্থা’ ছিল অন্যতম।

১৯৭২ সালে করোনেশন রঙ্গমঞ্চে সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হয় ‘মুক্ত স্বাধীন বাংলা’ নামে একটি অ্যাক্রবেটিক ও নৃত্যাংশ সম্বলিত গীতিনাট্য। এই নাটকের সমষ্টি ছিল মূলত ‘নাট্য বিতান’এর সমষ্টি। কিন্তু নয় মাসের যুদ্ধ উত্তর সময়ে এই সমষ্টির সাথে বেশ কিছু নতুন শিল্পী সংযুক্ত হয়ে পরিচয় লাভ করে কাদেরিয়া বাহিনীর সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট। তাদের এই গীতিনাট্য মঞ্চায়ন তাদের সুসংগঠিত টিম ওয়ার্কের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। পরবর্তীতে এই সমষ্টিই (নাট্যবিতান সমষ্টি) টাঙ্গাইলের নাট্যান্দোলনে বিশাল ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়। উল্লেখ্য, ‘মুক্ত স্বাধীন বাংলা’ গীতি নাটকের পরিচালনা মাধ্যমে ফারুক কোরেশী ও আব্দুর রহমান রকু জুটিবদ্ধ হয়ে ফারুক রকু নামে পরিচিতি লাভ করে, যে জুটি দীর্ঘ দুই যুগ ধরে টাঙ্গাইলের নাট্যাঙ্গনে বিশাল অবদান রেখেছে।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই করোনেশন রঙ্গমঞ্চে যে পূর্ণাঙ্গ নাটকটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি ছিল বিশ্বাস বেতকা ক্লাবের নাজমুল আলমের লেখা ‘অনিতার কান্না’। এই নাটকটিতে আমি একটি আধিভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আলোক সম্পাত ও শব্দ প্রক্ষেপণের উৎকর্ষ কারিগরি কৌশল প্রয়োগ করেছিলাম। টাঙ্গাইলের মাটিতে সর্বপ্রথম প্রজেক্টর ও স্পুল টেপ রেকর্ডারের ব্যবহারে যে বিমূর্ততা সৃষ্টি হয়েছিল তা ছিল টাঙ্গাইলের মধ্যে একটি নতুন আঙ্গিক সংযোজন। এই নাটকে কালীবাড়ি পাড়ার ইতি রানী বিশেষ অভিনয় করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

টাঙ্গাইলের নাট্যাঙ্গনে আরো একটি নতুন সমষ্টি যুক্ত হয়, টাঙ্গাইল পদ্মমণি পুকুর পাড়ে মঞ্চস্থ ‘সংঘাত’ নাটকের মাধ্যমে। এই নাটকে অভিনয় করে আকবর কবির, দীলিপ চন্দ্র বাসু, স্বপন রায়, অমল চন্দ্র বাবুল, মাস্টিন চিশতী, এন.এ. খান আজাদ, আনিসুর রহমান রঞ্জু, জিয়াউদ্দীন আহমেদ, হারুনর রশীদ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নাটকটি আমি গুরুত্ব নিষেধের কারণে বেনামে পরিচালনা করেছিলাম। এই নাটকে সৌখিন নারী শিল্পি অভিনয় করে দোলেরা মিঞার কন্যা নিলুফার ইয়াসমিন। নৃত্য দৃশ্যে অভিনয় করতে এসেছিল সে সময়ের ক্রেজ চলচ্চিত্র শিল্পী শর্বরী দাস গুপ্ত। এই নাটকের সমষ্টি পরবর্তীতে টাঙ্গাইলের নাট্যান্দোলনে বিশাল ভূমিকা রেখেছে। নাটকটি মঞ্চায়নের জন্যে মঞ্চ যেমন বিরাট মাপে বাঁধা হয়েছিল তেমনি টিনদিয়ে ঘের দেয়া হয়েছিল বিশাল এলাকা। দ্বিতীয় রাত্রে নাটকটির টিকেট ব্যাক হয়েছিল।

১৯৭৩ সাল ফারুক রক্কুর পরিচালনায় নাট্য বিতান মঞ্চায়ন করে বিধায়ক ভট্টাচার্যের ‘ক্ষুধা’। এই নাটকে সদা, গড়া ও রমা চরিত্রে বালু, বীরেন সাহা ও আব্দুর রহমান মন্টু বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। নাটকটিতে আমি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করে ওস্তাদ নূরুল হুদাকে খুশী করতে পেরেছিলাম।

টাঙ্গাইলের নতুন একজন নাট্যকার সংযুক্ত হয় সুজিত বসাক (কালু)। তার রচিত ‘স্মৃতিটুকু থাক’ নাটকটি এই সময় মঞ্চস্থ হয়। এই সময় ‘সরগম’ ও ‘নাট্যমহল’ বেশ কয়েকটি নাটক মঞ্চায়ন করে। এই প্রেক্ষিতে দিঘুলীয়ার শাহজাহান খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। এই সময়ে টাঙ্গাইলের নাট্যাঙ্গনে আর একজন শক্তিমান নাট্যশিল্পী আত্মপ্রকাশ করে কালু ঘোষ।

লক্ষ করা যায় যে, ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত টাঙ্গাইলের প্রায় সকল পেশাদার মহিলা নাট্যশিল্পী নাট্য মহলের নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত থাকে। নাট্য মহলের এই নিয়ন্ত্রণ থেকে নাট্যমহল সমষ্টি বিশেষত শফিকুল ইসলাম মনি, দীনুনাথ মেহতা, শাজাহান, সামাদ সিদ্দিকী টাঙ্গাইলের প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে নাটকের ব্যাপ্তি প্রসারণে সমর্থ হয়েছিল, যদিও তাদের এই সকল কর্মকাণ্ডে নাটক ও পাণ্ডুলিপির দুঃস্থাপ্যতা থেকে গ্রামীণ নাট্যান্দোলনের ফলাফল ইঙ্গিতমান স্পর্শ করেনি, তথাপি টাঙ্গাইলের গ্রামীণ নাট্যাঙ্গনের স্থবিরতা ভাঙতে অবশ্যই সমর্থ হয়েছিল। এই সমষ্টি শুধু গ্রামেই নয় করোনেশন রঙ্গমঞ্চও দু’একটি নাটকে প্রশংসা অর্জন করেছিল।

নাট্যবিতান সমষ্টির একাংশ জোনাকী নাট্যসংস্থা ব্যানারে ও টাঙ্গাইল কালেক্টরেটের প্রয়োজনায় মঞ্চায়ন করে নাটক ‘সকালের জন্য’। এই নাটকে বেশ কিছু কালেক্টরেট কর্মকর্তা (ম্যাজিস্ট্রেট) অভিনয় করেন, তার সঙ্গে স্থানীয় কয়েকজন অভিনেতাও যুক্ত হন। নাটকটির একটি চরিত্রে অভিনয় ছাড়াও আমি আলোক নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেছিলাম। ফারুক-রক্কুর পরিচালনায় মঞ্চায়িত এই নাটক সকলের প্রশংসিত দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

১৯৭৩ সালে ‘সরগম’ মঞ্চায়ন করে সুবিনয় দাসের রচনা ও পরিচালনার ‘কথা’। এই নাটকে কালু ঘোষ, দুলাল আনাহোলী, শিরিন ও আমার ভূমিকা প্রশংসা অর্জন করেছিল।

নাট্যমহল মঞ্চায়ন করে শফিকুল ইসলাম মনির রচনা ও পরিচালনায় ‘ইতিহাস কথা বলে’।

থানাপাড়ার একটি তরুণ সমষ্টি নাট্যমহল ও নাট্য বিতানের সহযোগিতায় মঞ্চায়ন করে সুজিত বসাকের ‘আশা ছিল’ নাটকটি।

১৯৭৩ সালের শেষ মাসে নাট্যমহল শফিকুল ইসলাম মনির রচিত ও পরিচালিত নাটক ইতিহাস কথা বলে মঞ্চায়ন করে। এই নাটকে শিরিন, বার্ণা, খালেকুজ্জামান খান লাবু, আব্দুর রহমান রক্কু সার্থক অভিনয় করে।

ফারুক রক্কুর পরিচালনায় ১৯৭৪ সালে নাট্যবিতান মঞ্চায়ন করে ‘আমি মন্ত্রী হব’। এই নাটকটি টাঙ্গাইলের নাটক মঞ্চায়নের রীতি ও রেওয়াজ ভেঙে একটি নতুন নিয়ম প্রতিষ্ঠা করে। এই নাটক করোনেশন রঙ্গমঞ্চ তথা টাঙ্গাইলের প্রথম নাটক যা ঘোষিত যথা সময়ে মঞ্চস্থ হয়। বহু দৃশ্য সম্বলিত এই নাটকের পট ও উপকরণ পরিবর্তনে এই নাটকের কলাকুশলীরা একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, আসবাব সহ কোন দৃশ্য পরিবর্তনেই ১ মিনিটের বেশি সময় লাগেনি। এই নাটকে অভিনয় করে তৎকালের জনস্বাস্থ্যের সহকারী প্রকৌশলী সালেহ আহমেদ টাঙ্গাইলের নাটকের ইতিহাসে তার নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লিখে গেছেন। এই নাটকে অভিনয় করে সুমিতা দেবীও (চিত্রাভিনেত্রী) অরণীয় হয়ে রয়েছেন। এই নাটকে লক্ষণ নন্দী, মাইন, নিতাই গৌড়, আখতার বোখারী সার্থক অভিনয় করেন। আমি এই নাটকটিতে পতিত চরিত্রে অভিনয় করে তৃপ্ত হয়েছিলাম। এই সমষ্টিই দর্শকের অনুরোধে পরবর্তীতে নাটকটি পুনর্বার মঞ্চস্থ করে।

করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব এই বৎসর উল্লেখযোগ্য একটি নাটক মঞ্চায়ন করে সৈয়দ নূরুল হুদার পরিচালনায় ‘নটি বিনোদিনী’। এই নাটকেই চিত্রাভিনেত্রী আনোয়ারা তার জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয় করেন। এই নাটকে প্রয়োগ ও উপস্থাপন আঙ্গিক করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব ও সৈয়দ নূরুল হুদার সর্বশেষ ধ্রুপদ উপস্থাপন। আমি নাটকটিতে সহকারী পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছিলাম। নটি বিনোদিনী করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের দ্বিতীয় মাইলস্টোন। কানু ভৌমিক নাটকটিতে গুরুমুখ চরিত্র করার জন্যে প্রস্তুতি নেয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত চরিত্রটি রূপায়ন করেছিলেন

বীরেন সাহা, তার অভিনয় সকলের স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

১৯৭৫ সালের গোড়ায় ফারুক-রক্কু পরিচালিত নাট্যবিতানের নাটক ‘ফেরা’ নানা কারণেই টাঙ্গাইলের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য মঞ্চায়ন। প্রথমত এই নাটকে মঞ্চসজ্জা নাটকের প্রয়োজনে যথাযথ, সঙ্গীতের আবহ সৃষ্টি হয়েছিল প্রয়োজন অনুসারে শব্দনির্ভর, আলোক পরিকল্পনা ও প্রয়োগ ছিল যথাযথ পরিমিত এবং শিল্পী-কলাকুশলী পূর্ণাঙ্গ সমন্বয়কৃত একটি একক সমষ্টি, সময় ও গতি পূর্ব নির্ধারিত নিয়ন্ত্রিত। মাত্র এক ঘণ্টার ব্যবধানে দু’বার মঞ্চায়ন এর সব কিছুই টাঙ্গাইলের নাট্যান্দোলনে প্রথম সংযোজন। তদুপরি এই নাটকে চলচ্চিত্র অভিনেতা মুস্তফা ছিলেন বিশেষ আকর্ষণ, তিনি এই নাটকে সার্থক অভিনয় করেছিলেন। এই নাটকে কানু ভৌমিক ও সালেহ আহমেদের অভিনয় ছিল শিল্পমান উত্তীর্ণ ধ্রুপদ অভিনয়। এনায়েতকরিম, মাইন, বিনয় কুমার, ইউসুফ আলী, সোহরাওয়ার্দীসহ সকলের অভিনয়ই ছিল মান উত্তীর্ণ। আমি নাটকটিতে মঞ্চসজ্জা, আলোক নির্দেশনা ও শব্দ প্রক্ষেপণের দায়িত্ব পালন করেছিলাম। নাটকটিতে প্রথম বারের মত আলোক সম্পাতের জন্যে ঢাকার শিল্পি (সিরাজ মিঞাকে) আনা হয়েছিল, তার সাইক্লোরামাসহ বিমূর্ত আলোক সম্পাত চমক সৃষ্টি করেছিল। নাটকটি দেখে অতিথি হিসেবে আসা দেশের বরেণ্য শিল্পি মুস্তফা মনোয়ার অভিভূত হয়ে মন্তব্য করেছিলেন, ‘নাটকটির রচনা এমন উচ্চাঙ্গের মঞ্চায়নের জন্যে রচিত নয়’।

১৯৭৪ সালে করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব মঞ্চস্থ করে সৈয়দ নূরুল হুদার পরিচালনায় ‘এক পেয়ালা কফি’। আমি ঢাকায় অবস্থানের কারণে নাটকটির সাথে জড়িত থাকতে পারিনি। নাটকটিতে ওস্তাদজীকে সহযোগিতা করেছিলেন সুবল ঘোষ। এই বৎসর আমি ক্লাবের সদস্যপদ লাভ করি।

১৯৭৫ সালে করোনেশনে নাটক মঞ্চায়ন হয়নি।

১৯৭৬ সালে আর্টকাউন্সিল টাঙ্গাইল জেলা নাট্যোৎসবের আয়োজন করে। এটিই টাঙ্গাইলের প্রথম নাট্যোৎসব। এই উৎসবে আটটি নাট্য সংস্থা অংশগ্রহণ করে। করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব নাট্য উৎসবে সৈয়দ নূরুল হুদার পরিচালনায় মঞ্চায়ন করে ক্রীতদাসের হাসি, নাটকটির মূল চরিত্রে অভিনয় করেছিল ভূঞাপুরের দুদু এবং নারী চরিত্রে চিত্রাভিনেত্রী আনোয়ারা। নাট্যবিতান প্রযোজিত ফারুক-রক্কু নির্দেশিত নাটক ‘চাক ভাঙ্গা মধু’ এবং চম্পক পরিবেশিত সাজ্জাদ কাদির পরিচালিত নাটক ‘স্পাটাকাস বিষয়ক জটিলতা’ যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। এই নাট্যোৎসবে এককভাবে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন প্রাক্তন সংসদ সদস্য বাছেত সিদ্দিকী।

১৯৭৬-৭৭ সালে আর্ট কাউন্সিল বিলুপ্ত করে জাতীয় ভিত্তিতে শিল্পকলা একাডেমী গঠিত হয়। ঐ বৎসরেই জাতীয় নাট্য উৎসবে অংশগ্রহণের জন্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবকে আমন্ত্রণ জানায়। ক্লাব কর্তৃপক্ষ ‘ভোরের মিছিল’ নামে একটি নাটক মঞ্চায়ন করে, নাটকটির নায়িকা ডলি চৌধুরী শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার লাভ করে। নাটকটি সার্বিকভাবে মানসম্পন্ন হয়নি।

জেলা শিল্পকলা পরিষদ (তখনো একাডেমী নাম হয়নি) আয়োজিত ১৯৭৭ সালের নাট্যোৎসবে অংশগ্রহণকারী আটটি গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে যেসব নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল তার পরিচালক, অভিনেতা ও কলাকুশলীরা প্রায় সবাই ছিলেন তুলনামূলক ভাবে নতুন। কাদের শাহ রচিত, আলমগীর খান মেনু নির্দেশিত নাটক ‘চাকা’, আমার রচিত ও পরিচালিত নাটক ‘কুমার খালীর চর’, দেহলভি পরিচালিত নাটক ‘সম্রাট’, আতাউর রহমান নির্দেশিত ‘রক্ত করবী’, জোনাকী পরিবেশিত ‘অন্ধকারের নিচে সূর্য’ দর্শক সমাদৃত হয়। আমার নাটকটি শ্রেষ্ঠ নাটক হিসেবে বেশ কয়েকটি পুরস্কার লাভ করে।

কুমারখালির চর নাটকে সৈয়দ নূরুল হুদা সাহেব বৃদ্ধের ভূমিকায় অভিনয় করেন, এ ছাড়া আশাফন চরিত্রে ডলি চৌধুরী, মা চরিত্রে সীমা খান, ফেরজা চরিত্রে শিলু খান, সৈদল চরিত্রে উজ্জল, সোনা- সুনিল দেব, মন্ডল- বাবুল চন্দ উল্লেখযোগ্য। আমি অভিনয় করেছিলাম বড় ভাইয়ের চরিত্রে। কুমারখালির চর আমার লেখা প্রথম নাটক।

টাঙ্গাইলের নাট্য আন্দোলনের নতুন আঙ্গিক শুরু হয় ১৯৭৭ সাল থেকে। গ্রুপ থিয়েটারের আদর্শে গঠিত হয় অন্বেষণ, বহুবর্ণ, থিয়েটা, থিয়েটার ইউনিট প্রভৃতি সংস্থা, যারা দর্শনীর বিনিময়ে নাটক, সঠিক সময়ে নাটক

উপস্থাপনা এবং মান সম্পন্ন দর্শক উপস্থিতি বিষয়গুলো উন্নয়ন হওয়ায় নব নাট্য আন্দোলন বেগবান হয়।

এরপর ঢাকায় শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত নাট্যোৎসব ১৯৭৭-১৯৭৮ এ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী নাট্য বিতানকে আমন্ত্রণ জানায়। নাট্যবিতান আমার কুমারখালির চর নির্বাচন করে। কুমারখালির চর নাটকের পূর্ববর্তী সমষ্টি যথাযথ রেখে, বৃদ্ধ, মা, মন্ডল, কালু, কাইন্ছা চরিত্রগুলোর শিল্পি পরিবর্তন করে, ফারুক-রক্কুর পরিচালনায় নাটকটি পুনর্নির্মাণ সমাপ্ত করে, ঢাকা যাবার আগে কয়েকটি প্রস্তুতি মঞ্চায়ন করা হয়। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী মঞ্চ নাটকটি মঞ্চায়ন হয় ১৯৭৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি। দিবস টি ছিল শুক্রবার সে সময়ে সরকারি ছুটি ছিল রবিবার তবুও বিপুল দর্শক সমাগম হয়েছিল, বিশেষত তৎকালের বাংলা একাডেমীর পরিচালক ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, প্রাক্তন মন্ত্রী আব্দুল মান্নান, তৎকালের টাঙ্গাইলের ডিসি শেখ হাবিবুল্লাহ, জাতীয় শিল্পি কামরুল ইসলামসহ পত্রিকা এবং শিল্প সাহিত্য অংগনের বহু গুণী মহারথিসহ ঢাকায় অবস্থানরত টাঙ্গাইল বাসিদের অনেকেই দর্শক সারিতে উপস্থিত ছিলেন। নাটকটি মঞ্চায়নের পর ভূয়সী প্রশংসায় মধ্য রাত্রি পর্যন্ত ছিল শুভেচ্ছা আর ফটোসেশন আর সাক্ষাৎকারের এক বিরল সমারোহ। পরদিন দেশের সবকটি জাতীয় পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠাতেই হাইলাইট করেছিল কুমারখালির চর। প্রতিযোগিতামূলক এই উৎসবে ঢাকাসহ দেশের শ্রেষ্ঠতম ৩০টি দল অংশগ্রহণ করেছিল। একাডেমী কুমারখালির চরকে শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার দিলেও প্রয়োজনায় দ্বিতীয় পুরস্কার দেয়। দেশের সব পত্রিকাতেই এ নিয়ে জোড়ালো প্রতিবাদ উত্থাপন করে, তাদের মতে দুটোতেই প্রথম হয়েছে কুমারখালির চর। সাংবাদিকগণ পুরস্কার অনুষ্ঠান বয়কট করে, তাদের অনুরোধে নাট্যবিতানও পুরস্কার বয়কট করে। অবশ্য ডলি চৌধুরী আশাফনের চরিত্রে অভিনয় করে আবার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছিল এবং সে উপস্থিত হয়ে সে পুরস্কার গ্রহণও করেছিল। ঐ সময়ের কিছু দিন পরেই ছিল প্রেস ক্লাবের সম্মেলন, তারা নাট্যবিতানকে কুমারখালির চর মঞ্চায়নের জন্যে আমন্ত্রণ জানায়। প্রেস ক্লাবের পশ্চিম চত্বরে কর্তৃপক্ষ সামনের দিকে মুখ করে বিশাল মঞ্চ নির্মাণ করেছিল। ৯ই ফেব্রুয়ারি প্রেসক্লাবের অস্থায়ী মঞ্চ কুমারখালির চর মঞ্চায়ন হয়। এ অনুষ্ঠানে দর্শক উপচে পরে সামনের সড়ক বন্ধ হয়েছিল। এবারো পরের দিন সব পত্রিকাতেই বেশ কিছু ছবি সহ ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। সব চেয়ে বড় প্রাপ্তি ছিল হলিডে পত্রিকার সামনের পৃষ্ঠায় বক্স হেডিংএ এনায়েতউল্লাহ খানের লেখা একটি আলোচনা, তিনি হেডিং লিখেছিলেন ‘কুমারখালির চর ইজ এ রেয়ার ট্রিটমেন্ট ফর ড্রামা লাভারস’।

বাংলা একাডেমীতে আগে ফেব্রুয়ারির বই মেলা হোত সাত দিনের, আয়োজন করতো মুক্তধারার চিত্ত বাবু। ১৯৭৮ সালেই প্রথম ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী বাংলা একাডেমীর পরিচালনায় বই মেলা আয়োজন করেন, এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল ১৪ই ফেব্রুয়ারি, একাডেমী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নাট্য বিতানকে কুমারখালির চর মঞ্চায়নের জন্যে আমন্ত্রণ করে। কয়েকদিন থেকেই কুমারখালির চর নিয়ে পত্র পত্রিকায় ছিল তোলপাড় দর্শক উপচে পরেছিল মঞ্চের সামনে, মঞ্চ বাঁধা হয়েছিল বর্ধমান হাউজের দক্ষিণ পাশে, মাঠ ছিল কানায় কানায় পূর্ণ, সামনের সড়ক ভেঙে দর্শক দাড়িয়েছিল রেস কোর্সের অনেকটা ভিতরে। দর্শকের আধিক্যে আমরা একটু ভরকে গেলেও এই পরিবেশনাটিই ছিল ঢাকায় আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রেজেন্টেশন। পরবর্তীতে এই নাটক মঞ্চায়নের জন্য অনেক স্থান থেকে অনুরোধ আসে, এর মধ্যে অন্যতম ছিল কুমিলার জেলা প্রশাসকের আমন্ত্রণ, কিন্তু ব্যক্তিগত সংঘাত সৃষ্টি হওয়ায় নাটকটি আর অগ্রসর হয়নি। পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে গিনির প্রেসিডেন্ট আহমেদ সেকুতুরের বঙ্গ ভবনে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে কুমার খালের চর নাটকটি মঞ্চায়নের জন্যে রাষ্ট্রপতির পক্ষে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বঙ্গ ভবনে উদ্ভিত হলে মঞ্চ উপকরণের প্রবেশে সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্সের বিভ্রাটে নাটকটি বাতিল করতে হয়। কুমারখালির চর পরবর্তীতে ‘বাংলাদেশ মঞ্চ সফল নাটক-১’ শিরোনাম দিয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে।

১৯৭৮ সালে বিধায়ক ভট্টাচার্যের ‘তাইতো’ নাটকটি শুধুমাত্র মহিলা শিল্পী সমন্বয়ে ফারুক-রক্কুর পরিচালনায় মঞ্চায়িত হয়ে বিশেষ সুনাম অর্জন করে।

১৯৭৯ সালে করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব সৈয়দ নূরুল হুদার পরিচালনায় নাটক মঞ্চায়ন করে সাহেব বিবি গোলাম, নাটকটিতে খগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস বড় বাবুর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, মূল নারী চরিত্রে অভিনয় করেছিল চিত্র নায়িকা দিলারা। আমি নাটকটি মূল ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম। সামসুদ্দিন বালু একটি বিশেষ ভূমিকায় অভিনয় করে প্রশংসিত হন।

১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী জাতীয় ভিত্তিক নাট্যোৎসবের আহ্বান করে, জেলা পর্যায়ের প্রথমদের নিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে চূড়ান্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। জেলা শিল্পকলা একাডেমী আয়োজন করে নাট্য প্রতিযোগিতা '৭৯। এতে সর্বমোট এগারটি নাট্যগোষ্ঠী অংশ গ্রহণ করে। এই প্রতিযোগিতায় বিবিসি'র 'ওরা কদম আলী' সরগমের 'ফসল অথবা ফসিল' এবং আমার রচনা ও পরিচালনায় সালাহুদ্দিন ক্লাবের প্রযোজিত 'প্রতিক্ষীত মানুষ' নাটকটির সফল মঞ্চায়ন হয়। এই উৎসবে ওরা কদম আলী এবং প্রতিক্ষীত মানুষ নাটক দুটো উপস্থাপনায় দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে এবং পুরস্কৃত হয়। প্রতিক্ষীত মানুষ প্রথম স্থান অধিকার করে এবং ঢাকা একাডেমী মঞ্চও মঞ্চায়ন করে। ঢাকা মঞ্চও শব্দযন্ত্রের ত্রুটির কারণে নাটকটির আশানুরূপ পরিবেশন হয়নি।

১৯৮০ সাল সৈয়দ নূরুল হুদার পরিচালনায় করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব মঞ্চায়ন করে আনার কলি, নাটকটিতে সেলিম চরিত্রে শামসুর রহমান খান শাজাহান, আকবর চরিত্রে শামসুদ্দিন বালু এবং আনারকলির চরিত্রে ডলি চৌধুরী অভিনয় করে প্রশংসা অর্জন করে, আমি নাটকটিতে কণিষ্ঠ শাহজাদার চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম।

জেলা শিল্পকলা একাডেমীর স্বর্ণপদক প্রতিযোগিতা ১৯৮১ নাট্যোৎসবে মোট নয়টি নাট্য সংস্থা অংশ গ্রহণ করে। এই প্রতিযোগিতায় বহুবর্ণ প্রযোজিত 'টিনের তলোয়ার' স্বর্ণপদক প্রযোজিত 'বিসর্জন' এবং থিওটা প্রযোজিত আমার 'আধপোড়া সানকী' যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

১৯৮১-৮২ করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব দুটো নাটক মঞ্চায়ন করে, একটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট গল্প শাস্তি অবলম্বনে বীরু মুখোপাধ্যায়ের নাট্যরূপ, অপরটি মিশর কুমারী। মিশর কুমারী নাটকে খগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, শামসুর রহমান খান, সামসুদ্দিন, প্রশংসিত অভিনয় করেন। গুস্তাদজী শাস্তি নাটকটি নির্মাণের জন্যে আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আমি নাটকটির দুই রাতে চারটি শো করেছিলাম, শহীদ আনাহোলী, ইসরাইল, সালাহ আহমেদ, ওয়াজেদ আলী খান, রুবেল সকলেই তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয় করেছিলেন। নাটকটির চন্দ্রা দাসীর চরিত্র রূপায়নে ঢাকা থেকে ডালিয়া রহমানকে আনা হয়েছিল, তার হৃদয়বিদারক অভিনয়ে আপুত হয়ে দর্শক কান্নায় ভেঙে পরেছিল। নাটকটিতে স্থানীয় কয়েকজন ছেলে মেয়েকে দিয়ে সৌখিন অভিনয় করানো হয়েছিল, তারা স্কুলেই স্মরণীয় অভিনয় করেছিল। নাটকটির সংগীত পরিচালনা করেছিল সামসুজ্জামান দারু, মঞ্চ নির্মাণ করেছিল জিয়াউদ্দিন ও আনিসুর রহমান রঞ্জু। রিয়ালেস্টিক ফর্মের এই নাটকটিতে সবকছুতেই ছিল বিমূর্ত বাস্তববাদিতা। ক্লাব সদস্যগণ নাটকটিকে অনেকদিন মনে রেখে ছিলেন।

আশির দশক আধুনিক ও সৃজনশীল এবং দলগত অভিনয় নৈপুণ্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে জন্ম নেয়- 'মফস্বল নাট্য সম্প্রদায়' ও 'কল্যাণ থিয়েটার'। মফস্বল নাট্য সম্প্রদায় 'ইলেকশান ক্যারিকেচার', 'ইবলিশ', 'ইংগিত' মঞ্চস্থ করে টাঙ্গাইলের সুধীজনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিশেষ করে মফস্বল পরিবেশিত মঞ্চ নাটক 'আধপোড়া সানকী' বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত হয় এবং সারা দেশের নাট্যকর্মীদের প্রশংসা অর্জন করে।

সমকালীন সময়ে কল্যাণ থিয়েটার 'ওরা কদম আলী' গুপী গাইন বাঘা বাইন (টাঙ্গাইল শিশু একাডেমী আয়োজিত নাট্য প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী) এবং 'রাজ দর্শন' মঞ্চস্থ করে টাঙ্গাইলের প্রবাহমান নাট্যচর্চার ধারাকে আরো বেগবান করে। কল্যাণ থিয়েটার আমার রচিত 'লবঙ্গদেশের কথা' নাটকটি সর্দার আজাদের নির্দেশনায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ঢাকায় জাতীয় নাট্য উৎসবে মঞ্চায়ন করে প্রথম স্থান অধিকার করে টাঙ্গাইলবাসীর জন্য গৌরবের বিজয়মালা ছিনিয়ে আনে।

টাঙ্গাইলের নাট্যধারার সাথে সংযুক্ত আরো কয়েকটি সংগঠন যাদের নাম উল্লেখের দাবি রাখে, এই সংগঠনগুলো হলো- চৌকস গ্রুপ থিয়েটার, নান্দিকার ও বৈকালিক।

এই সময়ে আরও অনেক নতুন শিল্পী নাট্যাঙ্গনে নিজেদেরকে অভিনেতা রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়। এদের মধ্যে সর্দার আজাদ, নঈম খান নটু, রীপন, টুটুল, জামিল, হীরু, মাহাবুল, মুকুল, ফিরোজ, শাহজাদা, ইউসুফ, মিনজু, হাসি, দীনা, সাইদুর রহমান ঠান্ডু প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

টাঙ্গাইলের নাট্য আন্দোলনে এর পরের উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ' গঠন এবং পরিচালনা।

থিয়েটার ওয়ার্কশপ গঠিত হয় নবীন ও কিশোর শিল্পীদের নিয়ে। এই ওয়ার্কশপ গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল নাটক বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন।

টাঙ্গাইলের গতিশীল নাট্য আন্দোলনের সাথে তাল মিলিয়ে জেলা শিল্পকলা একাডেমী নাটক রচনা প্রতিযোগিতারও আয়োজন করে। এই প্রতিযোগিতায় মাইন উদ্দিন মানিকের ‘অপ্রিয় স্বপ্ন বৃত্তান্ত’ এবং কাদের শাহ রচিত ‘ভাগাড়’ পুরস্কৃত হয়।

এই সময়ে মঞ্চস্থ নাটকগুলির মধ্যে চমক থিয়েটারের ‘রক্তকরবী’ তে অভিনয় করে সীমা ঘোষ, রুবেল ও আতোয়ার রহমান, ‘বিসর্জন’ নাটকে খগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, দুলাল আনাহোলী, সুদীপা দাস ও বৃষ্টি, আবুল কালাম লাভু, বহুবর্ণের ‘টিনের তলোয়ার’-এ রতন চক্রবর্তী, সুমন জাহাঙ্গীর, আজাদ, ‘চাক ভাঙা মধু’ নাটকে সোহরাওয়ার্দী, কানু ভৌমিক স্মরণীয় হন। বিশেষত ‘চাক ভাঙা মধু’ নাটকের জটা চরিত্রে আব্দুর রহমান রকু, আধাপোড়া সানকী নাটকে মাধাই চরিত্রে সাঈদুর রহমান ঠান্ডু ও কুমারখালির চর নাটকের ফেরজা চরিত্রে শিলু খানের অভিনয় টাঙ্গাইলের নাটকের ইতিহাসে স্বর্ণোজ্জ্বল হয়ে থাকে।

১৯৮২ সালে সরগম সুবিনয় দাসের পরিচালনা ‘আদিপাস’ এবং বহুবর্ণ ফারুক-রক্কুর পরিচালনায় ‘ইডিপাস’ নাটকটি মঞ্চায়ন করে।

পঞ্চাশের দশকে নাটকের অংশ বিশেষের বেশ কয়েকটি একক অভিনয় মঞ্চস্থ হলেও ১৯৭৮ সালেই প্রথম টাঙ্গাইলে রবীন্দ্রনাথের ‘বিনে পয়সার ভোজ’ নাটকটিতে মাইন চিশতী অভিনয় করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরবর্তীতে সালেহ আহমেদ ঐ নাটকটি পুনরায় মঞ্চায়ন ও অভিনয় করেন। এছাড়াও মমতাজ উদ্দিন আহমেদের ‘যামিনীর শেষ সংলাপ’ নাটকের একক অভিনয়ে রূপদান করে পাবন দত্ত।

এই সময়ে আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দীনের কাহিনী অবলম্বনে মাহমুদ কামালের নাট্যরূপ দেয়া নাটক ‘আষাঢ়ের গল্প’ ভাসানী হল মিলনায়তনে মঞ্চায়িত হয়ে প্রসংশিত হয়। পরবর্তীতে এই নাটকটি জাতীয় পর্যায়ে অগ্রণী ব্যাংক পুরস্কার লাভ করে। নাগরপুরের ছেলে মতিউর রহমান রানা আশির দশকে নাট্যকার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তার কয়েকটি নাটক ঢাকা মহিলা সমিতি মঞ্চে মঞ্চায়িত হয়।

দীপালোক খেলাঘর তৌফিক আহমেদের ‘টোকাই’ নাটকটিও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে এবং জাতীয় পর্যায়ে শিশু একাডেমী পুরস্কার লাভ করে।

এই সময়ে শফিক ইমতিয়াজের ‘ডাক্তার ঘুমো’ নাটকটি মঞ্চায়ন করে ‘বৈশাখী কঁচি কাঁচার মেলা’। উন্মোচন সেনাদল রবীন্দ্রনাথের জুতা আবিষ্কার অবলম্বনে অধ্যাপক কাদের শাহের নাট্যরূপে ‘বুদ্ধিজীবী সম্মেলন’ মঞ্চায়ন হয়। মাইন উদ্দীন মানিক রচিত ‘পাথরের চোখে’ ও সিকান্দার আবু জাফরের ‘ফলাফল’ নাটক দু’টি মঞ্চায়ন হয়।

এই সময়ে বৈকালিক মঞ্চায়ন করে রতন দত্তের নির্দেশনায় ‘দেবদাস’ ও ‘সিরাজউদ্দৌলা’, বাবুল আনাহোলীর নির্দেশনায় ‘নূরলদীনের সারা জীবন’।

১৯৮০’র দশকে সৈয়দ নূরুল হুদা তার সহায়ক শক্তির সংকটে পরেছিলেন, তার মঞ্চ নির্মাণ করতো শ্রী ভানু চন্দ্র চন্দ, পানু নাগ ও নান্নু খাঁ, সংগীত পরিচালনা করতো অপারেশন চক্রবর্তী ও নিবেদিতা মন্ডল, উপকরণ সংগ্রহ করে দিত রবি সাহা ও শ্রীদাম ঠাকুর, আলোক সংযোজন করতো রুণু নিয়োগী। ৮০’র দশকে মাঝ সময়ে এসে এদের কেউই তার পাশে ছিলেন না। তবুও তিনি কয়েকটি নাটক করেছেন ‘হায়দার আলী’ ‘নায়িকার সন্ধানে ছয়টি চরিত্র’, ‘মহারাজ নন্দকুমার’ নাটকগুলো। মহারাজ নন্দকুমার নাটকটিই তার সর্ব শেষ নাটক। ৯০ দশকে তিনি আর নাটক করেননি। নাট্যঙ্গনের এই মহারথি ২০০২ সালের ২৪ ডিসেম্বর ইন্তেকাল করেন।

৯০ দশকে করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবে ফারুক-রক্কুর যুগ শুরু হলো। সে একান্তই চলতিকাল ইতিহাস নয়। করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের শতবর্ষ পূর্তি স্মরণিকায় আমার মূল প্রবন্ধ ‘টাঙ্গাইলের নাটক’ থেকে সংক্ষিপ্ত করে এই নিবন্ধ প্রকাশ করা হলো।

শতবর্ষে করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব : ছোট অনুভূতি

মামুনুর রশীদ

করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের আমার প্রথম স্মৃতি হচ্ছে পাঁচ বছর বয়সের। সিরাজদ্দৌলা নাটক হচ্ছিলো। ‘পথ হারা পাখী’ গানটি যখন আলেয়ার কণ্ঠে গীত হচ্ছিলো তখনই আমি মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু পরপর কদিন মায়ের কণ্ঠে গানটি শুনেছিলাম, সে কারণে এখনো মায়ের কণ্ঠে গাওয়া গানটিই কানে লেগে আছে। সে ১৯৫৩ সাল। নাটকটি হয়তো শেষ হয়েছিলো শেষরাতে। পট পরিবর্তনে সে সময় অনেক সময় লাগতো। কিছুই করার নেই। ভোরবেলায় দর্শকরা কাঁদতে কাঁদতে একটা বেদনার স্মৃতি নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতেন।

তারপর ষাটের দশক। করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব একটি দুর্ভেদ্য জায়গা। সেখানে সদস্য হওয়া একটি কঠিন ব্যাপার। আমার মতো এত তরুণ নাট্যকর্মীর সেখানে প্রবেশ নিষেধ। তবুও বীরেন সাহা মহাশয় এবং নূরুল হুদা সাহেব সে সময় দু’একবার আমাকে অডিশন নেবার চেষ্টা করেছিলেন। নাট্যবিতানে ১৯৬৫ সালেই আমি পরিচালক হয়ে যাই। ঐ আঠারো বছর বয়সে আমি টাঙ্গাইলের এবং ঢাকার অনেক শিল্পীদের নির্দেশনা দেয়ার সুযোগ পাই। নাট্যবিতান এ সুযোগটা সৃষ্টি করলেও টাঙ্গাইলের নাট্যসঙ্গীদের মাঝে একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সবাই আমাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শুরু করে। কিন্তু তারপর আমি আর টাঙ্গাইলে নাটক পরিচালনার সুযোগ নেইনি। সে সময় ষাটের দশকের আন্দোলনের মুখে আমিও যে রাজনীতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলাম তাতে টাঙ্গাইলের বিষয়টা আমার কাছে গৌণ হয়ে আসে। দেশ স্বাধীনের পর নাট্যবিতান আবার জাগ্রত হয়। সে সময় অনেক ভালো নাটক অভিনীত হয়। করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবও নড়েচড়ে বসে। সে সময় গোলাম আশিয়া নূরীর রচিত ‘কুমারখালীর চর’ দেশে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে। তারপর করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব আবার ধারাবাহিকতা সৃষ্টি করে।

১৯১১ সালে ক্লাবটির জন্ম। সে একটা সময়। একদিকে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়েছে, অন্যদিকে রাজার করোনেশন। চারদিকে স্কুল, কলেজ, ক্লাব প্রতিষ্ঠার ধুম। সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব। সেই সময় থেকে নাট্যচর্চা, ক্লাবঘরের পাশেই রঙ্গমঞ্চ। একসময় রঙ্গমঞ্চটিকে সিনেমা হলের কাছে ভাড়া দেওয়া হয়। সেই ভাড়ার টাকা দিয়েই চলতো ক্লাব ও নাট্য প্রযোজনার খরচ। ব্যবস্থাটা অভিনব হলেও নাট্য প্রযোজনার জন্য সময় কমে আসতে থাকে। সময়ের সাথে সাথে একটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়তে থাকে। আজকে তা এক বিশাল বাণিজ্য কমপেক্সে পরিণত হয়েছে।

টাঙ্গাইল একদা নাট্যচর্চা শুধু নয় নৃত্য, সঙ্গীতে ও কাব্যে সারাদেশে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেছে। পাশাপাশি ছিলো রাজনীতি। মওলানা ভাসানী, শামসুল হক প্রমুখ রাজনীতিবিদদের প্রত্যক্ষ প্রভাব জাতীয় রাজনীতিকে যেমন প্রভাবিত করতো তেমনি সংস্কৃতিকেও অনুপ্রাণিত করতো। এক সময় দেশের আধুনিক কবিতায় টাঙ্গাইল ছিলো অগ্রগামী, সে ধারা আজো প্রবহমান। করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব রাজনীতিকদের একটা আড্ডাস্থল হিসেবে বিবেচিত হত। অনেক সিদ্ধান্ত এখানে বসেই হতো। অনেক রাজনীতিবিদদের দূর থেকে দেখার সৌভাগ্য হতো।

আমার করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের দুর্লভ সদস্যপদটি পাওয়ার পেছনে প্রয়াত বন্ধু রহমান রক্কুর আন্তরিক উদ্যোগ ও ফজলুর রহমান ফারুকের সমর্থন আমি কায়মনোচিত্তে স্মরণ করি।

করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের কাছে আমি আরো কৃতজ্ঞ যে তারা আমার নাটকের একটি Retrospective করেছে, যে উৎসবটি শতাব্দির একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে থিয়েটার পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

অনেক নিবেদিতপ্রাণ কর্মীর একনিষ্ঠ অবদানের জন্যেই একশো বছর অতিক্রম করেছে ক্লাবটি। দেখেছি সার্বক্ষণিক পরিচালক নূরুল হুদা সাহেবকে, তারপর দেখেছি পরিচালক ফারুক রক্কুকে। অনেকদিন ধরে সাংগঠনিক হালটি ধরে এসেছেন ফজলুর রহমান ফারুক। একসময় নূরুল ইসলামকেও ভীষণ সক্রিয় দেখেছি। একটি বেদনার স্মৃতি বারবার আমাকে তাড়িয়ে বেড়ায়, আমার অকৃত্রিম বন্ধু রহমান রক্কুর অকাল প্রয়াণ। এই ক্লাবেরই একটি সংকট মোকাবেলা করতে গিয়েই আকস্মিকভাবে সে প্রাণ হারায়।

মঞ্চ নির্মাণের অসমাপ্ত কাজটি ফজলুর রহমান ফারুক এবং বর্তমান নির্বাহী কমিটি শেষ করবেন আশা করি।

আশা করি ড্রামাটিক ক্লাবের মূল কাজ নাট্যপ্রযোজনায় আবার মুখর হবে সবাই।

নাটকের প্রকৃতি ও আনুষঙ্গিক কথা

সুনীল চন্দ্র দেব

নাটক একজাতীয় সংলাপ-নির্ভর সাহিত্য-শিল্প যাতে ঘটনা ও চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে জীবনের রূপায়ন ঘটে। নাটকের প্রকৃতি বা ধরণ ও তার শিল্পরীতি বা প্রকাশ ভঙ্গির বিশেষ ঢং-এর উপরই নির্ভর করে নাটকের উৎকর্ষ-অপকর্ষ।

নাটকের কাহিনীর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ঘটনাসমূহের সমাবেশ ঘটবে। নাটকীয় ঘটনাসমূহ নাট্যস্থিত চরিত্রের মুখ নিঃসৃত সংলাপের মাধ্যমে জীবন্ত হয়ে উঠবে। এ বিষয়ে নাট্যকারকে কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে— ১. সময়ের ঐক্য : বাস্তব জীবনে একটি ঘটনা ঘটতে যতটুকু সময় লাগে, রঙ্গমঞ্চের সে ঘটনা সমপরিমাণ সময়েই ঘটবে; ২. স্থানের ঐক্য : একটি ঘটনা স্থল সাধারণ চোখে যতটুকু দেখা সম্ভবপর, রঙ্গমঞ্চের ঠিক সেই পরিমাণ ঘটনা স্থলই দর্শকদের দৃশ্যগোচর হবে; ৩. ঘটনার ঐক্য : নাটকের কাহিনী যথাযথ রাখার জন্য শুধুমাত্র বাঞ্ছনীয় দৃশ্য বা চরিত্রের সমাবেশ প্রদর্শন বাঞ্ছনীয়।

নাট্যকার নাটক লেখেন, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমে সেই নাটকের কঙ্কালদেহে প্রাণ সঞ্চার করে দর্শকদের সম্মুখে পরিবেশন করে। এককালে মঞ্চে যা রূপায়িত করা সম্ভব ছিল না, তাকে নাটক বলা হতো না। বেতার যন্ত্র আবিষ্কারের পর শুধু শুনে উপভোগের জন্যও নাটক রচিত হচ্ছে। নাটকের শব্দ মাধুর্য এবং আঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ দেখে দর্শকরা বিষাদ বা আনন্দ উপভোগ করেন, তার অন্তরালে নাট্যকারের সঙ্গে অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরও কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। বিভিন্ন ধরণের নাটক দর্শকের মনে ভিন্ন ভিন্ন রেখাপাত করে ট্র্যাজেডি নাটক দর্শকের মনে ব্যর্থতার তীব্র বেদনাবোধকে জাগ্রত করে, পক্ষান্তরে কমেডি নাটক দর্শকদের আমোদিত করে। সামাজিক নাটক ট্র্যাজেডি বা কমেডি এবং ট্র্যাজেডি-কমেডি রসের হতে পারে।

নাটক সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিরাট অবদান রাখতে পারে। দর্শকরাই নাটকের প্রধান পৃষ্ঠপোষক— এ কথা বিস্মৃত হলে চলবে না। সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক অবস্থান, নাট্য ও মঞ্চের বাস্তবতা, নাটক সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা শক্তি সম্পন্ন দর্শকের সহযোগিতায় নাট্য প্রয়োজনায় শুধু সম্ভাবনার দ্বারই উন্মুক্ত হবে না, তা একটি নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে দর্শক ও সমাজকে আনন্দ ও শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত করবে। নাটকের সার্থকতাই দর্শককে আকৃষ্ট করা ও উদ্বুদ্ধ করার মধ্যে নিহিত।

১৯৪৭-এর পর থেকে বাংলাদেশে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত নাটকের স্বতন্ত্র ধারার উদ্ভব। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে নাট্য রচনা ও নাট্য আন্দোলনের নতুন জোয়ার এসেছে বললে অত্যুক্তি হবে না। বর্তমানে মাটি ও মানুষ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা এবং মানুষের আশা, আনন্দ ও বেদনা আমাদের নাট্য সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের অভাব সত্ত্বেও বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী নিয়মিত নাটক অভিনয় করে চলেছে। দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা ও অতিরিক্ত আবেগ প্রবণতার জন্য অধিকাংশ নাট্যকার কালোত্তীর্ণ আবেদন সৃষ্টিতে ব্যর্থ হলেও ভাল নাটক যা রচিত হয়েছে তার সংখ্যা নগন্য নয়।

নাট্যকার যুগোপযোগী জীবন-ধর্মী নাটক করুক এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় ক্ষমতা গুণে দর্শক সমক্ষে রঙ্গমঞ্চে উদ্ঘাটিত হোক জীবনের কোন বিশেষ উপলব্ধি, জ্ঞান বা সত্য ও মূল্যবোধ— এই আমার কাম্য।

[১৯৮৬ সালে ক্লাবের ৭৫ বছরপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা থেকে উৎকলিত]

করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের মঞ্চায়িত নাটকের বিবরণ

গ্রন্থনায় : অধ্যক্ষ কাদের শাহ্

বৃটিশ ভারতের বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চল যা ছিলো উনিশশ'সাতচলিশের পর পূর্ব পাকিস্তান। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় অর্জনের মধ্য দিয়ে সেই পূর্ব পাকিস্তান বিশ্বের মানচিত্রে পরিচিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামে। আমাদের বাংলাদেশের সংস্কৃতির অঙ্গনে আজকের নাট্যচর্চার যে উৎকর্ষ এবং যুগের তাগিদে নবরূপ ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটেছে, তার শেকড় সুপ্রাচীন। রোমান সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতা ও চৈনিক সভ্যতার মতোই ভারতীয় সভ্যতায় নাটকের যে উন্মেষ, তার সাথে তাল মিলিয়েই বাংলা নাটকের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। চলমান নাট্যধারার ১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দে আঙ্গিক ও উপস্থাপনায় নবরূপ লাভ করে মাত্র। ভারতীয় ধর্মীয়গ্রন্থ রামায়ণ, মহাভারতসহ পুরানে নাট্যচর্চার কথা জানা যায়। আমাদের পূর্বপুরুষেরা ১৯১১ সালে টাঙ্গাইলে নাট্যচর্চার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব। এই ক্লাব এতদঞ্চলের হাতেগোনা সুপ্রাচীন নাট্যসংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠান।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ ক্লাবে নাট্যচর্চা শুরু হয়। বর্ষিয়ান নাট্যাভিনেতা, নাট্যকর্মী ও নাট্য সংগঠকদের মধ্যে যারা আমাদের মাঝে জীবিত আছেন এবং প্রয়াত নাট্যকর্মী, দর্শকনন্দিত অভিনেতা, স্বনাম খ্যাত প্রখ্যাত নাট্য পরিচালক মরহুম সৈয়দ নূরুল হুদার জীবদ্দশায় তাঁর কাছে জানা তথ্যের ভিত্তিতেই আমি ১৯১১ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত কিছু মঞ্চায়িত নাটকের নাম উল্লেখ করছি। এই সময়ের অভিনীত বেশিরভাগ নাটকের নাম যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে বিস্মৃতির আঁধারে তলিয়ে গেছে। মঞ্চায়িত নাটকগুলো হলো— কর্ণাজ্জুন, পার্থসারথী, দেবলাদেবী, চাঁদ সওদাগর, পথের শেষে। ইত্যাদি। ১৯৫৬ সাল থেকে ২০০৩ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে মঞ্চায়িত নাটকের নাম প্রকাশ করছি। যদিও তথ্য যথাযথ সংরক্ষিত হয়নি, তবুও যতটুকু সম্ভব ধারাবাহিকতা সংরক্ষণে আমি যত্নবান। ক্লাবের অধিকাংশ নাটকের পরিচালক ছিলেন মরহুম সৈয়দ নূরুল হুদা। বার্ষিক্যজনিত কারণে ১৯৮৪ সালের পর থেকে তিনি আর পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। এই সময় থেকে আজ পর্যন্ত ক্লাবের মঞ্চায়িত নাটকের পরিচালনার দায়িত্বভার তরুণ প্রতিভাবান নাট্যকর্মীরা পালন করেছেন। তারা হলেন— স্বর্গীয় সুবিনয় দাস, ফারুক-রক্কু, আলমগীর খান মেনু, নিতাই-রতন, গোলাম আম্বিয়া নূরী প্রমুখ। ধারাবাহিকভাবে নাটকের নাম— উল্কা, মায়ামৃগ, তাপসী, ডায়রীর পাতা, কেরানীর জীবন, দীপান্তর, কঙ্কাবতীর ঘাট, দেবদাস, পি-ডব্লিউ ডি, নবাব সিরাজউদ্দৌলা, টিপু সুলতান, পাহাড়ী ফুল, এক পেয়ালা কফি, ক্রীতদাসের হাসি, ভোরের মিছিল, আনারকলি, হায়দার আলী, মিশর কুমারী, শান্তি, সাহেব বিবি গোলাম, নবাব সিরাজউদ্দৌলা, মহারাজ নন্দ কুমার, খাঁচা, শতাব্দির পদাবলি, নাট্যকারের সন্ধান, ছয় চরিত্র, চারদিকে যুদ্ধ, মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত, কিনু কাহারের থিয়েটার, ক্লিয়োপেট্রা, মেরাজ ফকিরের মা, সুবচন নির্বাসনে, ময়ূর সিংহাসন (আমন্ত্রিত), ক্ষুধা, নটী বিনোদিনী, তোতারাম, কোনারাম বেচারাম, মধুরেন, কবর, জমিদার দর্পন, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌ, চাক ভাঙা মধু, মহাবিদ্যা, ঈশা খাঁ ইত্যাদি।

সুন্দর, সুষ্ঠু, আনন্দ ও কল্যাণকর জীবন গড়ায় নাটকের আলোকিত পথ সুবিন্যস্ত সরল ও সুস্পষ্ট পথ। প্রতিশ্রুতির প্রত্যয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব ঝিমিয়ে পড়া নাট্যাঙ্গনকে সক্রিয় ও সজীব করার প্রয়াসে ১৯৯৬ সালে আয়োজন করে প্রথম নাট্যোৎসব। ২০০২ সালে ক্লাব একক প্রচেষ্টায় ও অর্থায়নে আয়োজন করে টাঙ্গাইলের প্রথম নাট্য প্রতিযোগিতা। এরপর ২০০৪ সালে আয়োজন করা হয় আরো একটি নাট্যোৎসব।

আসুন, আমরা করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের এই মহতি প্রচেষ্টাকে আত্মিক সাহায্য, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার প্রাণস্পর্শ দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলি। আমাদের সকলের শ্লোগান হোক—

* দল মতের উর্ধ্বে, নাটকের মন্ত্রে। আমরা সবাই মিলি একছদ্রে।

* মাদক নয় নাটক হোক জীবনের আলোকিত পথ।

* নাটকের দ্বীপু আলোয় আমরা জীবনকে করবো জয়।

[১৯৮৬ সালে ক্লাবের ৭৫ বছরপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা থেকে উৎকলিত]

করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব নাটক ১৯৫৬ থেকে ১৯৮৬

সুবল ঘোষ

মূলত ১৯৫৬ সালের আগে করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব তথা টাঙ্গাইলের নাটকের ধারার দিকে আলোকপাত করলে দেখা যাবে ইংলিশ ‘থিয়েটার’ বাংলা যাত্রা-কড়চা ইত্যাদি গ্রাম্যতার প্রলেপে একটা আবহমান বাংলার লোকজ রূপ নিয়েছে। এটা নাটকের সর্বাঙ্গ ব্যাপী। কি অভিনয়ে, কি দৃশ্যসজ্জায়, কি রূপসজ্জায়ও সর্বত্র। এছাড়া পুরুষকেই নারী চরিত্রে অভিনয় করানোর যে গ্রামীণ রীতি— এই ক্লাবের নাটকে তারও ব্যতিক্রম হয়নি। ১৯৫৬ সালেই প্রথম একটু অন্যরকম দেখা গেলো। সৈয়দ নূরুল হুদার নেতৃত্বে করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের কয়েকজন সদস্য নাটককে থিয়েটার অর্থাৎ তৎকালীন কলকাতার ধাঁচে মঞ্চায়ন করার একটা প্রয়াস নিলেন। যার ফলে ঐ সালেই সাহেত আলজালালী (বিজু মিশ্র) এর প্রযোজনায় নীহার রঞ্জন গুপ্তের ‘উল্কা’ নাটকটি ঐ মঞ্চে মঞ্চায়িত হলো অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে। এই নাটকই সম্ভবত স্ত্রী চরিত্রে রূপদান করলেন কয়েকজন মহিলা অভিনেত্রী। ড্রামাটিক ক্লাব তথা টাঙ্গাইলে এটাই প্রথম সহ-অভিনয় (এই নাটকেই বাংলাদেশের প্রথম ছায়াছবি ‘মুখ ও মুখোশ’-এর নায়িকা পূর্ণিমা সেন অভিনয় করেছিলেন)। উল্কা তৎকালীন পূর্ববাংলার নাট্যইতিহাসে বিস্ফোরণ না হলেও স্ফূরণ তো বটে। যেহেতু এই প্রতিষ্ঠানটি ড্রামাটিক ক্লাব এবং নাট্যচর্চার প্রতিশ্রুতি নিয়েই গঠিত, সেহেতু এই ক্লাবে প্রতি বৎসর ন্যূনতম একটি নাটক মঞ্চায়িত করার রীতি এর প্রতিষ্ঠাকাল ১৯১১ সাল থেকেই প্রচলিত। বিশেষ কারণে যেমন রাজনৈতিক সঙ্কট, বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি ব্যতীত প্রতি বৎসরে ন্যূনতম একটি নাটক মঞ্চস্থ হয়ে আসছে এবং এর প্রত্যেকটি নাটকই কমবেশি দর্শক সমাদৃত।

১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ ৩০ বৎসরের ড্রামাটিক ক্লাবের নাট্য পরিক্রমায় দেখা যাবে যে, প্রায় সবগুলি নাটকই পরিচালনা করেন সৈয়দ নূরুল হুদা। রবীন্দ্রনাথের শান্তি নাটকটি অভিনীত হয় ১৯৮০ সালে। করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব নাট্যপরিচালনা পরিষদ দ্বারা যদিও নাটকটি পরিচালিত কিন্তু আসলে এ নাটক পরিচালনা করেন গোলাম আশিয়া নূরী। এরপর ১৯৮৩ ও ১৯৮৪ তে খাঁচা ও শতাব্দীর পদাবলী নাটক দু’টি সরাসরি পরিচালনা করেন সুবিনয় দাস। নির্দেশনার ক্ষেত্রে এই ক্ষুদ্র ব্যতিক্রম ছাড়া আর কিছু লক্ষণীয় নয়। আমার মনে হয় ১৯১১ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ক্লাবের মঞ্চায়িত নাটকগুলির তালিকা রাষ্ট্রবিপ্লব, স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রভৃতি কারণে বিস্তৃতির আগে হারিয়ে গেছে।

তাই ১৯৫৬ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত মঞ্চায়িত নাটকগুলোর ধারাবাহিক তালিকা তুলে ধরার প্রয়াসে ভুলত্রুটি হয়ে থাকলে সকলের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি প্রত্যাশা করছি। নাটকগুলো হলো :

১. উল্কা (১৯৫৬), ২. উল্কা, মায়ামৃগ (১৯৫৮), ৩. তাপসী (১৯৬০), ৪. তাপসী, ডায়রীর পাতা (১৯৬২), ৫. কেরানীর জীবন (১৯৬৩), ৬. দীপান্তর, কংকাবতীর ঘাট (১৯৬৫), ৭. দেবদাস, পিডব্লিউডি (১৯৬৬), ৮. সিরাজউদ্দৌলাহ (১৯৬৭), ৯. পাহাড়ি ফুল (১৯৬৮), ১০. ক্ষুধা (১৯৬৯), ১১. ক্ষুধা (১৯৭২), ১২. নটি বিনোদিনী (১৯৭৩), ১৩. এক পেয়ালা কফি (১৯৭৪), ১৪. ক্রীতদাসের হাসি (১৯৭৬), ১৫. ভোরের মিছিল (১৯৭৭), ১৬. আনার কলি (১৯৭৮), ১৭. হায়দর আলী (১৯৭৯), ১৮. মিশর কুমারী, শান্তি (১৯৮০), ১৯. সাহেব বিবি গোলাম (১৯৮১), ২০. সিরাজউদ্দৌলা (১৯৮২), ২১. মহারাজ নন্দ কুমার, খাঁচা (১৯৮৩), ২২. শতাব্দীর পদাবলী (১৯৮৪) ২৩. নাট্যকারের সন্ধানে ছয়টি চরিত্র (১৯৮৫)।

১৯৮৬ এর নাটক— চারদিকে যুদ্ধ ও মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত যা মঞ্চায়নের অপেক্ষায়। রুঢ় হলেও সত্য কথা বলতে হয় এই যে, টাঙ্গাইল তথা সারা বাংলাদেশের প্রাচীনতম এই নাট্যপ্রতিষ্ঠান নাটক করেছে অনেক, সুনাম পেয়েছে প্রচুর। তবুও এর অন্তত ৩০ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব নিজেদের রচিত কোন নাটক মঞ্চায়ন করেনি। ক্লাব সদস্য রচিত কোন নাটক ৮৬ এর ‘৭৫ বর্ষ’ পূর্তি পর্যন্ত মঞ্চায়িত হয়নি। আমরা দৃঢ়তার সাথে আশা করব, ক্লাবের শতবর্ষ পূর্তিতে আমাদের সম্মানিত সদস্য রচিত নাটক মঞ্চায়িত হলে ক্লাবের নাট্যচর্চার ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করবে।

[১৯৮৬ সালে ক্লাবের ৭৫ বছরপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা থেকে উৎকলিত]

করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব প্রতিষ্ঠা ও টাঙ্গাইলের নাট্যচর্চা দেবাশীষ দেব

টাঙ্গাইলের সংস্কৃতিসেবীদের অনেকেই জানেন, করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব ২০১১ সালে শতবর্ষ অতিক্রম করেছে। আজ ২০১৪ সালের ১৬ এপ্রিল থেকে গৌরবময় শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে পঞ্চকালব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে শতবর্ষ প্রাচীন এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় নানা উৎস থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তুলে ধরা হলো।

ইতিহাস প্রবহমান নদীর মতো— যুগে যুগে সে স্পর্শ করে যায় নানা ব্যক্তি, নানা সময়কে। করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের অনেক ইতিহাসপ্রিয় প্রবীণ সদস্য রয়েছেন যারা অনায়াসে বলে যেতে পারেন এর সোনাগি ইতিহাস। ২০০২ সালে এ ক্লাবের আয়োজনে যখন নাট্য প্রতিযোগিতা উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হল, তখন ক্লাবের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে লিখবার জন্য তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক জনাব আলমগীর খান মেনু আমাকে দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনিসহ তৎকালীন সম্মানিত সভাপতি জনাব আতাউর রহমান খান (বর্তমানেও সভাপতি), অধ্যক্ষ কাদের শাহ (প্রয়াত), মিলন সরকার (প্রয়াত) এবং আরো অনেকে এ ব্যাপারে নানা তথ্য স্মৃতি থেকে তুলে আনেন— যা আমাকে উপর্যুক্ত বিষয়ে লিখতে প্রবৃত্ত করে। এছাড়া ক্লাবের ৭৫ বর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকায় তৎকালীন সম্পাদক অধ্যাপক রণজিত কান্ত সরকার (প্রয়াত) একটি গবেষণাধর্মী নিবন্ধ, নাট্যকার গোলাম আশিয়া নূরীর অনুসন্ধানী কিছু লেখা এবং অন্যান্য উৎস থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব প্রতিষ্ঠার ইতিহাস লেখা সম্ভব হয়েছিল। এবারের লেখায় ক্লাব প্রতিষ্ঠার ইতিকথা ছাড়াও যুক্ত হলো টাঙ্গাইলের নাট্যচর্চা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী।

করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বৈচিত্র্যময়। অগণিত সংস্কৃতিসেবীদের করস্পর্শে গড়ে উঠেছে এর ভিত্তি। যতদূর জানা যায়, এর উদ্যোক্তা ছিলেন তৎকালীন সময়ের নাট্যমোদী কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানটিকে গতিময়তা দান করেন প্রখ্যাত সমাজসেবী ও প্রথিতযশা আইনজীবী অমরেন্দ্র নাথ ঘোষসহ আরো কয়েকজন সংস্কৃতিমনা ব্যক্তি। ১৯১০ সালে টাঙ্গাইলে একটি কৃষি, শিল্প ও সাংস্কৃতিক মেলার আয়োজন করা হয়। সেই মেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল নাট্যানুষ্ঠান। প্রতি রাতে টাঙ্গাইলের বিভিন্ন এলাকার শৌখিন নাট্যদল সে সময় নাটক মঞ্চস্থ করে দর্শক হৃদয় জয় করে। নাটকের সেই অভাবনীয় জনপ্রিয়তা দেখেই সম্ভবত ক'জন নাট্যরসিক গুণীজন মিলে আকুর টাকুর পাড়ায় জনৈক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের (নাম জানা যায়নি) বসতবাড়িতে ‘করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব’ গঠনের মাধ্যমে নাটকের মহড়া শুরু করেন এবং আকুর টাকুর পাড়াতেই অবস্থিত ‘লাশকাটা ঘর’ (বর্তমানে স্থানান্তরিত) এর কাছাকাছি যদুনাথ ভট্টাচার্যের ইজারাকৃত জমির উপর নাট্যমঞ্চ ও মিলনায়তন নির্মাণ করেন। এর কিছুকাল পরে অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ এই ক্লাব পুনর্গঠনে ব্যাপক অবদান রাখেন। ফলে তাঁকে এ ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে গণ্য করা হয়। ক্লাবের অফিস কক্ষটি ‘অমর স্মৃতি কক্ষ’ হিসেবে আজও তাঁর স্মৃতি ধারণ করে চলেছে। ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে খ্যাত সন্তোষের জমিদার প্রমথ রায় চৌধুরী। তারই দান করা জায়গায় নাট্যমঞ্চটি ১৯৩৫ সালে এবং ক্লাব ভবনটি ১৯৪৪ সালে (বর্তমান অবস্থান) স্থানান্তরিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে অফিস ঘরটি ছিল একটি আটচালার দোতলা টিনের ঘর। সেই অফিস কক্ষের সামনে দীর্ঘকাল ধরে লেখা ছিল ‘অমর স্মৃতি কক্ষ’ যা এখন পুনর্নির্মিত অফিস কক্ষের সামনেও যথারীতি সংরক্ষণ করা হচ্ছে। নাট্য মিলনায়তন বর্তমান জায়গায় স্থানান্তরিত হয়ে আসার পরপরই প্রখ্যাত ব্যবসায়ী ময়মনসিংহের বাসিন্দা কালী কিংকর কর এটি ভাড়া নিয়ে ‘কালী সিনেমা’ হল প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে সেই হলটি ১৯৫৮ সালে পুনর্নির্মান করা হয়। ইতোমধ্যে কালী সিনেমা হল লিজ নিয়ে আজাহার উদ্দিন তালুকদার নতুন নামকরণ করেন ‘রওশন টকিজ’। এদিকে ১৯৮৪ সালে আটচালা দোতলা দালান; পরে তিন তলার একাংশ নিয়ে বিগত ১৯৯৯ সালে নাট্য মিলনায়তন কাম রওশন টকিজ ভেঙে ফেলে বর্তমানে সেখানে নির্মাণ করা হয়েছে অত্যাধুনিক স্থাপনা ‘সিডিসি শপিং কমপেক্স’। এর উদ্বোধন করা হয় ২০০৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর। এই কমপেক্স তৈরিতে তৎকালীন সভাপতি জনাব আতাউর রহমান খান এবং সাধারণ সম্পাদক জনাব আলমগীর খান মেনুসহ নির্মাণ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ নিরলস শ্রম দিয়েছেন। শতবর্ষ ধরে এই ক্লাবের নিজস্ব কোনো নাট্যমঞ্চ ছিল না। ক্লাবের জায়গায় ভাড়া দেয়া ‘রওশন টকিজ’-এর মঞ্চে ক্লাবের বার্ষিক নাটক মঞ্চায়িত হতো। ক্লাবের বিভিন্ন সাধারণ সভায়

প্রয়াত বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং ক্লাবের সাবেক সদস্য জনাব শামসুর রহমান খান শাহজাহান ক্লাবের একটি নিজস্ব নাট্যমঞ্চ নির্মাণের প্রস্তাব উত্থাপন করতেন। বর্তমানে ক্লাব ভবনের তৃতীয় তলায় সেই কাঙ্ক্ষিত নাট্যমঞ্চটি নির্মিত হয়েছে যার উদ্বোধন করা হয় ২০০৯ সালের ১৯ আগস্ট। নাট্যমঞ্চ নির্মাণে উপদেষ্টামণ্ডলীতে ছিলেন জনাব শামসুর রহমান খান, জনাব আব্দুর রশিদ খান, জনাব ফজলুর রহমান খান ফারুক, জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব আলমগীর খান মেনু, জনাব হামিদুল হক মোহন ও জনাব গোলাম আশিয়া নূরী। নাট্যমঞ্চ নির্মাণে তৎকালীন সভাপতি বিশিষ্ট নাট্যাভিনেতা জনাব আব্দুর রহমান খান মন্টু এবং সাধারণ সম্পাদক এদেশের খ্যাতিমান নাট্যজন জনাব আব্দুর রহমান রক্কু অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। কিন্তু এর পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভের পূর্বেই আব্দুর রহমান রক্কু আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর ক্লাবের সম্মানিত সভাপতি, শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক, সাবেক গণপরিষদ ও জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব ফজলুর রহমান খান ফারুক নিজস্ব চিন্তা-চেতনায় নাট্যমঞ্চটিকে সর্বাধুনিকায়নে অভাবনীয় সহযোগিতা প্রদান করে চলেছেন। আশা করা যায়, অচিরেই এটি বেসরকারি পর্যায়ে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যমঞ্চ হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে।

নাট্যচর্চাই এক সময় করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তীতে নাট্যচর্চার পাশাপাশি সাহিত্য-সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে এ ক্লাবটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে; সঙ্গীত বিদ্যালয় পরিচালনা, নৃত্য প্রশিক্ষণসহ প্রতিটি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থেকেছে। বর্তমানেও বার্ষিক নাটক মঞ্চায়নসহ অমর একুশে, স্বাধীনতা দিবস, বর্ষবরণ, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী, বিজয় দিবসসহ নানা অনুষ্ঠান সফলতার সাথে আয়োজন করা হয়।

এই ক্লাবের শতবছরের ইতিহাসে অনেক গুণী শিল্পীর পদচারণা ঘটেছে। অনেকের কথাই আজ স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে। তবু প্রাতঃস্মরণীয় ক'জন নাট্যশিল্পীর নাম এখনও আমাদের স্মৃতিতে অমলিন। এরা হলেন— প্রয়াত সৈয়দ নূরুল হুদা, খগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, বীরেন্দ্র কুমার সাহা, সৈয়দ নূরুল হুদা, ভানু চন্দ, অমরেশ চক্রবর্তী, বদিউজ্জামান যাদু, ইসরাইল হোসেন, লক্ষণ নন্দী, মাহফুজুর রহমান, সুনীল দেব, সুবিনয় দাস, শামসুর রহমান খান শাহজাহান, মোহাম্মদ আলী মিঞা, স্বপন দাস, মিলন সরকার, শামসুদ্দিন আহমেদ, রতন চক্রবর্তী, মোঃ সোহরাওয়ার্দী, আব্দুর রহমান রক্কু, তারাপদ দে, অজিত বন্ধু দত্ত, দুলাল আনোহলী, কাদের শাহ প্রমুখ।

বর্তমানে জীবিত প্রখ্যাত নাট্যশিল্পীদের মধ্যে আছেন আব্দুর রহমান খান মন্টু, হামিদুল হক মোহন, ফারুক কোরেশী, শহীদ আনোহলী, নিতাই চন্দ্র গৌড়, রতন দত্ত। এছাড়া ক্লাবের নাটকে নিয়মিতভাবে অভিনয় করে চলেছেন আবুল কালাম আজাদ বীরবিক্রম, আমিনুল হক লাল, জাকির হোসেন, ডাঃ রতন চন্দ্র সাহা, দেবাশীষ দেব, ইউসুব খান, শাহ মোঃ ইছরাইল বিলাহ, দিলীপ কুমার চন্দ্র বাসু, তুলসী দাস সরকার, সাইদুর রহমান ঠান্ডু, সাম্য রহমান, শহিদুল ইসলাম স্বাধীন, দুলাল চন্দ্র সাহা, শাহ মেহেদী মাসুদ (সুমন), পল্টন দত্ত, সুবীর দেব, সোহানী মোঃ আওরঙ্গজেব চৌধুরী পলাশ প্রমুখ।

করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবে রয়েছেন দু'জন প্রথিতযশা নাট্যকার। এরা হলেন— মামুনুর রশীদ ও গোলাম আশিয়া নূরী। এরা নাটক লেখার পাশাপাশি সফল নির্দেশক হিসেবেও স্বীকৃত। এছাড়া আলমগীর খান মেনুও বেশ কয়েকটি নাটক রচনা করেছেন এবং নাটকে নির্দেশকের দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে ক্লাব সদস্যদের মধ্যে নাট্যনির্দেশক হিসেবে আরও যারা সফলতা অর্জন করেছেন, তাঁরা হলেন— ফারুক কোরেশী, নিতাই লাল গৌড়, রতন দত্ত প্রমুখ। নাট্যশিল্পীর পাশাপাশি ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে একসময় সঙ্গীত জগতেও কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পী হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। এদের মধ্যে তারাপদ দে, রতন চক্রবর্তী অন্যতম। বর্তমানে টাঙ্গাইলের গণসঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম এলেন মলিক নিয়মিত সঙ্গীতচর্চা করে যাচ্ছেন।

টাঙ্গাইল সাংস্কৃতিক চর্চার উর্বর ভূমি। সেই বৃটিশ রাজত্বের সময়কালে সন্তোষ, করটিয়া, মির্জাপুর, নাগরপুর, মহেড়া, এলেক্সা প্রভৃতি এলাকার জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় টাঙ্গাইলের নাট্যচর্চা বিকশিত হয়েছে। আর সেই বিকাশের ধারায় পরবর্তীকালে যুক্ত হয়েছে করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব। এ ক্লাব প্রতিষ্ঠার পর থেকে একে একে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন নাট্য সংগঠন। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হলো— ফ্যাকাশে সম্মিলনী, চালক সম্মিলনী, থানাপাড়া সমিতি, অংকুর মজলিশ, প্রগতি মজলিশ নামের সংগঠনগুলো। দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা মির্জাপুরে নিজ উদ্যোগে আধুনিক ধারার নাটক মঞ্চায়নের সূত্রপাত ঘটান। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর টাঙ্গাইলের নাট্যচর্চা বহুমাত্রিক রূপ লাভ করে। এসময় নাট্য বিতান, নাট্যমহল, সরগম, বি.বি.সি, সুরবাণী শিল্পী গোষ্ঠী, কলৌল, চম্পক, থানাপাড়া ক্লাব, জোনাকী প্রভৃতি নাট্য সংগঠনগুলো বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় নাটক মঞ্চস্থ করে দর্শকপ্রিয়তা লাভ করে।

স্বাধীনতা লাভের পর দর্শনীর বিনিময়ে নাটক প্রদর্শনের সূচনা করে নাট্য বিতান, সরগম, চম্পক, থিয়েটা প্রভৃতি গোষ্ঠীগুলো। স্বাধীনতার পর ১৯৭৬ সালে টাঙ্গাইলে নাট্যোৎসবের সূচনা ঘটে। সে বছর নাট্য প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে নাট্য বিতান পরিবেশিত ফারুক-রক্কু নির্দেশিত ‘চাক ভাঙ্গা মধু’ এবং দ্বিতীয় স্থান লাভ করে চম্পক পরিবেশিত সাজ্জাদ কাদির নির্দেশিত ‘স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা’ নাটক। এ উৎসবের পর থেকে টাঙ্গাইলের নাট্যচর্চায় বেগবান হয়ে ওঠে- অন্বেষণ, বহুবর্ণ, থিয়েটার ইউনিট ইত্যাদি নাট্যসংগঠনগুলো। ১৯৭৭, ১৯৮০, ১৯৮১ সালে শিল্পকলা একাডেমী আয়োজন করে নাট্যোৎসবের। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য নাট্যদল কামরুজ্জামান খান প্রতিষ্ঠিত মফস্বল নাট্য সম্প্রদায়, কল্যাণ থিয়েটার, চৌকস গ্রুপ থিয়েটার, নান্দীকার, বৈকালিক, উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী ইত্যাদি। ১৯৯৫ সালে তৎকালীন সভাপতি জনাব ফজলুর রহমান খান ফারুক এবং সম্পাদক নূরুল ইসলামের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এদেশের মঞ্চ ও টিভি নাটকের জনপ্রিয় নাট্যকার মামুনুর রশীদের ৫টি নাটক নিয়ে নাট্য উৎসব। নাটকগুলো ছিল- ইবলিশ, পাথর, রাষ্ট্র বনাম, মানুষ ও জয় জয়ন্তী। ৫দিন ব্যাপী নাট্য উৎসবটি স্থানীয় ভাসানী হল মঞ্চে মঞ্চায়িত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে দেশের প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব আতাউর রহমান, রামেন্দু মজুমদার, আসাদুজ্জামান নূর, আলী যাকের, সারা যাকেরসহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতি ছিলেন এবং নাট্য বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা উপস্থাপন করে টাঙ্গাইলের নাট্যমোদী দর্শকবৃন্দকে মোহিত করেছিলেন। কবি নির্মলেন্দু গুণসহ বেশ ক’জন কবি-সাহিত্যিকও উৎসবে উপস্থিতি থেকেছেন।

এটা দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, আশির দশকের পরে বেশ ক’বছর টাঙ্গাইলের নাট্যঙ্গন ঝিমিয়ে পড়েছিল। তবে আশার কথা, ২০০২ সালে করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব নাট্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করে টাঙ্গাইলের নাট্যমোদী দর্শক ও নাট্যদলগুলোর মধ্যে একটা প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় সংকেত নাট্যদল, থিয়েটার টাঙ্গাইল, ধনবাড়ি নাট্য পদাতিক, টাঙ্গাইল থিয়েটার, শুভরাত্রি নাট্যদল, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, নাট্যম টাঙ্গাইল, নাট্যস্রোত, টাঙ্গাইল নাট্যসম্প্রদায়, নগর নাট্যদল, নাট্য বিতান ও করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব। এরপর নাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ২০০৪ সালে। এতে মোট তেরটি নাট্যসংগঠন নাটক মঞ্চায়নের জন্য আবেদন করে। সেখান থেকে আটটি দলকে মনোনীত করে উৎসবে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়। এগুলো হচ্ছে- নাট্য বিতান, সংকেত নাট্যদল, নগর নাট্যদল, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, শুভরাত্রি নাট্যদল, কল্যাণ থিয়েটার, টাঙ্গাইল সমমনা সাংস্কৃতিক পরিষদ, টাঙ্গাইল নাট্য সম্প্রদায়। এসব দলের উল্লেখযোগ্য নাট্যশিল্পীরা হলেন- করুণাকিংকর চক্রবর্তী, সরদার আজাদ, সোমনাথ লাহিড়ী, শাহীন হাজারী, চন্দন বসাক, রাজীব, মোহসীন, পাপন, নাসরিন, লোপা, স্নিগ্ধা, মোস্তাক, টিটো, উৎপল, শোভন, তানিয়া, সুব্রতরঞ্জন, বাসুদেব, শ্যামলী, নিলু, টুম্পা, রিফাত পারভীন হৃদয়, জীবন, রাসেল প্রমুখ। প্রতিপ্রতিশীল নাট্যকারদের মধ্যে অন্যতম তৌফিক আহমেদ, জাকির হোসেন, তালহা আল মাহমুদ খান প্রমুখ।

বর্তমানে টাঙ্গাইল শহরকেন্দ্রিক নাট্যদলগুলোর মধ্যে করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব প্রতিবছর অন্তত একটি করে নিয়মিতভাবে নাটক মঞ্চায়ন করে চলেছে। এবছর (২০১৪) শতবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে ক্লাবের উদ্যোগে মঞ্চায়িত হবে মীর মশাররফ হোসেনের কালজয়ী নাটক জমিদার দর্পণ। করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব ছাড়া অনিয়মিতভাবে টাঙ্গাইলের ভাসানী হল এবং শহীদ মিনার চত্বরসহ বিভিন্ন জায়গায় যারা নাটক মঞ্চায়ন করে টাঙ্গাইলের নাট্যচর্চাকে সজীব রেখেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম নাট্য সংগঠন হচ্ছে- নাট্যবিতান, নাট্যমহল, কল্যাণ থিয়েটার, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, মফস্বল, চম্পক নাট্যগোষ্ঠী, বৈকালিক, সংকেত নাট্যদল, নগর নাট্যদল, নাট্যম, নাট্যস্রোত, আনন্দ নাট্যদল, আনন্দ কিশোর নাট্যদল, পূর্বাচল, টাঙ্গাইল নাট্যসম্প্রদায়, প্রগতি নাট্যদল, জাগরণ, সমমনা সাংস্কৃতিক পরিষদ, সংশ্লিষ্ট নাট্যগোষ্ঠী, থিয়েটার টাঙ্গাইল, টাঙ্গাইল থিয়েটার, শুভ রাত্রি নাট্যগোষ্ঠী, গালা ভূমিহীন নাট্যদল, আমরা করবো জয়, জেলা শিল্পকলা একাডেমী ইত্যাদি। এছাড়া নাট্যফোরাম টাঙ্গাইল এর উদ্যোগে মাঝে মাঝে নাট্য উৎসব এবং পথনাট্য উৎসবের আয়োজন করা হয়।

আমার লেখায় অনেক গুণী নাট্যশিল্পী এবং সাম্প্রতিক কালের অভিনেতা-অভিনেত্রীর নাম অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাদ পড়ে থাকতে পারে। আমি কেবল আজকের প্রজন্মকে টাঙ্গাইলের গৌরবময় নাট্যচর্চার একটা সমৃদ্ধ ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম মাত্র। আমাদের প্রত্যাশা, বর্তমানের সক্রিয় নাট্যশিল্পীরা ক্রমাগত সাধনায় আরো উজ্জ্বল ইতিহাসের জন্ম দিয়ে টাঙ্গাইলের নাট্যঙ্গনকে সজীব করে তুলবেন।

মুজিব মানে মুক্তি

নির্মলেন্দু গুণ

মুজিব মানে আর কিছু না
মুজিব মানে মুক্তি;
পিতার সাথে সন্তানের ঐ
না-লেখা প্রেম চুক্তি।

মুজিব মানে আর কিছু না
মুজিব মানে শক্তি;
গর্বিত শির বীর-বাঙালির
চিরকালের ভক্তি।

মুজিব মানে আর কিছু না
এক-যমুনা রক্ত;
মুজিব মানে সমাজতন্ত্র
আমি মুজিব ভক্ত।

দুঃখ-কষ্ট

রফিক আজাদ

পাখি উড়ে চলে গেলে পাখির পালক পড়ে থাকে।

পাখি উড়ে গেলে তার নরম পালক
কঠিন মাটিতে পড়ে থাকা ঠিক নয়—
এই ভেবে কষ্ট পেয়েছিলে;

তুমি চলে গেলে দূরে
নিঃশব্দ, রিক্ত পাখির পালকসম একা পড়ে থাকি।

পরিত্যক্ত পালকের প্রতি মমতাবশত
একদিন, কোনো-এক কালে, তুমি কষ্ট পেয়েছিলে;
নাকি খুব সাধারণভাবে বলেছিলে—
‘পাখির পালক খসে গেলে কষ্ট পাই?’
দুঃখ নয়, সাধারণ কষ্টের কথাই বলেছিলে?
দুঃখ ও কষ্টের মধ্যে পার্থক্য অনেক :
বহু রক্তক্ষরণের পর শব্দ দু’টির যথার্থ্য বোঝা যায়!
আমার তো অর্ধেক জীবন চলে গ্যালো
নেহাৎ মামুলি দু’টি শব্দ আর তার মানে খুঁজে পেতে।

বুকের গোপনে আজো খুব দুঃখ পাই,
পনেরো বছর আগে তুমি খুব সাধারণ ‘কষ্ট’ পেয়েছিলে?
উচ্চারিত তোমার শব্দের বড় ভুল মানে ক’রে
আজো আমি ‘দুঃখ’— এই দুঃখজনক শব্দের সাথে
ভাগ ক’রে নিই রাতে আমার বালিশ ॥

[জন্ম : ২০.০১.১৯৪৩, গুণি, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল।]



নিরুদ্দেশ

সায়াদ কাদির

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়।

অন্যমনে অন্ধকারকে আয়না ক'রে

নিজের মুখ দেখে ফেলি :

কী ভীষণ ভেজা ও ক্লান্ত!

সম্প্রতি এই এক হলুদাভ বিপদ ঘটেছে :

চোখেমুখে কিছু অসুবিধা

কিছু যোগাযোগহীনতা

আমাকে অত্যন্ত করুণ বানিয়ে

সম্ভ্রষ্ট করেছে

ঈশ্বরের দু'একজন নষ্ট প্রতিবেশীকে।

স্বয়ং জেনেছি সন্ধানে :

শংকাতুর করেছে আমায়

এক প্যাঁচা ও এক রোমশ পাষাণ,

অন্ধকারের সংগত সুযোগে যারা

বেরিয়েছে লোকালয়ে,

উজ্জ্বল দুপুরকে

মোহময়ী রাত্রিকে

আমার শুদ্ধ কণ্ঠের সুগন্ধকে

যারা চায়

তীক্ষ্ণ চিৎকারে ছিন্ন ক'রে দিতে।

মাঝরাতে ঘুমে ভেঙে যায় ॥

[জন্ম : ১৪.০৪.১৯৪৭, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল।]

মানুষের কাছে

মাহবুব সাদিক

ফিরে আসি

চারদিকে উদ্ধত মানুষ, তার ক্লেশ ও কুসুম-
স্তিমিত বিষণ্ণ দিনে ফিরে আসি নির্বাকব একা,
চারদিকে দ্রাস, মানুষের ভেতরে খুলে যায়
কোষবদ্ধ তরবারি, তবু কঠিন ডাঙার দিকে
ফিরে আসা চেউয়ের মতো ফিরে আসি বারবার,
রোয়াকে সঙ্গমরত পায়রার দিকে চাই
চারপাশে মেলে রাখি চোখ- যদি ভালোবাসা

হীরের ঔজ্জ্বল্যে কোনো দম্পতিকে মোহন সাজায়;

ফিরে আসি প্রাত্যহিক ভূতগ্রস্ততায়

দৌড়বাজ মানুষের মতো কনুই চালাই-

তপ্ত তামাতে রঙের ফেনা জমে আমার ঠোঁটের ফাঁকে

আসি, যদি মানবিক স্বরগ্রামে ঈশ্বরের মতন কেউ

গেয়ে ওঠে পরিব্রাজগীতি;

জানি আমার লুপ্তির সাথে ধ্বংস হবে আমার পৃথিবী,

একদিন সন্ধ্যা তার অলস তন্দ্রা ছুঁড়ে ফেলে

আকাশ নীলের থেকে মানুষের বোধের আড়ালে

ঝাঁপিয়ে পড়বে এসে রণোন্মত্ত পৃথিবীতে-

তেজস্ক্রিয়তায় ভরে যাবে খুদ-কুঁড়ো

স্বপ্নের ভেতর মহলে ধ্বংস তার সাধ্যমতো ভাঙ ভরে দেবে;

তবু আসি ধ্বংস, উলাস ও মূর্খতা ভুলে

যদি মানুষেরা ভালোবাসা শেখে

যদি মানবিক বোধ সবুজাভ ডালপালা গোপনে ছড়ায়।

[জন্ম : ২৫.১০.১৯৪৭, আইসরা, বাসাইল, টাঙ্গাইল।]

সোহাগী

এ.কে.এম. শহীদুল হক

পথের ধারে এক ছোট্ট মেয়ে।
সারাদিন খেলা করে
ধুলো মাটি নিয়ে ॥
চুলে তার নেই তেল
উকুনেতে ভরা।
তালি দেয়া জামা গায়ে
খানিকটা তার ছেঁড়া ॥

সময়েতে খাবার সে
পায় নাকো খেতে।
মাঝে মাঝে কান্নায়
উঠে শেষে মেতে ॥
কেহ তাকে দেয় গাল
কেহ দেয় চড়।
সারাদিন খায়নি সে
রাখে না খবর ॥

হাতে পেলে পয়সা
খিলখিল হাসে।
মোয়া-মুরকি কিনে
খায় বসে বসে ॥
বাবার কথা তার
কিছু মনে পড়ে।
মারা গেছে অনেকদিন
ট্রাকে চাপা পড়ে ॥

ঠেলা গাড়ি ঠেলতো সে
ঘুরে পথে পথে।
বাড়ি ফিরে আসতো সে
অনেকখানি রাতে ॥
বাদাম বিস্কুট তাকে
কিনে এনে দিতো।
আদর সোহাগ করে
কোলে তুলে নিতো ॥

মার কথা মনে হলে
কেঁদে হয় আকুল।
মাকে যে হারিয়ে তার
গেছে সব কূল ॥
সেই যে ঝড়ের রাতে
কটি লোক এলো।
জোর করে মাকে তারা
ধরে নিয়ে গেল।

কত যে কান্না আর
আকুতি মিনতী।
লজ্জায় ঘৃণায় মা তার
দেয় আত্মহুতি ॥

বাপের সোহাগী মেয়ে
মায়ের সোহাগী।
সেই থেকে পথে পথে
ঘুরে একাকী ॥

ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ



শামছ উদ্দিন আহমেদ
সভাপতি



শওকত আলী তালুকদার
সভাপতি



মফিজুর রহমান
সভাপতি



আলমগীর খান মেনু
সভাপতি

ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ



সামছুল ইসলাম সিদ্দিকী
সভাপতি



আব্দুর রহমান খান মন্টু
সভাপতি



তারাপদ দে
সাধারণ সম্পাদক



রণজিত কান্ত সরকার
সাধারণ সম্পাদক

ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ



নূরুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক



মাহফুজুর রহমান
সাধারণ সম্পাদক



মোয়াজ্জেম হোসেন খান
সাধারণ সম্পাদক



আব্দুল খালেক
সাধারণ সম্পাদক

ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ



সুবল চন্দ্র ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক



আব্দুর রহমান রক্কু
সাধারণ সম্পাদক



মোঃ সোহরাওয়ার্দী
সাধারণ সম্পাদক



ফারুক আহমদ
সাধারণ সম্পাদক

কার্যনির্বাহী পরিষদ ২০১২-১৩



ফজলুর রহমান খান ফারুক
সভাপতি



এ.কে.এম শহীদুল হক
সহ-সভাপতি



উদয় শংকর ঘোষ
সহ-সভাপতি



ফারুক আহমদ
সাধারণ সম্পাদক



মোঃ মহব্বত হোসেন খান
যুগ্ম-সম্পাদক



শহিদুল ইসলাম স্বাধীন
যুগ্ম-সম্পাদক



সৈয়দ মাহমুদ তারেক পুলু
নাট্য সম্পাদক



এলেন মলিক
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক

কার্যনির্বাহী পরিষদ ২০১২-১৩ : সদস্যবৃন্দ



আতাউর রহমান খান



রমেশ চন্দ্র সাহা



মোঃ মোস্তফা খান



ফারুক কোরেশী



আবুল কালাম আজাদ বীরবিক্রম



খঃ আশরাফউজ্জামান স্মৃতি



শাজাহান চৌধুরী



এম.এ. রকিব খান শামিম



চন্দন সরকার (ঘত)



মোঃ রেজাউর রহমান চঞ্চল



সুবীর কুমার দেব



বিপ্লব দত্ত পল্টন



সোহানী মোঃ আওরঙ্গজেব চৌধুরী (পলাশ)

কার্যনির্বাহী পরিষদ ২০১৪-১৫



আতাউর রহমান খান
সভাপতি



খঃ আশরাফউজ্জামান স্মৃতি
সহ-সভাপতি



আবুল কালাম আজাদ বীরবিক্রম
সহ-সভাপতি



মোঃ মহব্বত হোসেন খান
সাধারণ সম্পাদক



সৈয়দ মাহমুদ তারেক পুলু
যুগ্ম-সম্পাদক



শাজাহান চৌধুরী
যুগ্ম-সম্পাদক



সাম্য রহমান
নাট্য সম্পাদক



এলেন মলিক
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক

কার্যনির্বাহী পরিষদ ২০১৪-১৫ : সদস্যবৃন্দ



ফজলুর রহমান খান ফারুক



এ.কে.এম শহীদুল হক



আব্দুর রহমান (মন্টু)



উদয় শংকর ঘোষ



শাহনেওয়াজ খান উল্কা



শহিদুল ইসলাম স্বাধীন



সিরাজুল হক আলমগীর



এম.এ. রকিব খান শামিম



এ.কিউ.এম জাকারীয়া (ফুলু)



সুজয় সরকার



সোহানী মোঃ আওরঙ্গজেব চৌধুরী (পলাশ)



মাহবুবুল হক ভূইয়া



এস.এম. জগলুল হায়দার চৌধুরী জিন্নাহ

কার্যনির্বাহী পরিষদ ১৯৮৬

সভাপতি	:	জনাব শামসুর রহমান খান
সহ-সভাপতি	:	জনাব মীর নূরুল ইসলাম
সম্পাদক	:	শ্রী রনজিৎ কান্ত সরকার
সহ-সম্পাদক	:	জনাব আবুল হোসেন (আবু)
সহ-সম্পাদক	:	জনাব ওয়াজেদ আলী খান
নাট্য সম্পাদক	:	শ্রী সুনীল চন্দ্র দেব
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	জনাব দুলাল আনোহলী
মঞ্চ ব্যবস্থাপক	:	জনাব আবু রইছ খান
ক্রীড়া ব্যবস্থাপক	:	জনাব আবদুল খালেক
কার্যনির্বাহী সদস্য	:	জনাব সিরাজুল হক (ক্ষিরা)
		জনাব সৈয়দ শামসুল বারী (আলো)
		জনাব আলমগীর খান মেনু
		জনাব মোঃ সোহরাওয়ার্দী
		জনাব মোঃ ফজলুল হক
		জনাব গোলাম আশিয়া নূরী
		জনাব আব্দুর রশিদ খান
		জনাব মোঃ শামছ উদ্দিন আহমেদ

কার্যনির্বাহী পরিষদ ১৯৮৭

সভাপতি	:	জনাব শামসুর রহমান খান
সহ-সভাপতি	:	জনাব মোহাম্মদ আলী মিয়া
সম্পাদক	:	জনাব কাজী সাকেরুল মওলা
সহ-সম্পাদক	:	জনাব আবুল হোসেন (আবু)
সহ-সম্পাদক	:	জনাব এ.এম সামসুল করিম (নীলু)
নাট্য সম্পাদক	:	জনাব এ.এম. এনায়েত করিম
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	জনাব শামসুল আলম
কার্যনির্বাহী সদস্য	:	জনাব আমিনুল ইসলাম তালুকদার
		জনাব ইসমাইল হোসেন
		শ্রী তারাপদ দে
		শ্রী ভানু চন্দ
		জনাব মাহফুজুর রহমান
		জনাব মোঃ ফজলুল হক
		শ্রী সুবিনয় দাস
		জনাব সৈয়দ সামছুল হুদা (ইয়াকুব)

কার্যনির্বাহী পরিষদ ১৯৮৮

সভাপতি	:	জনাব মোহাম্মদ আলী মিঞা
সহ-সভাপতি	:	জনাব সৈয়দ নূরুল হুদা
সম্পাদক	:	জনাব নূরুল ইসলাম
সহ-সম্পাদক	:	জনাব আবুল হোসেন (আবু)
সহ-সম্পাদক	:	জনাব এ.এম. শামসুল করিম (নীলু)
নাট্য সম্পাদক	:	বাবু সুনীল চন্দ্র দেব
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	জনাব শামছুল আলম
কার্যনির্বাহী সদস্য	:	বাবু অজিত বন্ধু দত্ত
	:	বাবু গোপাল চন্দ্র দত্ত
	:	জনাব মাহফুজুর রহমান
	:	জনাব মোঃ সোহরাওয়ার্দী
	:	জনাব শহীদ আনোহলী
	:	জনাব খন্দকার আব্দুল লতিফ
	:	জনাব ইসমাইল হোসেন (চারু)
	:	বাবু সুবল চন্দ্র ঘোষ
	:	জনাব কাজী সাকেরুল মওলা
	:	বাবু রনজিত কান্ত সরকার

কার্যনির্বাহী পরিষদ ১৯৮৯

সভাপতি	:	জনাব মোঃ হবিবুর রহমান মিয়া
সহ-সভাপতি	:	বাবু সুনীল চন্দ্র দেব
সম্পাদক	:	জনাব মাহফুজুর রহমান
সহ-সম্পাদক	:	জনাব সৈয়দ আলী নেওয়াজ
সহ-সম্পাদক	:	জনাব আজিজুল হক হীরা
নাট্য সম্পাদক	:	বাবু মিলন সরকার
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	জনাব আব্দুল ওয়াহেদ লিচু
কার্যনির্বাহী সদস্য	:	জনাব আমিনুল ইসলাম তালুকদার
	:	জনাব বেলায়েত হোসেন
	:	জনাব আব্দুল গফুর সিদ্দিকী
	:	জনাব এ.এম. শামসুল করিম নীলু
	:	জনাব আশরাফ আলী
	:	জনাব শামছুল ইসলাম সিদ্দিকী
	:	বাবু গোপাল চন্দ্র দত্ত
	:	জনাব সৈয়দ শামছুল বারী (আলো)

কার্যনির্বাহী পরিষদ ১৯৯০

সভাপতি	:	জনাব মির্জা তোফাজ্জল হোসেন
সহ-সভাপতি	:	শ্রী তারাপদ দে
সম্পাদক	:	জনাব কাজী সাকেরুল মওলা
সহ-সম্পাদক	:	জনাব এ.এম. শামসুল করিম নীলু
সহ-সম্পাদক	:	জনাব এস.এম. আব্দুল কাদের
নাট্য সম্পাদক	:	জনাব এ.এম. এনায়েত করিম
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	জনাব ওয়াজেদ আলী খান
কার্যনির্বাহী সদস্য	:	জনাব আব্দুর রহমান রক্কু বাবু সুনীল চন্দ্র দেব জনাব ফারুক কোরেশী জনাব শহীদুল ইসলাম স্বাধীন বাবু ভানু চন্দ জনাব মীর আজগর আলী পূর্ণ বাবু মিলন সরকার জনাব মাহফুজুর রহমান জনাব শামছ উদ্দিন আহমেদ জনাব ফজলুর রহমান খান ফারুক

কার্যনির্বাহী পরিষদ ১৯৯১

সভাপতি	:	জনাব মির্জা তোফাজ্জল হোসেন
সহ-সভাপতি	:	বাবু খগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস
সম্পাদক	:	জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন খান
সহ-সম্পাদক	:	বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ নন্দী
সহ-সম্পাদক	:	জনাব আব্দুর রহমান রক্কু
নাট্য সম্পাদক	:	বাবু সুনীল চন্দ্র দেব
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	বাবু রতন চক্রবর্তী
কার্যনির্বাহী সদস্য	:	জনাব মফিজুর রহমান জনাব সৈয়দ সামছুল বারী (আলো) জনাব মোঃ সোহরাওয়ার্দী এডভোকেট জনাব সামছুল ইসলাম সিদ্দিকী বাবু সুকুমার সাহা জনাব শহীদুল ইসলাম স্বাধীন জনাব শহীদ আনাহোলী জনাব মাহফুজুর রহমান জনাব অধ্যাপক এস.এম. আব্দুল কাদের জনাব আমজাদ হোসেন খান

কার্যনির্বাহী পরিষদ ১৯৯২

সভাপতি	:	জনাব মোহাম্মদ আলী মিঞা
সহ-সভাপতি	:	জনাব মাহফুজুর রহমান
সম্পাদক	:	জনাব আবদুল খালেক
সহ-সম্পাদক	:	জনাব মীর আজগর আলী (পূর্ণ)
সহ-সম্পাদক	:	জনাব এ.এম সামসুল করিম (নীলু)
নাট্য সম্পাদক	:	আসাদ উদ্দিন চৌধুরী
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	জনাব খঃ আবুল কালাম আজাদ বীরবিক্রম
কার্যনির্বাহী সদস্য	:	জনাব ওয়াজেদ আলী খান
	:	জনাব আলমগীর খান মেনু
	:	জনাব আব্দুর রহমান রককু
	:	জনাব আবদুল গফুর সিদ্দিকী
	:	জনাব আবদুল ওয়াহেদ লিচু
	:	জনাব ফারুক কোরেশী
	:	জনাব ইসমাইল হোসেন (চারু)
	:	জনাব মোঃ সোহরাওয়ার্দী
	:	জনাব খঃ আবদুল লতিফ
	:	বাবু জিতেন্দ্র কুমার ভৌমিক

কার্যনির্বাহী পরিষদ ১৯৯৩

সভাপতি	:	জনাব আব্দুর রশীদ খান
সহ-সভাপতি	:	শ্রী তারাপদ দে
সম্পাদক	:	জনাব মফিজুর রহমান এডভোকেট
সহ-সম্পাদক	:	জনাব আব্দুর রহমান রককু
সহ-সম্পাদক	:	জনাব মোঃ সোহরাওয়ার্দী
নাট্য সম্পাদক	:	জনাব ওয়াজেদ আলী খান
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	জনাব আবদুল ওয়াহেদ লিচু
কার্যনির্বাহী সদস্য	:	জনাব আলমগীর খান মেনু
	:	জনাব সৈয়দ শামছুল বারী (আলো)
	:	জনাব আশরাফ আলী
	:	জনাব মোঃ মাইন উদ্দিন
	:	জনাব এ.এম. এনায়েত করিম
	:	জনাব ফারুক কোরেশী
	:	জনাব মীর আজগর আলী (পূর্ণ)
	:	বাবু সুনীল চন্দ্র দেব
	:	জনাব সৈয়দ উদ্দিন আহম্মদ
	:	বাবু প্রীতিশ চন্দ্র নিয়োগী

কার্যনির্বাহী পরিষদ ১৯৯৪

সভাপতি	:	জনাব আবদুর রশিদ খান
সহ-সভাপতি	:	বাবু সুকুমার সাহা
সম্পাদক	:	জনাব নূরুল ইসলাম
সহ-সম্পাদক	:	জনাব মোঃ সোহরাওয়ার্দী
সহ-সম্পাদক	:	জনাব আব্দুর রহমান রক্কু
নাট্য সম্পাদক	:	বাবু সুনীল চন্দ্র দেব
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	বাবু তারাপদ দে
কার্যনির্বাহী সদস্য	:	জনাব ওয়াজেদ আলী খান জনাব আলমগীর খান মেনু জনাব এ.এম. এনায়েত করিম বাবু রতন চক্রবর্তী জনাব ফারুক কোরেশী জনাব শহীদ আনোহলী বাবু নিতাই লাল গৌড় জনাব মাইন উদ্দিন চিশতী জনাব শামছুল আলম জনাব শাহ মোঃ আঃ কাদের

কার্যনির্বাহী পরিষদ ১৯৯৫

সভাপতি	:	জনাব ফজলুর রহমান খান ফারুক
সহ-সভাপতি	:	বাবু তারাপদ দে
সম্পাদক	:	জনাব নূরুল ইসলাম
সহ-সম্পাদক	:	বাবু সুনীল চন্দ্র দেব
সহ-সম্পাদক	:	জনাব মোঃ সোহরাওয়ার্দী
নাট্য সম্পাদক	:	জনাব আব্দুর রহমান রক্কু
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	বাবু রতন চক্রবর্তী
কার্যনির্বাহী সদস্য	:	বাবু মিলন সরকার জনাব ফারুক কোরেশী জনাব খঃ আবুল কালাম আজাদ বীরবিক্রম জনাব শেখ মোঃ শাহ নেওয়াজ জনাব মোঃ মাইন উদ্দিন জনাব ফারুক আহমদ জনাব শাহীনুর ইসলাম জনাব মোঃ মহব্বত হোসেন খান বাবু পরিমলেন্দু নন্দী জনাব আলহাজ মতিয়ার রহমান খান

কার্যনির্বাহী পরিষদ ১৯৯৬

সভাপতি	:	জনাব ফজলুর রহমান খান ফারুক
সহ-সভাপতি	:	বাবু তারাপদ দে
সম্পাদক	:	জনাব নূরুল ইসলাম
সহ-সম্পাদক	:	জনাব মোঃ সোহরাওয়ার্দী
সহ-সম্পাদক	:	বাবু মিলন সরকার
নাট্য সম্পাদক	:	জনাব আবুল কালাম আজাদ বীরবিক্রম
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	জনাব শাহীনুর ইসলাম খান
কার্যনির্বাহী সদস্য	:	জনাব আলমগীর খান মেনু জনাব এ.এম. এনায়েত করিম জনাব আব্দুর রহমান রক্কু বাবু রতন চক্রবর্তী জনাব ফারুক কোরেশী জনাব আঃ ওয়াহেদ লিচু জনাব মোঃ মাইন উদ্দিন জনাব ফারুক আহমদ জনাব মীর মোয়াজ্জেম হোসেন দুদু জনাব শেখ শাহনেওয়াজ রুবেল

কার্যনির্বাহী পরিষদ ১৯৯৭

সভাপতি	:	জনাব ফজলুর রহমান খান
সহ-সভাপতি	:	জনাব শামছ উদ্দিন আহমেদ
সম্পাদক	:	জনাব নূরুল ইসলাম
সহ-সম্পাদক	:	জনাব ফারুক আহমদ
সহ-সম্পাদক	:	জনাব মোঃ মাইন উদ্দিন
নাট্য সম্পাদক	:	জনাব আলমগীর খান মেনু
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	বাবু মিলন সরকার
কার্যনির্বাহী সদস্য	:	জনাব ওয়াজেদ আলী খান জনাব এ.এম. এনায়েত করিম জনাব আশরাফ আলী বাবু তারাপদ দে জনাব খন্দকার আবুল কালাম আজাদ বীরবিক্রম জনাব আজিজুল হক হীরা জনাব ইউসুফ খান জনাব শাহনেওয়াজ খান উল্কা বাবু ত্রিনেন্দু নারায়ণ বোস বাবু অরুণ কুমার ভৌমিক

কার্যনির্বাহী পরিষদ ১৯৯৮

সভাপতি	:	জনাব শামছ উদ্দিন আহমেদ
সহ-সভাপতি	:	জনাব শামছুল ইসলাম সিদ্দিকী
সম্পাদক	:	জনাব নূরুল ইসলাম
সহ-সম্পাদক	:	জনাব মোঃ সোহরাওয়ার্দী
সহ-সম্পাদক	:	জনাব শাহনেওয়াজ খান উল্কা
নাট্য সম্পাদক	:	জনাব ফারুক কোরেশী
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	বাবু মিলন সরকার
কার্যনির্বাহী সদস্য	:	জনাব আব্দুর রশীদ খান জনাব আতাউর রহমান খান বাবু রনজিত কান্ত সরকার বাবু তারাপদ দে জনাব ওয়াজেদ আলী খান জনাব আলমগীর খান মেনু জনাব এ.এম. এনায়েত করিম বাবু রতন চক্রবর্তী জনাব মোঃ মাইন উদ্দিন জনাব শেখ মোঃ শাহনেওয়াজ

কার্যনির্বাহী পরিষদ ১৯৯৯

সভাপতি	:	জনাব শওকত আলী তালুকদার
সহ-সভাপতি	:	জনাব মাহফুজুর রহমান
সম্পাদক	:	জনাব শামছুল ইসলাম সিদ্দিকী
সহ-সম্পাদক	:	বাবু মিলন সরকার
সহ-সম্পাদক	:	জনাব আজিজুল হক (হীরা)
নাট্য সম্পাদক	:	জনাব মোঃ মাইন উদ্দিন
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	জনাব আব্দুল ওয়াহেদ লিচু
কার্যনির্বাহী সদস্য	:	জনাব এ.কে.এম. শহিদুল হক জনাব ওয়াজেদ আলী খান বাবু তারাপদ দে বাবু কামাক্ষানাথ সেন জনাব শাহনেওয়াজ খান উল্কা জনাব মোঃ মহব্বত হোসেন খান ডাঃ বংশী গোপাল সরকার জনাব আব্দুর রহমান রক্কু জনাব এস.এম. আব্দুল কাদের জনাব শেখ মোঃ শাহনেওয়াজ

কার্যনির্বাহী পরিষদ ২০০০

সভাপতি	:	জনাব আতাউর রহমান খান
সহ-সভাপতি	:	জনাব মোঃ সোহরাওয়ার্দী
সম্পাদক	:	জনাব আলমগীর খান মেনু
সহ-সম্পাদক	:	বাবু লক্ষ্মণ গৌড়
সহ-সম্পাদক	:	জনাব ইউসুফ খান
নাট্য সম্পাদক	:	জনাব শামছুল ইসলাম সিদ্দিকী
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	বাবু মিলন সরকার
কার্যনির্বাহী সদস্য	:	জনাব মোঃ শামসুল আলম সেলিম জনাব ফারুক কোরেশী জনাব মোঃ মাইন উদ্দিন বাবু নিতাই লাল গৌড় জনাব আবুল কালাম আজাদ বীরবিক্রম বাবু রতন চক্রবর্তী জনাব শাহনেওয়াজ খান উল্কা বাবু কামাক্ষানাথ সেন জনাব আব্দুর রহমান জলিল জনাব গোলাম রহমান ডল

কার্যনির্বাহী পরিষদ ২০০১

সভাপতি	:	জনাব আতাউর রহমান খান
সহ-সভাপতি	:	জনাব মোঃ সোহরাওয়ার্দী
সম্পাদক	:	আলমগীর খান মেনু
সহ-সম্পাদক	:	বাবু লক্ষ্মণ গৌড়
সহ-সম্পাদক	:	বাবু সুবল চন্দ্র ঘোষ
নাট্য সম্পাদক	:	জনাব আজিজুল হক (হীরা)
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	বাবু মিলন সরকার
কার্যনির্বাহী সদস্য	:	বাবু তারাপদ দে জনাব আব্দুর রহমান (মন্টু) বাবু কামাক্ষানাথ সেন জনাব আবুল কালাম আজাদ বীরবিক্রম বাবু নিতাই লাল গৌড় জনাব মোঃ মাইন উদ্দিন বাবু রতন কুমার দত্ত জনাব শাহনেওয়াজ খান উল্কা জনাব নজরুল ইসলাম খান জনাব শামসুল ইসলাম সিদ্দিকী

কার্যনির্বাহী পরিষদ ২০০২

সভাপতি	:	জনাব আতাউর রহমান খান
সহ-সভাপতি	:	জনাব মোঃ সোহরাওয়ার্দী
সম্পাদক	:	আলমগীর খান মেনু
সহ-সম্পাদক	:	বাবু লক্ষ্মণ গৌড়
সহ-সম্পাদক	:	বাবু সুবল চন্দ্র ঘোষ
নাট্য সম্পাদক	:	জনাব আজিজুল হক (হীরা)
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	বাবু মিলন সরকার
কার্যনির্বাহী সদস্য	:	বাবু তারাপদ দে
	:	জনাব ওয়াজেদ আলী খান
	:	জনাব শামসুল ইসলাম সিদ্দিকী
	:	বাবু কামাক্ষানাথ সেন
	:	জনাব আবুল কালাম আজাদ বীরবিক্রম
	:	জনাব মোঃ মাইন উদ্দিন
	:	বাবু নিতাই লাল গৌড়
	:	বাবু স্বপন কুমার দাস
	:	বাবু রতন কুমার দত্ত
	:	বাবু দেবশীষ দেব

কার্যনির্বাহী পরিষদ ২০০৩

সভাপতি	:	জনাব আতাউর রহমান খান
সহ-সভাপতি	:	ওয়াজেদ আলী খান
সম্পাদক	:	আলমগীর খান মেনু
সহ-সম্পাদক	:	জনাব এ.এম. এনায়েত করিম
সহ-সম্পাদক	:	জনাব আব্দুর রহমান রক্কু
নাট্য সম্পাদক	:	বাবু মিলন সরকার
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	জনাব আবুল কালাম আজাদ বীরবিক্রম
কার্যনির্বাহী সদস্য	:	জনাব আজিজুল হক (হীরা)
	:	জনাব আব্দুল ওয়াহেদ লিচু
	:	বাবু কামাক্ষানাথ সেন
	:	জনাব মোঃ মাইন উদ্দিন
	:	বাবু লক্ষ্মণ গৌড়
	:	জনাব মোঃ মহব্বত হোসেন খান
	:	জনাব শাজাহান চৌধুরী
	:	বাবু অরুণ কুমার ভৌমিক
	:	বাবু নিতাই লাল গৌড়
	:	জনাব মোঃ ইউসুফ খান

কার্যনির্বাহী পরিষদ ২০০৪

সভাপতি	:	জনাব মফিজুর রহমান
সহ-সভাপতি	:	জনাব মোঃ সোহরাওয়ার্দী
সহ-সভাপতি	:	জনাব আব্দুর রহমান রক্কু
সম্পাদক	:	বাবু সুবল চন্দ্র ঘোষ
সহ-সম্পাদক	:	জনাব মীর আজগর আলী (পূর্ণ)
সহ-সম্পাদক	:	জনাব সৈয়দ মাহমুদ তারেক (পুলু)
নাট্য সম্পাদক	:	অরুণ কুমার ভৌমিক
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	দেবাশীষ দেব
কার্যনির্বাহী সদস্য	:	জনাব শাজাহান চৌধুরী জনাব আতাউর রহমান খান জনাব আলমগীর খান মেনু বাবু তারাপদ দে জনাব এস.এম. আব্দুল কাদের বাবু মিলন সরকার জনাব আবুল কালাম আজাদ বীরবিক্রম জনাব শামছুল ইসলাম সিদ্দিকী বাবু নিতাই লাল গৌড় জনাব ফারুক আহমদ জনাব মোঃ মহব্বত হোসেন খান জনাব আকিকুল হোসেন রিনু জনাব আনিছুর রহমান খান

কার্যনির্বাহী পরিষদ ২০০৫

সভাপতি	:	জনাব আলমগীর খান মেনু
সহ-সভাপতি	:	জনাব ওয়াজেদ আলী খান
সহ-সভাপতি	:	জনাব এস.এম. আব্দুল কাদের
সম্পাদক	:	জনাব আব্দুর রহমান রক্কু
সহ-সম্পাদক	:	জনাব মীর আজগর আলী (পূর্ণ)
সহ-সম্পাদক	:	জনাব সৈয়দ মাহমুদ তারেক (পুলু)
নাট্য সম্পাদক	:	জনাব ফারুক কোরেশী
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	জনাব মহব্বত হোসেন খান
কার্যনির্বাহী সদস্য	:	বাবু তারাপদ দে জনাব মফিজুর রহমান জনাব শামছুল ইসলাম সিদ্দিকী জনাব আতাউর রহমান খান বাবু সুবল চন্দ্র ঘোষ জনাব দুলাল আনোহলী জনাব শহীদ আনোহলী জনাব আনোয়ার উদ্দিন আহমেদ জনাব রতন চক্রবর্তী জনাব মাইন উদ্দিন বাবু দিলীপ কুমার চন্দ (বাসু) বাবু রতন কুমার দত্ত জনাব আকিকুল হোসেন রিনু

কার্যনির্বাহী পরিষদ ২০০৬

সভাপতি	:	জনাব সামছুল ইসলাম সিদ্দিকী
সহ-সভাপতি	:	জনাব এ.এম. এনায়েত করিম
সহ-সভাপতি	:	বাবু অজিত বন্ধু দত্ত
সম্পাদক	:	জনাব মোঃ সোহরাওয়ার্দী
সহ-সম্পাদক	:	বাবু দিলীপ কুমার চন্দ (বাসু)
সহ-সম্পাদক	:	জনাব মোঃ মহব্বত হোসেন খান
নাট্য সম্পাদক	:	বাবু নিতাই লাল গৌড়
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	জনাব এলেন মলিক
কার্যনির্বাহী সদস্য	:	জনাব দুলাল আনোহলী বাবু রতন চক্রবর্তী জনাব ফারুক কোরেশী জনাব আব্দুর রহমান রক্কু জনাব ফারুক আহমদ জনাব আবুল কালাম আজাদ বীরবিক্রম জনাব মাইন উদ্দিন জনাব আব্দুর রৌফ খান সন্দেদ জনাব সৈয়দ মাহমুদ তারেক পুলু জনাব শহিদুল ইসলাম (স্বাধীন) জনাব শামছুজ্জামান দারু জনাব সাইদুর রহমান ঠাণ্ডু জনাব অধ্যাপক দুলাল চন্দ্র সাহা

কার্যনির্বাহী পরিষদ ২০০৭

সভাপতি	:	জনাব আলমগীর খান মেনু
সহ-সভাপতি	:	জনাব এ.কে.এম. শহিদুল হক
সহ-সভাপতি	:	জনাব মোঃ সোহরাওয়ার্দী
সম্পাদক	:	জনাব নূরুল ইসলাম
সহ-সম্পাদক	:	জনাব মোঃ মহব্বত হোসেন খান
সহ-সম্পাদক	:	জনাব মোঃ মাইন উদ্দিন
নাট্য সম্পাদক	:	বাবু নিতাই লাল গৌড়
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	জনাব আবুল কালাম আজাদ বীরবিক্রম
কার্যনির্বাহী সদস্য	:	অধ্যাপক দুলাল চন্দ্র সাহা জনাব আব্দুর রহমান রক্কু বাবু মিলন সরকার জনাব সাইফুজ্জামান সোহেল জনাব সৈয়দ মাহমুদ তারেক পুলু জনাব ফারুক আহমদ বাবু দিলীপ কুমার চন্দ (বাসু) জনাব ফারুক কোরেশী জনাব শাহজাহান চৌধুরী জনাব আমিনুল হক লাল জনাব নজরুল ইসলাম খান জনাব শামছুজ্জামান দারু জনাব শহীদ আনোহলী

কার্যনির্বাহী পরিষদ ২০০৮

সভাপতি	:	জনাব আতাউর রহমান খান
সহ-সভাপতি	:	জনাব মাহফুজুর রহমান
সহ-সভাপতি	:	জনাব আব্দুর রহমান রক্কু
সম্পাদক	:	জনাব নূরুল ইসলাম
সহ-সম্পাদক	:	জনাব সৈয়দ মাহমুদ তারেক পুলু
সহ-সম্পাদক	:	বাবু দুলাল চন্দ্র সাহা
নাট্য সম্পাদক	:	জনাব সাইদুর রহমান ঠাডু
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	বাবু দেবশীষ দেব
কার্যনির্বাহী সদস্য	:	জনাব এ.এম. এনায়েত করিম বাবু তুলসী দাস সরকার বাবু মিলন সরকার জনাব সোহানী মোঃ আওরঙ্গজেব চৌধুরী (পলাশ) জনাব আমিনুল হক লাল বাবু দিলীপ কুমার চন্দ (বাসু) জনাব আনিছুর রহমান খান রঞ্জু জনাব শাজাহান চৌধুরী জনাব শহীদ আনোহলী জনাব আবুল কালাম আজাদ বীরবিক্রম জনাব শহিদুল ইসলাম স্বাধীন জনাব নজরুল ইসলাম খান জনাব মোঃ সোহেল হোসেন

কার্যনির্বাহী পরিষদ ২০০৯

সভাপতি	:	জনাব আব্দুর রহমান মন্টু
সহ-সভাপতি	:	জনাব ফারুক আহমদ
সহ-সভাপতি	:	প্রফেসর ওয়াজেদ আলী খান
সম্পাদক	:	জনাব আব্দুর রহমান রক্কু
যুগ্ম-সম্পাদক	:	জনাব সৈয়দ মাহমুদ তারেক পুলু
যুগ্ম-সম্পাদক	:	জনাব মোঃ আকিকুল হোসেন (রিনু)
নাট্য সম্পাদক	:	জনাব আমিনুল হক লাল
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	জনাব আবুল কালাম আজাদ বীরবিক্রম
কার্যনির্বাহী সদস্য	:	জনাব সাইদুর রহমান ঠাডু জনাব সোহানী মোঃ আওরঙ্গজেব চৌধুরী (পলাশ) বাবু লক্ষণ চন্দ্র গৌড় জনাব দুলাল আনোহলী জনাব মোঃ সোহেল খান বাবু উদয় শংকর ঘোষ জনাব মোঃ মহব্বত হোসেন খান বাবু তুলসী দাস সরকার জনাব মোঃ সাইফুজ্জামান সোহেল জনাব বুলবুল ইসলাম জনাব এলেন মলিক জনাব শহিদুল ইসলাম স্বাধীন জনাব মোঃ খলিলুর রহমান

কার্যনির্বাহী পরিষদ ২০১০-২০১১

সভাপতি	:	জনাব ফজলুর রহমান খান ফারুক
সহ-সভাপতি	:	বাবু উদয় শংকর ঘোষ
সহ-সভাপতি	:	জনাব মীর আজগর আলী (পূর্ণ)
সম্পাদক	:	জনাব ফারুক আহমদ
যুগ্ম-সম্পাদক	:	জনাব শহিদুল ইসলাম স্বাধীন
যুগ্ম-সম্পাদক	:	জনাব শাজাহান চৌধুরী
নাট্য সম্পাদক	:	জনাব আকিকুল হোসেন রিনু
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	জনাব আবুল কালাম আজাদ বীরবিক্রম
কার্যনির্বাহী সদস্য	:	জনাব আতাউর রহমান খান জনাব সৈয়দ মাহমুদ তারেক পুলু জনাব মোঃ মহব্বত হোসেন খান জনাব আলমগীর খান মেনু জনাব ফারুক কোরেশী জনাব খঃ আশরাফউজ্জামান স্মৃতি জনাব রেজাউর রহমান চঞ্চল বাবু সুবীর কুমার দেব জনাব এলেন মলিক বাবু তারাপদ দে জনাব মোঃ সোহেল হোসেন বাবু লক্ষণ চন্দ্র গৌড় বাবু বিপ্লব দত্ত পল্টন

ক্লাবের বর্তমান সদস্যবৃন্দ



গোলাম আশিয়া নূরী
সদস্য নং-০০১



ফজলুর রহমান খান ফারুক
সদস্য নং-০০২



আলমগীর খান মেনু
সদস্য নং-০০৩



মদন কুমার পাল
সদস্য নং-০০৪



সৈয়দ শফিউল ইসলাম
সদস্য নং-০০৫



মীর আজগর আলী (পূর্ণ)
সদস্য নং-০০৬



ফারুক কোরেশী
সদস্য নং-০০৭



শহিদুল ইসলাম স্বাধীন
সদস্য নং-০০৮



আব্দুর রহমান খান মন্টু
সদস্য নং-০০৯



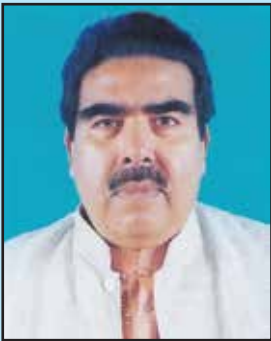
আবুল কালাম আজাদ বীরবিব্রকম
সদস্য নং-০১০



রমেশ চন্দ্র সাহা
সদস্য নং-০১১



মোঃ সোহেল হোসেন
সদস্য নং-০১২



মোঃ হামিদুল হক মোহন
সদস্য নং-০১৩



মীর্জা রনি আহমেদ (রিংকু)
সদস্য নং-০১৪



মোঃ সোহেল খান
সদস্য নং-০১৫



ইউসুফ খান
সদস্য নং-০১৬

ক্লাবের বর্তমান সদস্যবৃন্দ



মামুনুর রশীদ
সদস্য নং-০১৭



ডাঃ রতন চন্দ্র সাহা
সদস্য নং-০১৮



এ হাসান ফিরোজ
সদস্য নং-০১৯



আব্দুর রশিদ লেবু
সদস্য নং-০২০



আব্দুর রউফ (সেলিম)
সদস্য নং-০২১



আব্দুর রহমান (জলিল)
সদস্য নং-০২২



আব্দুল হামিদ ভোলা
সদস্য নং-০২৩



খন্দকার নাজিম উদ্দিন আহমেদ
সদস্য নং-০২৪



জাহাঙ্গীর হোসেন তালুকদার
সদস্য নং-০২৫



জোয়াহেরুল ইসলাম
সদস্য নং-০২৬



মোঃ আনোয়ার হোসেন
সদস্য নং-০২৭



ড. সুধাংশু শেখর রায়
সদস্য নং-০২৮



সুবীর কুমার দেব
সদস্য নং-০২৯



মোঃ খলিলুর রহমান
সদস্য নং-০৩০



সজ্জয় রায়
সদস্য নং-০৩১



মোঃ মোশাররফ হোসেন
সদস্য নং-০৩২

ক্লাবের বর্তমান সদস্যবৃন্দ



সৈয়দ নূরুল আরেফীন
সদস্য নং-০৩৩



আনিছুর রহমান খান রজু
সদস্য নং-০৩৪



চন্দন সরকার (ঘত)
সদস্য নং-০৩৫



জামিলুর রহমান মিরন
সদস্য নং-০৩৬



কাজী জাকেরুল মওলা
সদস্য নং-০৩৭



দেবশীষ দেব
সদস্য নং-০৩৮



রতন কুমার দত্ত (ভজন)
সদস্য নং-০৩৯



মোঃ আকিকুল হোসেন রিনু
সদস্য নং-০৪০



তুলসী দাস সরকার
সদস্য নং-০৪১



মোখলেসুর রহমান কমল
সদস্য নং-০৪২



মাসুম শওকত
সদস্য নং-০৪৩



সাইদুর রহমান ঠাকুর
সদস্য নং-০৪৪



অধ্যাপক দুলাল চন্দ্র সাহা
সদস্য নং-০৪৫



মোঃ রেজাউর রহমান চঞ্চল
সদস্য নং-০৪৬



সুজয় সরকার
সদস্য নং-০৪৭



এম.এ. রকিব খান শামিম
সদস্য নং-০৪৮

ক্লাবের বর্তমান সদস্যবৃন্দ



মোঃ সাইফুজ্জামান সোহেল
সদস্য নং-০৪৯



খঃ ইকবাল হোসেন
সদস্য নং-০৫০



এলেন মলিক
সদস্য নং-০৫১



এ.কিউ.এম. জাকারিয়া (ফুলু)
সদস্য নং-০৫২



রবীন্দ্রনাথ দে (অনিল)
সদস্য নং-০৫৩



সোহানী মোঃ আওরগজেব চৌধুরী (পলাশ)
সদস্য নং-০৫৪



নূর আলম খান
সদস্য নং-০৫৫



এম.এ. আল হুসাইন
সদস্য নং-০৫৬



সুব্রত দত্ত
সদস্য নং-০৫৭



খঃ আশরাফউজ্জামান মূর্তি
সদস্য নং-০৫৮



সিরাজুল হক আলমগীর
সদস্য নং-০৫৯



শাহজাহান আনহারী
সদস্য নং-০৬০



বিপ্লব দত্ত পল্টন
সদস্য নং-০৬১



মোঃ ইকবাল চৌধুরী
সদস্য নং-০৬২



জাফর আহমেদ
সদস্য নং-০৬৩



শওকত আকবর (ইমরোজ)
সদস্য নং-০৬৪

ক্লাবের বর্তমান সদস্যবৃন্দ



মীর শহীদ হোসেন
সদস্য নং-০৬৫



মোঃ সাহানুর রহমান রঞ্জু
সদস্য নং-০৬৬



মির্জা মঈনুল হোসেন লিন্টু
সদস্য নং-০৬৭



মাসুদুর রহমান শুকুর
সদস্য নং-০৬৮



কাওছার হোসেন (কেনান)
সদস্য নং-০৬৯



মোঃ শফিকুল ইসলাম রিপন এডভোকেট
সদস্য নং-০৭০



এস.এম. জগলুল হায়দার চৌধুরী জিন্নাহ
সদস্য নং-০৭১



কাজী সামছুল হক (রহিম)
সদস্য নং-০৭২



মৃণালেন্দু নন্দী চক্ৰবর্তী
সদস্য নং-০৭৩



সৈয়দ নজরুল ইসলাম (শাহজাহান)
সদস্য নং-০৭৪



সাম্য রহমান
সদস্য নং-০৭৫



প্রদীপ শংকর পাল
সদস্য নং-০৭৬



মাহবুল হায়দার
সদস্য নং-০৭৭



প্রদীপ সরকার
সদস্য নং-০৭৮



আহসানুল ইসলাম (টিটু)
সদস্য নং-০৭৯



খন্দঃ বিপ্লব মাহমুদ উজ্জ্বল
সদস্য নং-০৮০

ক্লাবের বর্তমান সদস্যবৃন্দ



আবুল আহসান খান
সদস্য নং-০৮১



শাহ্ মোঃ ইছরাইল বিলাহ
সদস্য নং-০৮২



শক্তিপ্রসাদ ঘোষ (তুষার)
সদস্য নং-০৮৩



মোঃ আব্দুর রশিদ এডভোকেট
সদস্য নং-০৮৪



আজগর আহমেদ খান সেলিম
সদস্য নং-০৮৫



মোঃ মনিরুল হাসান শাহীন
সদস্য নং-০৮৬



মোঃ ওয়াজির হাসান খান শরীফ হাজারী
সদস্য নং-০৮৭



নীহার সরকার
সদস্য নং-০৮৮



মোঃ মামুন অর রশীদ মামুন এডভোকেট
সদস্য নং-০৮৯



জাহিদুর রহমান খান কাকন
সদস্য নং-০৯০



সহিদুর রহমান খান মুক্তি
সদস্য নং-০৯১



মোঃ আব্দুর রৌফ
সদস্য নং-০৯২



মোঃ জাকির হোসেন
সদস্য নং-০৯৩



কাজী অলিদ ইসলাম
সদস্য নং-০৯৪



মানবেন্দ্র পাল মিল্টন
সদস্য নং-০৯৫



মোঃ ফারুক হোসেন মানিক
সদস্য নং-০৯৬

ক্লাবের বর্তমান সদস্যবৃন্দ



মো. আমির কুদরত-ই-এলাহী খান
সদস্য নং-০৯৭



মঞ্জুর মোর্শেদ আলম
সদস্য নং-০৯৮



প্রদীপ কুমার গুণ (বাস্তু)
সদস্য নং-০৯৯



মাহবুল হক ভূইয়া
সদস্য নং-১০০



শাহ মেহেদী মাসুদ (সুমন)
সদস্য নং-১০১



মোঃ মাসুদ রানা
সদস্য নং-১০২



সুভাষ চন্দ্র সাহা
সদস্য নং-১০৩



মোঃ রফিকুল ইসলাম সিদ্দিকী (সুমন)
সদস্য নং-১০৪



আবু বকর সিদ্দিক দিপু
সদস্য নং-১০৫



আলী আশরাফ খান বাদশা
সদস্য নং-১০৬



এস আকবর খান এডভোকেট
সদস্য নং-১০৭



শোভন সাহা
সদস্য নং-১০৮



রবিন সরকার
সদস্য নং-১০৯



সানিয়াত খান বাপ্পা
সদস্য নং-১১০



মোঃ রকিবুল হাসান তালুকদার
সদস্য নং-১১১



ড. পিনাকী দে
সদস্য নং-১১২

ক্লাবের বর্তমান সদস্যবৃন্দ



ডা. হরিমোহন সরকার
সদস্য নং-১১৩



মোঃ মেসবাহ উদ্দীন
সদস্য নং-১১৪



উত্তম চক্রবর্তী
সদস্য নং-১১৫



আহমদ সুমন মজিদ
সদস্য নং-১১৬



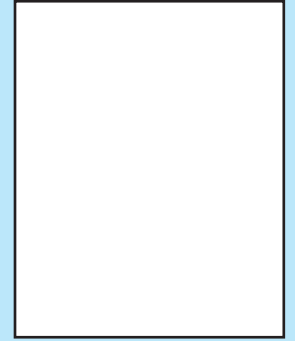
এস.এম. ফাইজুর রহমান এডভোকেট
সদস্য নং-১১৭



বিপ্লব নাথ তালুকদার
সদস্য নং-১১৮



মোঃ ইমরান খান
সদস্য নং-১১৯



মাসুদ রেজা খান
সদস্য নং-১২০



রাশেদুর রহমান তাবিব
সদস্য নং-১২১



জাকিরুল ইসলাম উইলিয়াম
সদস্য নং-১২২



আব্দুল খালেক
সদস্য নং-১২৩



আতাউর রহমান খান
সদস্য নং-১২৪



নিতাই লাল গৌড়
সদস্য নং-১২৫



শহীদ আনোহলী
সদস্য নং-১২৬



খন্দকার রফিক আজাদ
সদস্য নং-১২৭



বুলবুল ইসলাম
সদস্য নং-১২৮

ক্লাবের বর্তমান সদস্যবৃন্দ



মতিয়ার রহমান খান
সদস্য নং-১২৯



শাহজাহান চৌধুরী
সদস্য নং-১৩০



মোঃ মোস্তফা খান
সদস্য নং-১৩১



উদয় শংকর ঘোষ
সদস্য নং-১৩২



শাহনেওয়াজ খান উল্কা
সদস্য নং-১৩৩



ডাঃ বংশী গোপাল সরকার
সদস্য নং-১৩৪



এ.কে.এম. শহিদুল হক
সদস্য নং-১৩৫



রতন কুমার দত্ত
সদস্য নং-১৩৬



সরকার হিতেশ চন্দ্র পূলক
সদস্য নং-১৩৭



দিলীপ কুমার চন্দ (বাসু)
সদস্য নং-১৩৮



মোঃ মহব্বত হোসেন খান
সদস্য নং-১৩৯



আরিফ আহমেদ দুলাল
সদস্য নং-১৪০



শফিউর রশীদ খান
সদস্য নং-১৪১



সৈয়দ মাহমুদ তারেক পুলু
সদস্য নং-১৪২



শাহানুর ইসলাম খান
সদস্য নং-১৪৩



পঙ্কজ কুমার চন্দ (সমীর)
সদস্য নং-১৪৪

ক্লাবের বর্তমান সদস্যবৃন্দ



মোঃ মুছা কাজীম নুরী (বাদল)
সদস্য নং-১৪৫



আমিনুল হক লাল
সদস্য নং-১৪৬



আলী আজগর খান দাউদ
সদস্য নং-১৪৭



মোঃ শরীফ উল হক খান
সদস্য নং-১৪৮



মোঃ রিজওয়ানুর রহমান
সদস্য নং-১৪৯



মাতিনুজ্জামান খান সুখন
সদস্য নং-১৫০

উৎসব উদযাপন পরিষদ



ফজলুর রহমান খান ফারুক
সভাপতি
শতবর্ষ উদযাপন পরিষদ



মোঃ মহব্বত হোসেন খান
সাধারণ সম্পাদক
শতবর্ষ উদযাপন পরিষদ

বিভিন্ন উপ-পরিষদের আহ্বায়কবৃন্দ



জাহিদুর রহমান খান কাকন
আহ্বায়ক
অভ্যর্থনা উপ-পরিষদ



দেবশীষ দেব
আহ্বায়ক
স্মরণিকা উপ-পরিষদ



শহিদুল ইসলাম স্বামীন
আহ্বায়ক
বিজ্ঞাপন উপ-পরিষদ



সাম্য রহমান
আহ্বায়ক
সাজসজ্জা উপ-পরিষদ



সৈয়দ মাহমুদ তারেক পুলু
আহ্বায়ক
নাট্য উপ-পরিষদ



এলেন মলিক
আহ্বায়ক
সাংস্কৃতিক উপ-পরিষদ



এম.এ. রকিব খান শামীম
আহ্বায়ক
যোগাযোগ উপ-পরিষদ



শাহজাহান চৌধুরী
আহ্বায়ক
আপ্যায়ন উপ-পরিষদ



ইউসুফ খান
আহ্বায়ক
আলোকচিত্র উপ-পরিষদ



মহব্বত হোসেন খান
আহ্বায়ক
অর্থ উপ-পরিষদ



আবুল কালাম আজাদ বীরবিক্রম
আহ্বায়ক
প্রচার উপ-পরিষদ



মোঃ সোহেল খান
আহ্বায়ক
প্রেক্ষাগৃহ উপ-পরিষদ

অভ্যর্থনা উপ-পরিষদ

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| ১. ফজলুর রহমান খান ফারুক | ২৫. মৃণালেন্দু নন্দী চঞ্চল |
| ২. আতাউর রহমান খান | ২৬. জোয়াহেরুল ইসলাম |
| ৩. আলমগীর খান মেনু | ২৭. খঃ নাজিম উদ্দিন আহমেদ |
| ৪. আব্দুর রহমান মন্টু | ২৮. মহব্বত হোসেন খান |
| ৫. মামুনুর রশীদ | ২৯. জাফর আহমেদ |
| ৬. সহিদুর রহমান খান মুক্তি | ৩০. কাজী জাকেরুল মওলা |
| ৭. রমেশ চন্দ্র সাহা | ৩১. কাজী অলিদ ইসলাম |
| ৮. আব্দুল খালেক | ৩২. ফারুক হোসেন মানিক |
| ৯. হামিদুল হক মোহন | ৩৩. সানিয়াত খান বাপ্পা |
| ১০. গোলাম আশিয়া নূরী | ৩৪. খঃ ইকবাল হোসেন |
| ১১. মোঃ মোস্তফা খান | ৩৫. ডাঃ বংশী গোপাল সরকার |
| ১২. শাজাহান চৌধুরী | ৩৬. জামিলুর রহমান মিরন |
| ১৩. শহিদুল ইসলাম স্বাধীন | ৩৭. সৈয়দ নূরুল আরেফিন |
| ১৪. সাহানুর ইসলাম খান | ৩৮. রতন কুমার দত্ত ভজন |
| ১৫. এ.কে.এম. শহিদুল হক | ৩৯. মতিয়ার রহমান খান |
| ১৬. উদয় শংকর ঘোষ | ৪০. মোঃ আনোয়ার হোসেন |
| ১৭. আলী আজগর খান দাউদ | ৪১. সুভাষ চন্দ্র সাহা |
| ১৮. মদন কুমার পাল | ৪২. ডঃ পিনাকী দে |
| ১৯. সৈয়দ শফিউল ইসলাম | ৪৩. আলী আশরাফ খান বাদশা |
| ২০. খঃ আশরাফউজ্জামান স্মৃতি | ৪৪. এস আকবর খান এডভোকেট |
| ২১. শাহ নেওয়াজ খান উল্কা | ৪৫. আব্দুর রশিদ এডভোকেট |
| ২২. আব্দুর রশিদ লেবু | ৪৬. ফাইজুর রহমান এডভোকেট |
| ২৩. জাহিদুর রহমান খান কাকন (আহ্বায়ক) | ৪৭. মোঃ শফিকুল ইসলাম রিপন এডভোকেট |
| ২৪. সরকার হিতেশ চন্দ্র পুলক | ৪৮. মোঃ মাসুদ রানা |

স্মরণিকা উপ-পরিষদ

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| ১. এ.কে.এম. শহিদুল হক | ৮. এলেন মলিক |
| ২. উদয় শংকর ঘোষ | ৯. ডাঃ রতন চন্দ্র সাহা |
| ৩. গোলাম আশিয়া নূরী | ১০. এস আকবর খান এডভোকেট |
| ৪. আবুল কালাম আজাদ বীরবিক্রম | ১১. আব্দুর রশিদ এডভোকেট |
| ৫. দেবশীষ দেব (আহ্বায়ক) | ১২. নীহার সরকার এডভোকেট |
| ৬. সৈয়দ মাহমুদ তারেক পুলু | ১৩. ইউসুফ খান |
| ৭. ডঃ সুধাংশু শেখর রায় | ১৪. অধ্যাপক দুলাল চন্দ্র সাহা |

বিজ্ঞাপন উপ-পরিষদ

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ১. মোঃ মহব্বত হোসেন খান | ৭. বিপ্লব দত্ত পল্টন |
| ২. সৈয়দ মাহমুদ তারেক পুলু | ৮. খঃ বিপ্লব মাহমুদ উজ্জ্বল |
| ৩. শহিদুল ইসলাম স্বাধীন (আহ্বায়ক) | ৯. আব্দুল হামিদ ভোলা |
| ৪. এমএ রকিব খান শামীম | ১০. মানবেন্দ্র পাল মিল্টন |
| ৫. চন্দন সরকার ঘত | ১১. মোঃ আমীর কুদরত-ই-এলাহী খান |
| ৬. রেজাউর রহমান চঞ্চল | ১২. মোঃ রফিকুল ইসলাম সিদ্দিকী সুমন |

সাজসজ্জা উপ-পরিষদ

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| ১. সাম্য রহমান (আহ্বায়ক) | ৭. মাহবুবুল হক ভূইয়া |
| ২. আনিছুর রহমান খান রঞ্জু | ৮. মাতিবুজ্জামান খান সুখন |
| ৩. মদন কুমার পাল | ৯. মাহবুবুল হায়দার |
| ৪. রতন কুমার দত্ত | ১০. আব্দুর রহমান জলিল |
| ৫. বিপ্লব দত্ত পল্টন | ১১. মোঃ মেসবাহ উদ্দিন |
| ৬. মোঃ জাকির হোসেন | |

নাট্য উপ-পরিষদ

- | | |
|--|-------------------------------|
| ১. ফারুক কোরেশী | ১৬. নিতাই লাল গৌড় |
| ২. মামুনুর রশিদ | ১৭. খঃ রফিক আজাদ |
| ৩. আব্দুর রহমান খান মন্টু | ১৮. শহীদ আনাহলী |
| ৪. গোলাম আশিয়া নূরী | ১৯. সাম্য রহমান |
| ৫. বুলবুল ইসলাম | ২০. শাহ মোঃ ইছরাইল বিলাহ |
| ৬. আবুল কালাম আজাদ বীরবিক্রম | ২১. তুলসী দাস সরকার |
| ৭. শহিদুল ইসলাম স্বাধীন | ২২. ইউসুফ খান |
| ৮. দেবশীষ দেব | ২৩. দিলীপ কুমার চন্দ্র বাসু |
| ৯. রতন কুমার দত্ত | ২৪. বিপ্লব দত্ত পল্টন |
| ১০. সৈয়দ মাহমুদ তারেক পুলু (আহ্বায়ক) | ২৫. অধ্যাপক দুলাল চন্দ্র সাহা |
| ১১. আমিনুল হক লাল | ২৬. এলেন মলিক |
| ১২. সাইদুর রহমান ঠাণ্ডু | ২৭. শাহ মেহেদী মাসুদ সুমন |
| ১৩. সৈয়দ নজরুল ইসলাম শাজাহান | ২৮. জাকিরুল ইসলাম উইলিয়াম |
| ১৪. রাশেদুর রহমান তাবিব | ২৯. ডাঃ রতন চন্দ্র সাহা |
| ১৫. মীর আলী আজগর পূর্ণ | ৩০. মোঃ জাকির হোসেন |

সাংস্কৃতিক উপ-পরিষদ

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| ১. ফারুক কোরেশী | ৬. রতন কুমার দত্ত |
| ২. এলেন মলিক (আহ্বায়ক) | ৭. পংকজ কুমার চন্দ্র সমীর |
| ৩. আবুল কালাম আজাদ বীরবিক্রম | ৮. ইউসুফ খান |
| ৪. আমিনুল হক লাল | ৯. শক্তি প্রসাদ ঘোষ তুষার |
| ৫. বিপ্লব দত্ত পল্টন | |

যোগাযোগ উপ-পরিষদ

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| ১. সৈয়দ মাহমুদ তারেক পুলু | ৬. আবুল আহসান খান |
| ২. এলেন মলিক | ৭. খঃ বিপ্লব মাহমুদ উজ্জ্বল |
| ৩. এম.এ. রকিব খান শামীম (আহ্বায়ক) | ৮. মোঃ মহব্বত হোসেন খান |
| ৪. চন্দন সরকার ঘত | ৯. মোঃ আব্দুর রৌফ |
| ৫. আবুল কালাম আজাদ বীরবিক্রম | |

আপ্যায়ন উপ-পরিষদ

১. শাজাহান চৌধুরী (আহ্বায়ক)
২. এম এ রকিব খান শামীম
৩. শফিউর রশিদ খান
৪. সানিয়াত খান বাপ্পা
৫. শাহজাহান আনসারী
৬. সিরাজুল হক আলমগীর
৭. জাহাঙ্গীর হোসেন তালুকদার

৮. রেজাউর রহমান চঞ্চল
৯. মোখলেসুর রহমান কমল
১০. এ হাসান ফিরোজ
১১. ডঃ পিনাকী দে
১২. মির্জা মঈনুল হোসেন লিন্টু
১৩. প্রদীপ শংকর পাল
১৪. মোঃ আব্দুর রৌফ

আলোকচিত্র উপ-পরিষদ

১. ইউসুফ খান (আহ্বায়ক)
২. সঞ্জয় রায়
৩. বিপ্লব দত্ত পল্টন
৪. আকিকুল হোসেন রিনু
৫. কাওসার হোসেন কেনান

৬. আজগর আহমেদ খান সেলিম
৭. মনিরুল হাসান শাহীন
৮. প্রদীপ সরকার
৯. প্রদীপ কুমার গুণ বান্টু

অর্থ উপ-পরিষদ

১. ফজলুর রহমান খান ফারুক
২. আতাউর রহমান খান
৩. সহিদুর রহমান খান মুক্তি
৪. আহসানুল ইসলাম টিটু

৫. জাহিদুর রহমান খান কাকন
৬. মহব্বত হোসেন খান (আহ্বায়ক)
৭. জাকিরুল ইসলাম উইলিয়াম

প্রচার উপ-পরিষদ

১. আবুল কালাম আজাদ বীরবিক্রম (আহ্বায়ক)
২. মাসুদ রানা
৩. শফিউর রশিদ খান
৪. সুবীর কুমার দেব
৫. এস.এম. জগলুল হায়দার চৌধুরী জিন্নাহ
৬. নূর আলম খান
৭. মাসুম শওকত
৮. সুজয় সরকার
৯. মোঃ শাহানুর রহমান রঞ্জু
১০. সোহেল খান
১১. মির্জা রনি আহমেদ রিংকু
১২. সাইদুর রহমান ঠাণ্ডু
১৩. এ.কিউ.এম. জাকারীয়া ফুলু

১৪. শাহ্ মেহেদী মাসুদ সুমন
১৫. আরিফ আহমেদ দুলাল
১৬. রবীন্দ্রনাথ দে
১৭. জাফর আহমেদ
১৮. কাজী জাকেরুল মওলা
১৯. সাইফুজ্জামান সোহেল
২০. তুলসী দাস সরকার
২১. দিলীপ কুমার চন্দ্র বাসু
২২. এম.এ. আল হুসায়ন
২৩. মোঃ রফিকুল হাসান তালুকদার
২৪. মাসুদ রেজা খান
২৫. মোঃ মুছা কাজীম নূরী বাদল

প্রেক্ষাগৃহ উপ-পরিষদ

- | | |
|--|-------------------------|
| ১. মোঃ সোহেল খান (আহ্বায়ক) | ১৬. আবুবকর সিদ্দিক দিপু |
| ২. সুবীর কুমার দেব | ১৭. মাসুদুর রহমান শুকুর |
| ৩. এস.এম. জগলুল হায়দার চৌধুরী জিন্নাহ | ১৮. উত্তম চক্রবর্তী |
| ৪. সোহানী মোঃ আওরঙ্গজেব চৌধুরী পলাশ | ১৯. আহমদ সুমন মজিদ |
| ৫. ইকবাল চৌধুরী | ২০. ডাঃ হরিমোহন সরকার |
| ৬. সুব্রত দত্ত | ২১. রবিন সরকার |
| ৭. মির্জা মঈনুল হোসেন লিটু | ২২. শোভন সাহা |
| ৮. মোশারফ হোসেন | ২৩. মঞ্জুর মোর্শেদ আলম |
| ৯. সুভাষ চন্দ্র সাহা | ২৪. ইমরান খান |
| ১০. মোঃ ওয়াজির হাসান খান শরীফ হাজারী | ২৫. আব্দুর রৌফ সেলিম |
| ১১. মোঃ সোহেল হোসেন | ২৬. কাজী সামছুল হক রহম |
| ১২. অধ্যাপক দুলাল চন্দ্র সাহা | ২৭. মোঃ খলিলুর রহমান |
| ১৩. নূর আলম খান | ২৮. বিপ্লব নাথ তালুকদার |
| ১৪. মীর শহীদ হোসেন | ২৯. মোঃ শরীফউল হক খান |
| ১৫. শওকত আকবর ইমরোজ | ৩০. রিজওয়ানুর রহমান |

সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকবেন

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| ১. ফজলুর রহমান খান ফারুক | ৪. আব্দুর রহমান খান মন্টু |
| ২. আতাউর রহমান খান | ৫. আলমগীর খান মেনু |
| ৩. সহিদুর রহমান খান মুক্তি | ৬. মোঃ মহব্বত হোসেন খান |

বাংলা নাটকের খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গ



গিরিশ ঘোষ



দ্বিজেন্দ্র লাল রায়



দীনবন্ধু মিত্র



রামনারায়ণ তর্করত্ন

বাংলা নাটকের খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গ



মনুথ রায়



তুলসী লাহিড়ী



নটী বিনোদিনী



শিশির ভাদুরী

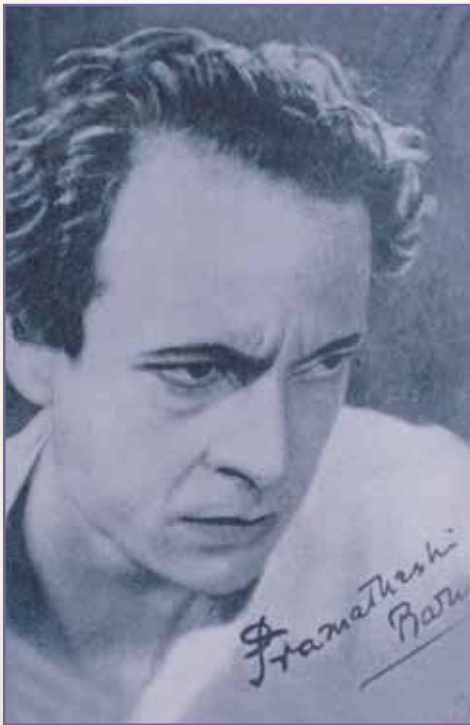
বাংলা নাটকের খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গ



মাইকেল মধুসূদন দত্ত



মীর মশাররফ হোসেন



প্রমথেশ বড়ুয়া

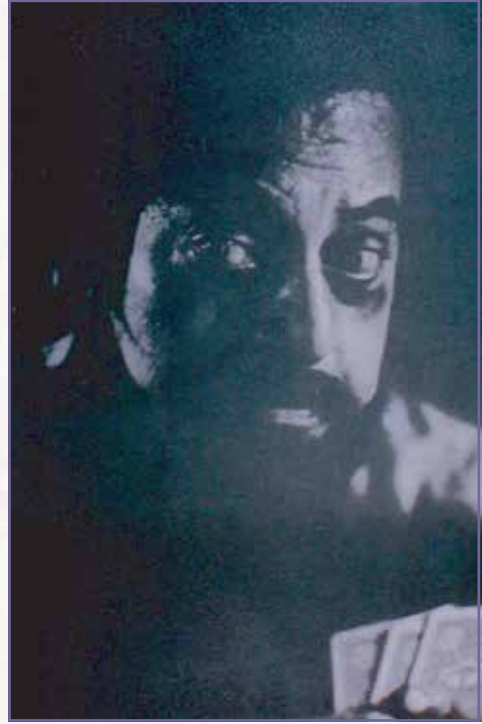


সত্যজিৎ রায়

বাংলা নাটকের খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গ



মুনীর চৌধুরী



উৎপল দত্ত



সরযুবালা



শঙ্খু মিত্র ও ভূপতি মিত্র

ক্লাবের বিশিষ্ট নাট্যজন (প্রয়াত)



ভানু চন্দ



মোঃ ইসরাইল হোসেন



ইসমাইল হোসেন চারু



সুনীল চন্দ্র দেব



সুবিনয় দাস



আব্দুর রহমান রক্কু



রমাপদ চক্রবর্তী (রতন চক্রবর্তী)



এস.এম. কাদের শাহ্

বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্লাব সদস্য (প্রয়াত)



আব্দুল মান্নান



বদিউজ্জামান খান



শামসুর রহমান খান



হবিবুর রহমান খান



শওকত আলী তালুকদার



রঞ্জিত কান্ত সরকার



মোয়াজ্জেম হোসেন খান



মোঃ সোহরাওয়ার্দী এডভোকেট



ফারুক আহমদ



মিলন সরকার



শেখ মোঃ শাহনেওয়াজ রুবেল

বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্লাব সদস্য (জীবিত)



ফজলুর রহমান খান ফারুক



আবুল কলাম আজাদ বীরবিক্রম



আলমগীর খান মেনু (বি.এল.এফ)



আতাউর রহমান খান



আঃ হামিদ ভোলা



আলী আজগর খান দাউদ



জাহাঙ্গীর হোসেন তালুকদার



আরিফ আহমেদ দুলাল



খঃ আশরাফউজ্জামান স্মৃতি



মামুনুর রশিদ



মতিয়ার রহমান খান



সৈয়দ নজরুল ইসলাম শাহজাহান



সরকার হিতেশ চন্দ্র পুলক



আব্দুর রশিদ লেবু



মোঃ হামিদুল হক মোহন



মোঃ মহব্বত হোসেন খান

বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্লাব সদস্য (জীবিত)



একিউএম জাকারীয়া (ফুলু)



তুলসী দাস সরকার এডভোকেট



আব্দুর রহমান (জলিল)



খন্দকার নাজিম উদ্দিন



এলেন মলিক



নূর আলম খান

বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্লাব সদস্য (যাঁরা সদস্যপদ পরিবর্তন করেছেন)



মরহুম মীর মোয়াজ্জেম হোসেন দুদু



মীর্জা তোফাজ্জল হোসেন মুকুল



মোঃ নুরুল ইসলাম



এ.এম. এনায়েত করিম



হাফিজুল হক খান



মরহুম এস.এম আঃ কাদের



মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান

আলোকচিত্রে ক্লাবের নানা অনুষ্ঠান



শামসুর রহমান খান



শামছ উদ্দিন আহমেদ



ফজলুর রহমান খান ফারুক



শওকত আলী তালুকদার



আতাউর রহমান খান



মোঃ সোহরাওয়ার্দী



শামছুল হক



ফারুক আহমদ

আলোকচিত্রে ক্লাবের নানা অনুষ্ঠান



ড. রফিকুল ইসলাম



শামসুর রহমান খান



ফজলুর রহমান খান ফারুক



অধ্যাপক শাজাহান মিয়া



শামছুল ইসলাম সিদ্দিকী



তারাপদ দে

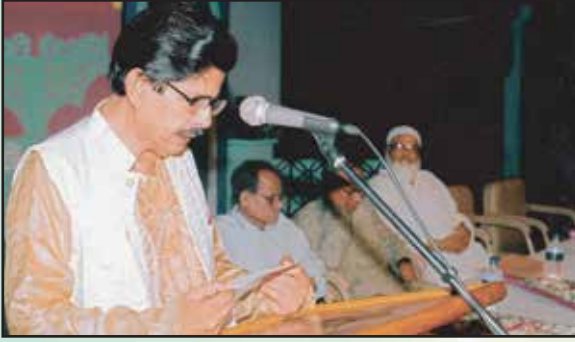


আলমগীর খান মেনু



আব্দুর রহমান খান মন্টু

আলোকচিত্রে ক্লাবের নানা অনুষ্ঠান



নূরুল ইসলাম



মোঃ হামিদুল হক মোহন



গোলাম আশিয়া নূরী



আবুল কালাম আজাদ বীরবিক্রম



সৈয়দ মাহমুদ তারেক পুলু



দেবাশীষ দেব



পুরস্কার বিতরণ করছেন আতাউর রহমান খান



পুরস্কার বিতরণ করছেন সহিদুর রহমান খান মুজ্জি

আলোকচিত্রে ক্লাবের নানা অনুষ্ঠান



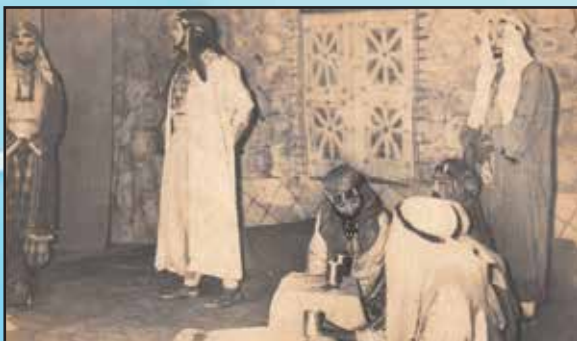
আলোকচিত্রে ক্লাবের নানা অনুষ্ঠান



আলোকচিত্রে ক্লাবের নানা অনুষ্ঠান



আলোকচিত্রে ক্লাবের নানা অনুষ্ঠান



আলোকচিত্রে ক্লাবের নানা অনুষ্ঠান



আলোকচিত্রে ক্লাবের নানা অনুষ্ঠান



আলোকচিত্রে ক্লাবের নানা অনুষ্ঠান



করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব, টাঙ্গাইল এর
শতবর্ষপূর্তি উৎসব সফল হোক



মোঃ আমির কুদরত-ই-এলাহি খান
বিদ্যোৎসাহী ও শিক্ষানুরাগী
ক্লাব সদস্য



মুদারাবা মাসিক আমানত প্রকল্প

শরীয়াহ্ সম্মত পরিকল্পিত ভবিষ্যৎ....!

প্রতি মাসে ৫০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকার যে কোন অংক আমানত রেখে বিভিন্ন মেয়াদে অর্জন করুন এককালীন বৃহৎ অংকের টাকা আর নিশ্চিত করুন ইসলামী শরীয়াহ্ সম্মত পরিকল্পিত ও নিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

প্রাক্কলিত হিসাবে

মেয়াদ	মাসিক আমানত ৳৫০০	মাসিক আমানত ৳১,০০০	মাসিক আমানত ৳২,০০০	মাসিক আমানত ৳৫,০০০	মাসিক আমানত ৳১০,০০০	মাসিক আমানত ৳২৫,০০০	মাসিক আমানত ৳৫০,০০০
৩ বছর	৳২১,৫৭৯	৳৪৩,১৫৮	৳৮৬,৩১৬	৳২,১৫,৭৯৯	৳৪,৩১,৫৮৯	৳১০,৭৮,৯৫৩	৳২১,৫৭,৯০৫
৫ বছর	৳৪০,৬৭৯	৳৮১,৩৫৭	৳১,৬২,৭১৪	৳৪,০৬,৭৮৬	৳৮,১৩,৫৭২	৳২০,৩৩,৯৩৩	৳৪০,৬৭,৮৫৮
৮ বছর	৳৭৭,১৩৩	৳১,৫৪,২৬৫	৳৩,০৮,৫৩৯	৳৭,৭১,৩২৭	৳১৫,৪২,৬৫৩	৳৩৮,৫৬,৬৩৩	৳৭৭,১৩,২৬৭
১০ বছর	৳১,০৯,৪৯৪	৳২,১৮,৯৮৭	৳৪,৩৭,৯৭৫	৳১০,৯৪,৯৩৬	৳২১,৮৯,৮৭৩	৳৫৪,৭৪,৬৮২	৳১,০৯,৪৯,৩৬৪



শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক

লি

মি

টে

ড

আন্তরিক সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ব্যাংকের নিকটস্থ শাখায় যোগাযোগ করুন

www.shahjalalbank.com.bd

VAS/SJBL/MDP-2013

*With the best compliments
of*

William Agencies

A sister concern of Metropolitan Exports Corporation

Leading Exporter of all types of

Hessian, Sacking & Jute Yarn



9-G, Motijheel Commercial Area, 2nd Floor, Dhaka-1000, Bangladesh.
E-mail: info@williamjute.com, Tel: (880-2) 9564437, 9550641, Fax: (880-2) 9561837

Web: <http://www.williamjute.com>



Free Insurance Business Consultation

Fell free to send your queries
Our Experts are ready to serve you

Mail to

insurance.consultant@prime-insurance.net

insurance.doctor@prime-insurance.net



PRIME INSURANCE COMPANY LIMITED

www.prime-insurance.net



DON'T WORRY BE HAPPY

with Pragati Insurance

- Health & Hospitalization
- Personal Accident
- Property & Belongings
- Shop & EMEs
- Car
- Home
- Fire
- Marine

Wherever you see the WORRY FREE sign, you can rest assured that our trustworthy service will ensure that unexpected incidents will never bog you down again. Learn more about our services from our customer testimonials.

The International Arch of Europe Award Germany- 2012
The World Quality Commitment Award Paris- 2008
International Star Award Geneva- 2007

CRAB Credit Rating
Long Term AA1 Short Term ST-1

www.pragatiinsurance.com



Pragati Insurance Ltd.

Tel. 9133680-2

দেশ ও জাতির
অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে
রূপালী ইনস্যুরেন্স দ্রুত এবং গতিশীল
সেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ



রূপালী ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

(সেবা সমৃদ্ধ সর্বাধুনিক বীমা প্রতিষ্ঠান)

রূপালী বীমা ভবন : ৭ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০

ফোন : পিএবিএক্স : ৯৫৬৫৬২৫-৬, ৯৫৬৭২৩৮, ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৫৬৫৬২৯

ই-মেইল : info@rupaliinsurance.com, ওয়েব সাইড : www.rupaliinsurance.com

এনবিএল-এর



আমরা আপনাদের একান্ত সান্নিধ্যে

ছিলাম
আছি
থাকবো...

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে সম্মানিত গ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক ও
শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা



ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড
প্রতিশ্রুতিশীল কর্মতৎপর একটি ব্যাংক

www.nblbd.com

করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব টাঙ্গাইল এর ১০০ বছরপূর্তি উপলক্ষে ক্লাবের সকল
কর্মকর্তা ও সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে জানাই আন্তরিক



টাঙ্গাইল পৌরসভা

‘পৌরসভার সার্বিক উন্নয়নে আমাদের সহায়তা করুন’

- নিয়মিত পৌরকর ও পানির বিল পরিশোধ করুন, পৌরসভার উন্নয়নে সহায়তা করুন
- আপনার শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখুন
- আপনার শিশুকে টিকা দিন
- পানির অপচয় রোধ করুন
- ঘর-বাড়ি নির্মাণে পৌরসভার অনুমতি গ্রহণ করুন
- টাঙ্গাইল পৌরসভার ট্রেড লাইসেন্স ব্যতীত রিকশা-অটোরিকশা চালাবেন না
- রিকশা-অটোরিকশার চালকগণ পৌরসভার নির্ধারিত ভাড়ার অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করবেন না
- যেখানে সেখানে গাড়ি থামিয়ে যনজটের সৃষ্টি করবেন না
- পৌরসভার জমি অবৈধভাবে দখল করবেন না
- রাস্তার উপর অবৈধ দোকান গড়ে তুলবেন না

মনে রাখবেন- এ পৌরসভা আপনার।

একে সুন্দর করার দায়িত্বও আপনার।

সাহিদুর রহমান খান মুক্তি

মেয়র, টাঙ্গাইল পৌরসভা



ভর্তি চলছে

পরিশ্রমই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি

ভর্তি চলছে

ঢাকা শিক্ষাবোর্ড অনুমোদিত (EIIN-136266)

শহীদ একাডেমিক স্কুল

এখন

(৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণি)

বীরপুশিয়া, করটিয়া, টাঙ্গাইলে



মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে সোর্ড অব অনার নিয়ে
শহীদ ক্যাডেট একাডেমীর প্রাক্তন ছাত্র রেদুয়ান মাসুক



মাননীয় সাবেক প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে শাপলা কুড়ি অনুষ্ঠানে সারা
বাংলাদেশে সঙ্গীতে ১ম হয়ে পুরস্কার নিয়ে আমাদের ছাত্রী আনিকা তাহসিন

সাফল্যের



বছর



১০ বিঘা জমির উপর শহীদ একাডেমিক স্কুলের নিজস্ব ক্যাম্পাস

জেএসসিতে ৪ বছরে
মোট এ+ ২৬০ জন

এসএসসিতে ৮ বছরে
মোট এ+ ১১৮৫ জন



মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সাথে শহীদ
একাডেমিক স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা মোঃ শহীদুল আলম শহীদ



স্বাধীনতা দিবস ২০১৩ উদ্‌যাপনে মার্চপাস্ট করে মঞ্চ
অতিক্রম করেছে শহীদ একাডেমিক স্কুলের ছাত্ররা

মোবা: ০১৭১২-১৮২০১১, ০১৭১২-৫৫৩০৪১, ০১৭১২-০২৯১৪২, ০১৭৭০-৫৭৪৮৩৫, ০১৭১২-৭০৬৩৩৫

শহীদ ক্যাডেট একাডেমীর একটি প্রতিষ্ঠান।

শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় মেধাস্থান অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান



সৃষ্টি® শিক্ষা পরিবার

সাফল্যের ২১ বছর

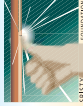
প্লে গ্রুপ-দ্বাদশ শ্রেণি ■ আবাসিক-অনাবাসিক
বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা

সৃষ্টি বাংলাদেশের বৃহৎ অন্যতম শিক্ষাসেবা
দানকারী প্রতিষ্ঠান এখানে দেশের ৬৪ জেলার
শিক্ষার্থীরা আদর্শ শিক্ষা গ্রহণ করছে



সৃষ্টির প্রতিষ্ঠানসমূহ

- সৃষ্টি কলেজ অব টাঙ্গাইল
- সৃষ্টি সেন্ট্রাল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা
- সৃষ্টি সেন্ট্রাল স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা
- সৃষ্টি সেন্ট্রাল স্কুল এন্ড কলেজ, রাজশাহী
- সৃষ্টি সেন্ট্রাল স্কুল এন্ড কলেজ, গাজীপুর
- সৃষ্টি সেন্ট্রাল স্কুল এন্ড কলেজ, আশুলিয়া
- সৃষ্টি সেন্ট্রাল স্কুল এন্ড কলেজ, জামালপুর
- সৃষ্টি সেন্ট্রাল স্কুল এন্ড কলেজ, সিরাজগঞ্জ
- সৃষ্টি রেসিডেন্সিয়াল স্কুল, টাঙ্গাইল
- সৃষ্টি একাডেমিক স্কুল, টাঙ্গাইল
- সৃষ্টি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
- সৃষ্টি কলেজ একাডেমি
- সৃষ্টি একাডেমি, টাঙ্গাইল
- সৃষ্টি ক্যাডেট একাডেমি
- সৃষ্টি জুনিয়র্স, টাঙ্গাইল



Sristy Foundation
Here is Power Education

সৃষ্টির সেবা সাফল্য

- এইচ.এস.সি পরীক্ষার ফলাফল- গোন্ডেন এ+/এ+ পেয়েছে ৬৯৩ জন শিক্ষার্থী
- এস.এস.সি পরীক্ষার ফলাফল- গোন্ডেন এ+/এ+ পেয়েছে ১৬৬৫ জন শিক্ষার্থী
- জে.এস.সি/জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল- গোন্ডেন এ+/এ+ পেয়েছে ৯৬৮ জন শিক্ষার্থী
- পি.এস.সি/প্রাইমারি বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল- এ+ পেয়েছে ১০৯০ জন শিক্ষার্থী
- ক্যাডেট কলেজ ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল- ক্যাডেট কলেজে চাগ পেয়েছে ১২২ জন শিক্ষার্থী

ঢাকা ক্যাম্পাস	:	সেক্টর-৪, রোড-৫, বাসা-২২, উত্তরা, ঢাকা, ০১৯২৬-৯৭১১০৭
টাঙ্গাইল ক্যাম্পাস	:	সুপারি বাগান, বিশ্বাস বেতকা, টাঙ্গাইল, ০১৯২৬-৯৭১১০১-৬
রাজশাহী ক্যাম্পাস	:	বাসা-১৮৮, সেক্টর-২, উপশহর, রাজশাহী, ০১৭৪৬-৯৫৩৩৫৫
খুলনা ক্যাম্পাস	:	১২৯/ক, মজিদ সরণী, সোনাডাঙ্গা আ/এ, খুলনা, ০১৯২৬-৯৭১১০৮
আশুলিয়া ক্যাম্পাস	:	বাইপাইল, বগাবাড়ী, আশুলিয়া রোড, সাভার, ঢাকা, ০১৯৪২-৩৩০৭৮৭
গাজীপুর ক্যাম্পাস	:	বাসা-১৮৩/২, কবি নজরুল সরণী, জোড় পুকুরপাড়, গাজীপুর, ০১৭১৫-৮১৩৭৭৭
জামালপুর ক্যাম্পাস	:	কলেজ রোড (কলেজ মোড়), জামালপুর, ০১৯১৩-০৪৫৭৯৪
সিরাজগঞ্জ ক্যাম্পাস	:	৩৩ মুজিব সড়ক (মাড়োয়ারী পট্টি), সিরাজগঞ্জ, ০১৭৪৫-৭৭৪৭৮৯

সোনালী ব্যাংকের এসএমই ঋণ

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প স্থাপনে, ব্যবসা বিনিয়োগে উদ্যোগ নিন-স্বাবলম্বী হোন।



ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প, সেবা ও ব্যবসা খাতে

- পকল্ল ঋণ
- চলতি মূলধন ঋণ

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা :

- কম সুদে ঋণ
- সহজ শর্তে দ্রুত ঋণ
- বিনা জামানতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ

দারিদ্র বিমোচনে

শ্রমঘন শিল্পায়নে

অধিক কর্মসংস্থানে

বহুমাত্রিক অংশগ্রহণে

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড দিচ্ছে-

বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিকটস্থ শাখায় আজই যোগাযোগ করুন

আপনার অভিযোগ ও পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন :

প্রধান কার্যালয় : এসএমই (ক্ষুদ্র ও মাঝারী এন্টারপ্রাইজ) ডিভিশন
ফোন নং : পিএবিএক্স ৯৫৫০৪২৬-৩১ এক্স-১৩১, সরাসরি-৯৫৬২৯৯২



সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী

website: www.sonalibank.com.bd

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে রূপালী ব্যাংক দিচ্ছে

মাঝারি ঋণ

৩ কোটি টাকা উর্ধ্ব থেকে ২০ কোটি টাকা

পর্যন্ত ঋণ সুবিধা নিয়ে

১২৮টি বিশেষ শাখায়

এই ঋণ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে



বিস্তারিত খাতে সমূহ

- ✓ সৌর বিদ্যুৎ চালিত প্রকল্প
- ✓ বায়োগ্যাস ভিত্তিক প্রকল্প
- ✓ কৃষি ভিত্তিক প্রকল্প
- ✓ দক্ষতা নির্ভর জনশক্তি উন্নয়ন প্রকল্প

মাঝারি ঋণের আওতায় নিম্ন লিখিত খাতে ঋণ গ্রহণ করুন :

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ⇒ ফুড প্রসেসিং | ⇒ গাড়ির বডি তৈরি | ⇒ ক্রোকারিজ -এর ব্যবসা | ⇒ হিমাগার নির্মাণ |
| ⇒ ব্রিক ফিল্ড | ⇒ মিনি সুগার মিল | ⇒ হাসপাতাল ও ক্লিনিক | ⇒ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রফতানি |
| ⇒ পরিবহন ও যোগাযোগ | ⇒ রেলওয়ে স্প্রিং তৈরি | ⇒ প্রাস্টিক শিল্প | ⇒ ডায়ালগনস্টিক সেন্টার |
| ⇒ জিআই ও পিভিসি | ⇒ নৌযান শিল্প | ⇒ প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং | ⇒ ওয়্যারহাউস ও কন্টেইনার সার্ভিস |
| পাইপ প্রস্তুত কারখানা | ⇒ পারফেক্ট শিল্প | | |

এসএমই-র আরও অনেক খাতে ঋণ দেওয়া হচ্ছে.....

বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিকটস্থ রূপালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করে ঋণ গ্রহণের সুযোগ নিন



রূপালী ব্যাংক লিমিটেড

উত্তম সেবার নিশ্চয়তা
Website: www.rupalibank.org

করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব (সিডিসি) এর শতবর্ষ উদযাপন
উপলক্ষে সেবা ক্লিনিক এন্ড হসপিটালের পক্ষ থেকে
সকল কর্মকর্তা ও সদস্যদের
আন্তরিক অভিনন্দন, প্রাণঢালা শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং
সবার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।



Ln. M. Shibly Sadik, MJF

Zone Chairperson Clubs

District 315 A2, Bangladesh

Chairman

Sheba Clinic & Hospital

Old Bus Stand, Tangail.

Sheba Eye Hospital

Sheba Bhaban, Dhaka Road, Tangail.

Phone: 0921-64696, Mobile: 01713-020802

E-mail: schtangail94@gmail.com



Mona Financial Consultancy and Securities Ltd.

TREC Holder of Dhaka Stock Exchange Limited & Chittagong Stock Exchange Limited
DSE TREC # 164 & CSE TREC # 121103
Full Service Depository Participant (DP) of Central Depository Bangladesh Ltd. (CDBL).

Head Office

Suite # 413/417, DSE Building, 9/F, Motijheel C/A, Dhaka-1000.
Phone # +88- 02-9551259, 9553302, 9576254, 9576251
Fax # +88-02-7110353, 7110355
Email: mona@bol-online.com

Mona Financial Consultancy & Securities Limited is one of the leading brokerage houses in Dhaka & Chittagong Stock Exchange Limited. Our services are as follows:

1. Buy & Sell shares in Dhaka and Chittagong Exchange
2. Margin Loan Facilities
3. Online Trading both in Dhaka & Chittagong Stock Exchange Limited
4. Online Reporting for clients

Our Branch Offices:

Chittagong Branch

Akhteruzzaman Center
21/22, 6th Floor, Type – E, North-West Side,
Agrabad C/A, Chittagong
Phone # 031-2519564-5

Gulshan Branch

Navana Tower, 5th Floor,
45, Gulshan Avenue
Gulshan # 1, Dhaka-1212
Phone # 8836781, 8827107

Mohammadpur Branch

16-A/3, 2nd Floor
Right Side, Ring Road
Mohammadpur, Dhaka -1207.
Phone # 9122792

Mirpur Branch

Matbar Mension, 4th Floor, House #3
Road # 3, Rokeya Soroni
Mirpur # 10, Dhaka - 1216.
Phone # 8035145

DOHS (Mohakhali) Branch

House # 411, Road # 29
New DOHS, Mohakhali
Dhaka-1206
Phone # 8711571, 8711863

Moulvibazar Branch

M/S. Chowdhury Enterprise
4/1, Moulvibazar, 3rd Floor
Gulbadan Supar Market, Dhaka -1000.
Phone # 7342471, 7315443

Panthapath Branch

Unique Trade Centre (UTC)
Level # 6, Southeast, 8, Panthapath,
Karwanbazar, Dhaka - 1215.
Phone # 9136432-4

Our Extension Offices

- | | | |
|--|---|---|
| 1. 16, Motijheel, C/A,
3 rd Floor, Dhaka-1000
Phone # 9563270
Cell # 01711542612 | 2. Raj Bhaban
1 st Floor
29, Dilkusha
Cell # 01617526555, 01719310512 | 3. 2, Shaeed Faruque Road
1 st Floor, West Jatrabari
Dhaka-1204
Phone # 7543579 |
|--|---|---|

সন্ধানী লাইফ ফাইন্যান্স লিমিটেড

SANDHANI LIFE FINANCE LIMITED

(A Full-Fledged Merchant Banker)

BSEC Registration no: MB-82/2013

Our Services:

Portfolio Management:

- Discretionary Account
- Non Discretionary Account

Primary Market Services:

- Issue Management
- Underwriting
- Capital Raising
- Corporate Advisory
- Merger and

Research Analysis:

- Market Analysis
- Industry Analysis
- Company Analysis
- Technical Analysis

We Offer:

- Low Rate of Interest.
- Initial Deposit only BDT.100,000/-
- Low Management Fee.
- Low Settlement Fee.
- Stocks Selection supported by our Research Team.

16, Motijheel C/A (2nd & 3rd Floor), Dhaka-1000
Phone No: +88 02 9575903, 9551896
Email: info@slflbd.com, Web: www.slflbd.com

সন্ধানী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোঃ লিঃ এর পলিসি হোল্ডারদের জন্য

ভ্রাম্যমান বীমা দাবী নিষ্পত্তি অফিস উদ্বোধন

মুখবর



বীমা দাবীর টাকার জন্য আর অফিসে আসতে হবে না, দাবীর টাকা পৌঁছে যাবে আপনার দোরগোড়ায়। এলক্ষ্যে সন্ধানী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ এর সম্মানিত পলিসি হোল্ডারদের বীমা দাবী পরিশোধের জন্যে “ভ্রাম্যমান বীমা দাবী নিষ্পত্তি অফিস” উদ্বোধন করেন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী এমপি, সাথে রয়েছেন কোম্পানীর মাননীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মকবুল হোসেন, সাবেক এমপি ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহসানুল ইসলাম টিটু।



নিরাপত্তার প্রতীক



সন্ধানী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোঃ লিঃ

প্রধান কার্যালয় : তরল কমপ্লেক্স (৪র্থ তলা), ১৯ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৬৩৫২১, ৯৫৬৩৪৬৪, ৯৫৬৫৪৫১, ৯১৬৯০২৪, ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৫৫৪৮৪৭

মাসিক কিস্তিতে টাকা জমা দিন মেয়াদ শেষে আকর্ষণীয় লাভসহ ফেরত নিন।



দুই বছর, চার বছর, ছয় বছর মেয়াদী জেবি এম এস এস প্রকল্পে সঞ্চয় করে
মেয়াদ শেষে স্বাবলম্বি হবার সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করুন।

মাসিক কিস্তির পরিমাণ	২ বছর শেষে প্রাপ্য টাকা	৪ বছর শেষে প্রাপ্য টাকা	৬ বছর শেষে প্রাপ্য টাকা
৫০০	১৩,৪৩০	২৯০৭০	৪৭২৩০
১,০০০	২৬,৮৬০	৫৮১৪০	৯৪৪৬০
২,০০০	৫৩,৭২০	১১৬২৮০	১৮৮৯২০
৫,০০০	১,৩৪,৩০০	২৯০৭০০	৪৭২৩০০
১০,০০০	২,৬৮,৬০০	৫৮১৪০০	৯৪৪৬০০
২০,০০০	৫,৩৭,২০০	১১৬২৮০০	১৮৮৯২০০
২৫,০০০	৬,৭১,৫০০	১৪৫৩৫০০	২৩৬১৫০০

প্রতিটি ক্ষেত্রে
মেয়াদান্তে আকর্ষণীয়
বোনাসের ব্যবস্থা
আছে।



বিস্তারিত তথ্যের জন্য জনতা ব্যাংক লিমিটেড-এর
নিকটস্থ শাখায় যোগাযোগ করুন।

জনতা ব্যাংক
লিমিটেড

উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার

website : www.janatabank-bd.com

বিসমিলাহির রাহমানির রাহিম



ইসলামী ব্যাংক আমার ব্যাংক

করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব, টাঙ্গাইল এর
শতবর্ষপূর্তি উৎসব সার্থক ও সফল হোক।

শুভেচ্ছান্তে



মো আনিছুর রহমান

এ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট

ও শাখা ব্যবস্থাপক

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

টাঙ্গাইল শাখা, টাঙ্গাইল।

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক



ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত

www.islamibankbd.com



টাঙ্গাইল চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রী

Tangail Chamber of Commerce and Industry

Panch Ani Bazar, Tangail- 1900, Bangladesh.

করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব
এর গৌরব ও ঐতিহ্যের
১০০ বছরপূর্তি উৎসব
এর আয়োজক, আমন্ত্রিত অতিথি ও
সম্মানিত সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক

অভিনন্দন



জাহিদুর রহমান খান বগবন

সভাপতি

টাঙ্গাইল চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি



জেলা পরিষদ কার্যালয় টাঙ্গাইল

চলমান প্রকল্প



- জেলার সার্বিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও কল্যাণই টাঙ্গাইল জেলা পরিষদের মূল লক্ষ্য।
- অবকাঠামোগত উন্নয়ন ছাড়াও জেলার স্যানিটেশন শিক্ষা কার্যক্রম, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক, সামাজিক কল্যাণমূলক কাজ এবং জেলার গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বৃত্তি প্রদানসহ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করে আসছে।
- সকল উপজেলায় জেলা পরিষদের ডাকবাংলো রয়েছে। ডাকবাংলোয় অবস্থান করে জেলা পরিষদের আতিথেয়তা গ্রহণ করুন।
- দুর্নীতিকে না বলুন। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ে তুলুন।
- সার্বজনীন শিক্ষা বিল্ডারে নিবেদিত হোন। নিরক্ষরমুক্ত দেশ গড়তে এগিয়ে আসুন।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে অধিকহারে বৃক্ষরোপণ করুন।
- সন্ত্রাস, মাদক ও ইভটিজিং এর বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলুন।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে এগিয়ে আসুন।

জনস্বার্থে
টাঙ্গাইল জেলা পরিষদের পক্ষে

ফজলুর রহমান খান ফারুক
প্রশাসক
জেলা পরিষদ, টাঙ্গাইল